

সংস্কৃত

নবম-দশম শ্রেণি





জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ





যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীপরিষদ সদস্যদের সাথে ১৯৫৪ এর নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি দল নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

১। আওয়ামী মুসলিম লীগ ২। কৃষক শ্রমিক পার্টি ৩। পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ৪। নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্টের ২১ দফাকে জনগণ তাদের স্বার্থরক্ষার সনদ বলে বিবেচনা করেছিল। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি, মুসলিম লীগ ৯টি এবং বাকি আসন পায় অন্যরা। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস- এই নির্বাচন তা প্রমাণ করে। এ.কে. ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান বা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। ফজলুল হক ছাড়া ১২ জনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। সেই মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লিউন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক সংস্কৃত

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য
নিরঞ্জন অধিকারী

সম্পাদনা

চুনি লাল রায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ : জুলাই ১৯৯৫
সংশোধিত ও পরিমার্জন সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২০

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি, জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন। এই বিবেচনার আলোকেই ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য 'শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স প্রণীত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনায় নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তক ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ ও নবম এবং ১৯৯৭ সালে সপ্তম, অষ্টম ও দশম **শ্রেণিতে** প্রবর্তিত হয়।

পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে রচিত পুস্তকগুলো প্রবর্তনের পর আরও চারটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মুখে। তাই সময়, দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে এই বছর **(২০২০ সাল)** নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায়, সংশোধিত ও পরিমার্জিত এই নতুন সংস্করণ যথাসম্ভব নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

এ পুস্তকটি যদিও বাংলা হরফে লিখিত কিন্তু এর ভাষা সংস্কৃত। পুস্তকটি পাঠ করে শিক্ষার্থী বেদ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অবিনাশী শ্লোক ও স্তোত্রের সম্যক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। সমাজের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য পুস্তকটিতে আদর্শ গল্প সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটিতে প্রয়োজনীয় ব্যাকরণও সংযোজন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীকে বাংলা ভাষা শিক্ষায়ও যথেষ্ট সাহায্য করবে।

আমরা জানি-'শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।' সময় ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে এর পরিমার্জন, পরিবর্তন ও উন্নয়ন একটি স্বাভাবিক কর্মধারা। তাই এ বইয়ের আরও উন্নয়নের জন্য যে **কোনো গঠনমূলক ও** যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই **পৌঁছে** দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে এ বইয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ বইটি রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও যৌক্তিক মূল্যায়নসহ প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রমদান করেছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত **হলো তারা** যদি উপকৃত হয়, তবেই আমাদের সমুদয় প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্রম্

প্রথমঃ ভাগঃ

গদ্যাংশঃ

প্রথমঃ পাঠঃ

[তৈত্তিরীয়োপনিষৎ]

আচার্যানুশাসনম্

বেদমনূচ্য আচার্যঃ অন্তেবাসিনম্ উপশাস্তি সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং, সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি।

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধায়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সমদর্শিনঃ, যুক্তা অযুক্তাঃ অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ, যথা তে তত্র বর্তের্‌, তথা তত্র বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্।

ভূমিকা

বেদ দুটি কাণ্ডে বিভক্ত- কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এতে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের কথা আছে। প্রধান উপনিষদ বারখানা–ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকী। এই বার খানা উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ অন্যতম। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করে শিষ্যগণ যখন গৃহে ফিরে যেত, তখন গুরু একটি অনুষ্ঠান করতেন। এ অনুষ্ঠানের নাম সমাবর্তন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গুরু ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য কতকগুলো উপদেশ দিতেন। বর্তমান পাঠটি সমাবর্তনে প্রদত্ত গুরুর উপদেশাবলি সম্পর্কিত। এটি তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের একাদশ অনুবাকের অংশ বিশেষ।

শব্দার্থ ঃ অনূচ্য– অধ্যাপনা করে। অন্তেবাসিনম্- শিষ্যকে। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্– বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থেকে। দেবপিতৃকার্যাভ্যাম্– দেব ও পিতৃকার্য অর্থাৎ যজ্ঞাদি ও তর্পণাদি থেকে। প্রশ্বসিতব্যম্– শ্রম দূর করা উচিত। হ্রিয়া– নম্রতার সঙ্গে। সংবিদা– মিত্রভাবে। অলূক্ষাঃ– অনিষ্ঠুর।

ব্যাকরণ ঃ

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ বেদমনূচ্য = বেদম্ + অনূচ্য। যান্যনবদ্যানি = যানি + অনবদ্যানি। ত্বয়োপাস্যানি = ত্বয়া + উপাস্যানি। বেদোপনিষৎ = বেদ + উপনিষৎ। এতদনুশাসনম্ = এতৎ + অনুশাসনম্। চাস্মচ্ছ্রেয়াংসঃ = চ + অস্মৎ + শ্রেয়াংসঃ

ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয় ঃ মাতৃদেবঃ– মাতা দেবঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। কর্মবিচিকিৎসা– কর্মণঃ বিচিকিৎসা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। সমদর্শিনঃ– সমং পশ্যন্তি যে (উপপদতৎপুরুষঃ)।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ অন্তেবাসিনম্– কর্মে ২য়া। স্বাধ্যায়াৎ– অপাদানে ৫মী। দেবপিতৃকার্যাভ্যাম্– অপাদানে ৫মী। কর্মাণি– উক্ত-কর্মে ১মা।

ব্যুৎপত্তিনির্ণয় ঃ উপশাস্তি = উপ-√শাস্ + লট্ তি। অনূচ্য = অনু-√বচ্ + ল্যপ্। প্রমদিতব্যম্ = প্র-√মদ্ + তব্য, ক্লীবলিঙ্গে ১মার ১ বচন। অনুশাসনম্ = অনু √শাস্ + অনট্। উপনিষৎ = উপ-নি √সদ্ + ক্বিপ।

অনুশীলনী

১। শিষ্যের প্রতি প্রদত্ত আচার্যের উপদেশগুলো বাংলায় লেখ।

২। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) সত্যং বদ---------- কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।

(খ) যান্যনবদ্যানি-------- ত্বয়োপাস্যানি।

(গ) যে কে----- শ্রিয়া দেয়ম্।

(ঘ) যে তত্র ------- বেদোপনিষৎ।

৩। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ**

বেদমনূচ্য, চাস্মচ্ছ্রেয়াংশঃ, ত্বয়াসনেন, এষ উপদেশঃ, এতদনুশাসনম্, এবমুপাসিতব্যম্।

৪। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

অন্তেবাসিনম্, কুশলাৎ, ত্বয়া, শ্রদ্ধয়া, সংবিদা।

৫। **বুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

অনূচ্য, প্রমদিতব্যম্, সেবিতব্যানি, দেয়ম্, উপনিষৎ।

৬। **নিচের প্রশ্নগুলোর বাংলায় উত্তর দাও।**

(ক) আচার্য কখন শিষ্যদের উপদেশ দিতেন?

(খ) কোন ব্রাহ্মণদের শ্রম দূর করা উচিত?

(গ) কিভাবে দান করবে?

(ঘ) পিতাকে কি ভাববে?

(ঙ) মাতাকে কি ভাববে?

৭। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) ———— কর্মাণি, তানি সেবিতব্যানি।

(খ) তেষাং-------------প্রশ্বসিতব্যম্।

(গ) যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ————।

(ঘ) সংবিদা ————।

(ঙ) এষা ————।

২০২১

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

[মহাভারতম্]

আরুণেরুপাখ্যানম্

আসীৎ পুরা ধৌম্যো নাম কশ্চিদৃষিঃ। তস্য উপমন্যুঃ আরুণিঃ বেদশ্চেতি ত্রয়ো শিষ্যা বভূবুঃ। স একং শিষ্যমারুণিং পাঞ্চাল্যং প্রেষয়ামাস, "গচ্ছ, কেদারখণ্ডং বধান।" স আরুণিরুপাধ্যায়েন আদিষ্টঃ তত্র গত্বা তৎ কেদারখণ্ডং বন্ধুং নাশকৎ। স ক্লিশ্যমানঃ অচিন্তয়ৎ, "ভবতু, এবং করিষ্যামি।" স তত্র সংবিবেশ কেদারখণ্ডে। শয়ানে চ তথা তস্মিন্ তদুদকং তস্থৌ।

ততঃ কদাচিৎ উপাধ্যায়ো ধৌম্যো শিষ্যাবপৃচ্ছৎ, "ক্ব আরুণিঃ পাঞ্চাল্যো গতঃ।" তৌ তং প্রত্যুর্চতুঃ, "ভগবন্! ত্বয়ৈব প্রেষিতো "গচ্ছ, কেদারখণ্ডং বধান" ইতি।

স তত্র গত্বা তস্যাহ্বানায় শব্দং চকার, "ভো আরুণে! পাঞ্চাল্য! ক্বাসি বৎস?" উপাধ্যায়বাক্যং শ্রুত্বা আরুণিঃ তস্মাৎ কেদারখণ্ডাৎ সহসোত্থায় তমুপাধ্যায়ম্ উপতস্থে। প্রোবাচ চৈনম্, "অয়মস্মি, অত্র কেদারখণ্ডে নিঃসরমাণম্ উদকং সংরোদ্ধুং শয়িতঃ ভগবচ্ছব্দয় শ্রুত্বৈব সহসা কেদারখণ্ডং বিদীর্য ভবন্তমুপস্থিতঃ। তদভিবাদয়ে ভগবন্তম্। আজ্ঞাপয়তু ভবান্, কমর্থং করিষ্যামি?"

এবমুক্ত উপাধ্যায়ঃ প্রত্যুবাচ, "যস্মাৎ ভবান্, কেদারখণ্ডং বিদীর্য উত্থিতঃ তস্মাৎ উদ্দালক এব নাম্না ভবান্ ভবিষ্যতি। যস্মাচ্চ ত্বয়া মদ্বচনমনুষ্ঠিতং তস্মাৎ শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যসি। সর্ব এব তে বেদাঃ প্রতিভাস্যন্তি, সর্বাণি চ ধর্ম শাস্ত্রাণি।

স এবমুক্ত উপাধ্যায়েন ইষ্টং দেশং জগাম।

ভূমিকা

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসরচিত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত মহাভারতের আদি পর্ব থেকে 'আরুণেরুপাখ্যানম্' সংকলিত। এই উপাখ্যানে গুরুশুশ্রূষার মহিমা বর্ণিত হয়েছে। শাস্ত্রে আছে- "গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা" গুরুশুশ্রূষার দ্বারা বিদ্যা লাভ হয়। ধৌম্য ঋষির শিষ্য আরুণি এই শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করে গুরুসেবার দ্বার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

শব্দার্থ ঃ তদুদকং- সেই জল। শ্রুত্বা- শুনে। উত্থায়- উঠে। অভিবাদয়ে- অভিবাদন করি। সংরোদ্ধুং- রুদ্ধ করতে। আজ্ঞাপয়তু- আদেশ করুন। বিদীর্য- বিদীর্ণ করে। অবাপস্যসি- লাভ করবে। প্রতিভাস্যন্তি- প্রতিভাত হবে।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ কশ্চিদৃষি ঃ = কঃ + চিৎ + ঋষিঃ।

আরুণিরুপাধ্যায়েন = আরুণিঃ + উপাধ্যায়েন।

ত্বয়ৈব = ত্বয়া + এব। সহসোত্থায়- সহসা + উত্থায়। ভবন্তমুপস্থিতঃ = ভবন্তম + উপস্তিতঃ। মদ্বচনমনুষ্ঠিতম = মৎ + বচনম + অনুষ্ঠিতম্।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ কেদারখণ্ডং- কর্মে ২য়া। উপাধ্যায়েন- অনুক্ত কর্তায় ৩য়া। আহ্বানায়-তাদর্থ্যে ৪র্থী। যস্মাৎ-হেতু অর্থে ৫মী। শ্রেয়ঃ- কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস ঃ উপাধ্যায়বাক্যং– উপাধ্যায়স্য বাক্যং– ৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ। মদ্বচনম্– মম বচনম্– ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। ধর্মশাস্ত্রাণি– ধর্মবিষয়কানি শাস্ত্রাণি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ)

২০২১

ব্যুৎপত্তিনির্ণয় ঃ- বভূবুঃ = √ভূ + লিট্ উস্। তস্থৌ = √স্থা + লিট অ। চকার = √কৃ + লিট্ অ। শ্রুত্বা = √শ্রু + ক্ত্বাচ্। উত্থায় = উৎ-√স্থা + ল্যপ্। সংরোদ্ধুম্ = সম্-√রুধ্ + তুমুন্। অবাপ্স্যসি = অব-√আপ্ + লৃট্ স্যসি।

অনুশীলনী

১। গুরুশুশ্রুষার দ্বারা যে বিদ্যা লাভ হয় 'আরুণেরুপাখ্যানম্' -এর মাধ্যমে তা প্রমাণ কর।

২। **বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) ততঃ কদাচিৎ---------ইতি।

(খ) প্রোবাচ চৈনম্--------------ভবন্তমুপস্থিতঃ।

(গ) যস্মাৎ ভবান্--------------- অবাপ্স্যসি।

৩। **সন্ধি বিশ্লেষণ কর ঃ**

কশ্চিদৃষিঃ, শিষ্যাবপৃচ্ছৎ, ক্বাসি, সহসোত্থায়, ভবন্তমুপস্থিতঃ।

৪। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

উপাধ্যায়েন, আহ্বানায়, ভগবন্তম্, অর্থং, তস্মাৎ।

৫। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ**

কেদারখণ্ডং, ভগবচ্ছন্দং, মদ্বচনম্, ধর্মশাস্ত্রাণি।

৬। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

বভূবু ঃ, শ্রুত্বা, সংরোদ্ধম্, শয়িতঃ, বিদীর্য।

৭। **নিচের প্রশ্নগুলোর বাংলায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) উপমন্যু কে ছিলেন?

(খ) ধৌম্য ঋষি কেদারখণ্ড বাঁধতে কাকে পাঠিয়েছিলেন?

(গ) 'আরুণেরুপাখ্যানম্' মহাভারতের কোন্ পর্বের অন্তর্গত?

(ঘ) কেদারখণ্ড বন্ধনের জন্য আরুণি কি করেছিল?

(ঙ) আরুণির ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ঋষি ধৌম্য কি করলেন?

(চ) ঋষি ধৌম্যের আহ্বান শুনে আরুণি কি করেছিল?

(ছ) ঋষির নিকট গিয়ে আরুণি কি বলল?

(জ) ঋষি আরুণিকে উদ্দালক নাম দিয়েছিলেন কেন?

৮। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) গচ্ছ, ———— বধান।

(খ) ———— ক্বাসি বৎস।

(গ) তদভিবাদয়ে ————।

(ঘ) স ইষ্টং ———— জগাম।

(ঙ) সর্বে এব তে বেদাঃ —— ——।

তৃতীয়ঃ পাঠঃ

[বিষ্ণুপুরাণম্]

যযাতেরুপাখ্যানম্

আসীৎ পুরা সূর্যবংশে যযাতির্নাম কশ্চিৎ রাজা। তস্য সর্বশাস্ত্রকুশলা মহাবলাশ্চ পঞ্চ পুত্রা আসন্। অথ কদাচিৎ শুক্রাচার্যঃ কুপিতঃ "অচিরাত্ত্বং জরামাপ্নুহি" ইতি যযাতিং শশাপ। তেন স রাজা অকালেনৈব জরামবাপ। ততস্তস্য রাজ্ঞঃ স্তবেন পরিতুষ্টঃ শুক্রাচার্যঃ প্রত্যুবাচ, "যদি তব পুত্রাণাং কোঽপি জরাং গৃহীত্বা স্বযৌবনং তে দদাতি তর্হি ত্বং জরামুক্তো ভবিষ্যসি।"

ততো নৃপঃ ক্রমেণ পঞ্চ পুত্রানাহূয় উবাচ, "শুক্রাচার্যশাপাৎ জরেয়ং মামুপস্থিতা। তামহং তস্যৈব অনুগ্রহাৎ যুষ্মাকং কস্মৈ অপি বর্ষসহস্রং দাতুমিচ্ছামি। তদব্রুত যুষ্মাকং কঃ স্বযৌবনং মে দত্ত্বা জরাং গ্রহীষ্যতি?"

পিত্রা এবমনুনীতোঽপি চতুর্ণাং পুত্রাণাং ন কোঽপি জরামাদাতুমৈচ্ছৎ। তৈরপি প্রত্যাখ্যাতো নৃপস্তান শশাপ।

অথ কনিষ্ঠঃ পুত্রঃ পুরুঃ রাজানং প্রণম্য সবহুমানমুবাচ, "মহান্ প্রসাদোঽয়ম্" ইত্যুক্ত্বা স জরাং প্রতিজগ্রাহ স্বযৌবনং চ পিত্রে দত্তবান্। রাজা তু যৌবনমাসাদ্য বর্ষসহস্রং বিষয়মচরৎ সম্যক্ চ প্রজাপালনং কৃতবান্। অথৈকদা স পুরুমাহূয় উবাচ–

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।"

-ইত্যভিধায় স পুরুং রাজ্যে অভিষিচ্য তপসে বনং জগাম।

ভূমিকা

পুরাণ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। পুরাণের প্রধান বৈশিষ্ট্য পাঁচটি- সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (ধ্বংসের পরে নতুন সৃষ্টির বিকাশ), বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা), মন্বন্তর (মনুগণের শাসনকাল) ও বংশানুচরিত (রাজগণের বংশের ইতিহাস)। মহাপুরাণ ১৮ খানা, উপপুরাণও ১৮ খানা। অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ অন্যতম। এই পুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণ। এতে শ্রীবিষ্ণুর মহিমা পরিকীর্তিত হয়েছে। 'যযাতেরুপাখ্যানম্' বিষ্ণুপুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত।

শব্দার্থ ঃ সর্বশাস্ত্রকুশলা ঃ সকলশাস্ত্রের পারদর্শী। শশাপ- অভিশাপ দিলেন। গৃহীত্বা- গ্রহণ করে। আহূয়- ডেকে। শুক্রাচার্যশাপাৎ- শুক্রাচার্যের অভিশাপে। আদাতুম্- গ্রহণ করতে। দত্তবান্- দিলেন। হবিষা- ঘৃতের দ্বারা। কৃষ্ণবর্ত্মা- অগ্নি।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ যযাতির্নাম- যযাতিঃ + নাম। অচিরাত্ত্বং = অচিরাৎ + ত্বং। পঞ্চপুত্রানাহূয় = পঞ্চপুত্রান্ + আহূয়। যৌবনমাসাদ্য = যৌবনম্ + আসাদ্য। ইত্যুক্তা = ইতি + উক্তা। এবাভিবর্ধতে = এব + অভিবর্ধতে।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ জরাম্– কর্মে ২য়া। তে– সম্প্রদানে ৪র্থী। শুক্রাচার্যশাপাৎ– হেতু অর্থে ৫মী। তৈঃ– অনুক্ত কর্তায় ৩য়া। পিত্রে– সম্প্রদানে ৪র্থী। উপভোগেন– করণে ৩য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস ঃ জরামুক্তঃ– জরসঃ মুক্তঃ– ৫মী তৎপুরুষঃ। বর্ষসহস্রং– বর্ষাণাং সহস্রং– ৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ সর্বশাস্ত্রকুশলাঃ– সর্বাণি শাস্ত্রাণি (কর্মধারয়ঃ), তেষু কুশলাঃ (৭মী তৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তিনির্ণয় ঃ আপ্নুহি = √আপ্ + লোট্ হি। শশাপ- √শপ্ লিট্ অ। অবাপ = অব- √আপ্ + লিট্ অ। গৃহীত্বা = √গ্রহ + ক্ত্বাচ। আহূয় = আ- √হেব + ল্যাপ। আদাতুম = আ- √দা + তুমুন। অভিবর্ধতে = অভি- √বৃধ্ + লট তে।

অনুশীলনী

১। 'যযাতেরুপাখ্যানম্' কোন্ পুরাণের অন্তর্গত? উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় লেখ।

২। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) অথ কদাচিৎ--------------জরামবাপ।

(খ) ততো নৃপঃ -------দাতুমিচ্ছামি।

(গ) অথ কনিষ্ঠঃ পুত্রঃ ---------পিত্রে দত্তবান্।

(ঘ) রাজা তু-----------কৃতবান্।

৩। **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ**

ন জাতু কামঃ ---------এবাভিবর্ধতে।

৪। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ**

যযাতির্নাম অচিরাত্ত্বং, পঞ্চপুত্রানাহূয়, দাতুমিচ্ছামি, নৃপস্তান, যৌবনমাসাদ্য, এবাভিবর্ধতে।

৫। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

জরাম্, পিত্রে, তান্, রাজানং, হবিষা।

৬। **বাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ**

জরামুক্তঃ, বর্ষসহস্রং, সর্বশাস্ত্রকুশলাঃ মহাবলাঃ, শুক্রাচার্যশাপাৎ।

৭। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

শশাপ, গৃহীত্বা, আদাতুম্, আসাদ্য, আহূয়, অভিবর্ধতে।

২০২১

৮। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

(ক) মহাপুরাণ কয়টি?

(খ) পুরাণের লক্ষণ কি কি?

(গ) বিষ্ণুপুরাণে কার মহিমা বর্ণিত হয়েছে?

(ঘ) যযাতি কে ছিলেন?

(ঙ) শুক্রাচার্য যযাতিকে কি অভিশাপ দিয়েছিলেন?

(চ) যযাতি পুত্রদের ডেকে কি বললেন?

(ছ) রাজা যযাতির জরা কে গ্রহণ করেছিল?

(জ) রাজা কত বছর বিষয় ভোগ করেছিলেন?

(ঝ) রাজা কাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন?

৯। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ**

(ক) যযাতি জন্মগ্রহণ করেছিলেন -

(১) সূর্যবংশে (২) চন্দ্রবংশে

(৩) গুপ্তবংশে (৪) মৌর্যবংশে।

(খ) যযাতির ছিল -

(১) পাঁচ পুত্র (২) তিন পুত্র

(৩) চার পুত্র (৪) দুই পুত্র।

(গ) যযাতিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন-

(১) শুক্রাচার্য (২) ব্যাস

(৩) বিশ্বামিত্র (৪) দুর্বাসা।

(ঘ) যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র ছিল-

(১) যদু (২) পুরু

(৩) পৃথু (৪) মধু।

(ঙ) যযাতি রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন -

(১) পুরুকে (২) মধুকে

(৩) যদুকে (৪) রঘুকে।

চতুর্থঃ পাঠঃ

[পঞ্চতন্ত্রম্]

পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্

অস্তি দাক্ষিণাত্যে জনপদে মহিলারোপ্যং নাম নগরম্। তত্র সকলার্থিসার্থকল্পদ্রুমঃ সকলকলাপারংগতঃ অমরশক্তির্নাম রাজা বভূব। তস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পরমদুর্মেধসো বসুশক্তিরুগ্রশক্তিরনেকশক্তিশ্চেতি নামানো বভূবুঃ। অথ রাজা তান্ শাস্ত্রবিমুখানালোক্য সচিবানাহূয় প্রোবাচ, "ভোঃ, জ্ঞাতমেতদ্ ভবদ্ভির্যন্মমৈতে পুত্রাঃ শাস্ত্রবিমুখা বিবেকরহিতাশ্চ। তদেতান্ পশ্যতো মে মহদপি রাজ্যং ন সৌখ্যমাবহতি। অথবা সাধ্বিদমুচ্যতে-

অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ॥
কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্।
কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন সূতে ন দুগ্ধদা॥

তদেতষাং যথা বুদ্ধিপ্রকাশে ভবতি তথা কোঽপি উপায়োঽনুষ্ঠীয়তাম্। অত্র চ মদ্দত্তাং বৃত্তিং ভুঞ্জানানাং পণ্ডিতানাং পঞ্চশতী তিষ্ঠতি। ততো যথা মম মনোরথাঃ সিদ্ধিং যান্তি তথানুষ্ঠীয়তামিতি।"

তত্রৈকঃ প্রোবাচ, "দেব! দ্বাদশভির্বর্ষৈর্ব্যাকরণং শ্রূয়তে। ততো ধর্মশাস্ত্রাণি মন্বাদীনি, অর্থশাস্ত্রাণি চাণক্যাদীনি, কামশাস্ত্রাণি বাৎসায়নাদীনি, এবং চ ততো ধর্মার্থকামশাস্ত্রাণি জ্ঞায়ন্তে। ততঃ প্রতিবোধনং ভবতি।"

অনন্তরোঽপরঃ সুমতিনামা প্রাহ, "অশাশ্বতোঽয়ং জীবিতব্যবিষয়ঃ। প্রভূতকালজ্ঞেয়ানি শব্দশাস্ত্রাণি। তৎ সংক্ষেপমাত্রং শাস্ত্রং কিঞ্চিদেতেষাং প্রবোধনার্থং চিন্ত্যতামিতি। উক্তং চ–

অন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু
হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥

তদত্রাস্তি বিষ্ণুশর্মা নাম ব্রাহ্মণঃ সকলশাস্ত্রপারংগমঃ ছাত্রসংসদি লব্ধকীর্তিঃ! তস্মৈ সমর্পয়ত্বেত্যান্। স নূনং দ্রাক্ প্রবুদ্ধান্ করিষ্যতি।

স রাজা তদাকর্ণ্য বিষ্ণুশর্মাণমাহূয় প্রোবাচ, "ভো ভগবন্! মদনুগ্রহার্থম্ এতান্ অর্থশাস্ত্রং প্রতি দ্রাগ্ যথা অনন্যসদৃশান্ বিদধাসি তথা কুরু। তদহং ত্বাং শাসনশতেন যোজয়িষ্যামি।"

অথ বিষ্ণুশর্মা তং রাজানমূচে, "দেব! শ্রূয়তাং মে তথ্যবচনম্। নাহং বিদ্যাবিক্রয়ং শাসনশতেনাপি করোমি। পুনরেতাংস্তব পুত্রান্ মাসষট্‌কেন যদি নীতিশাস্ত্রজ্ঞান্ ন করোমি ততঃ স্বনামত্যাগং করোমি। কিং বহুনা। মমাশীতিবর্ষস্য ব্যাবৃত্তসর্বেন্দ্রিয়ার্থস্য ন কিঞ্চিদর্থেন প্রয়োজনম্। কিন্তু ত্বৎপ্রার্থনাসিদ্ধ্যর্থং সরস্বতীবিনোদং করিষ্যামি।"

২০২২

অথাসৌ রাজা তাং ব্রাহ্মণস্য অসম্ভাব্যাং প্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা সসচিবঃ প্রহৃষ্টো বিস্ময়ান্বিতঃ তস্মৈ সাদরং তান্ কুমারান্ সমর্প্য পরাং নির্বৃতিমাজগাম। বিষ্ণুশর্মণাপি তানাদায় তদর্থং মিত্রভেদ- মিত্রপ্রাপ্তি- কাকোলূকীয়- লব্ধপ্রণাশ- অপরীক্ষিতকারকাণি চেতি পঞ্চতন্ত্রাণি রচয়িত্বা পাঠিতাস্তে রাজপুত্রাঃ। তেঽপি তান্যধীত্য মাসষট্কেন যথোক্তাঃ সংবৃত্তাঃ। ততঃ প্রভৃত্যেতৎ পঞ্চতন্ত্রং নাম নীতিশাস্ত্রং বালাববোধনার্থং ভূতলে সংপ্রবৃত্তম্।

ভূমিকা

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের গ্রন্থরাজির মধ্যে পঞ্চতন্ত্র অন্যতম। কথিত আছে যে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি পাঁচটি তন্ত্র বা অধ্যায়ে বিভক্ত– মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ, ও অপরীক্ষিতকারক। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অন্তর্গত মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ করার জন্য এই গ্রন্থটি রচিত হয়। পৃথিবীর বহু ভাষায় পঞ্চতন্ত্র অনূদিত হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ পরমদুর্মেধসঃ– অত্যন্ত মূর্খ। সচিবান্– মন্ত্রীদেরকে। প্রোবাচ– বললেন। সকলার্থিসার্থ কল্পদ্রুমঃ– সকল প্রার্থীর নিকট কল্পবৃক্ষস্বরূপ। শ্রুত্বা– শুনে। সমর্প্য– সমর্পণ করে। নির্বৃতিম্– শান্তি।

সন্ধি বিচ্ছেদ ঃ শাস্ত্রবিমুখানালোক্য = শাস্ত্রবিমুখান্ + আলোক্য। সচিবানাহূয় = সচিবান্ + আহূয়। ভবদ্ভির্যন্মৈতে = ভবদ্ভিঃ + যৎ + যম + এতে। সাধ্বিদমূচ্যতে = সাধু + ইদস্ + উচ্যতে। দ্বাদশভির্বর্ষৈর্ব্যাকরণং = দ্বাদশভিঃ + বর্ষৈঃ + ব্যাকরণং। প্রভৃত্যেতৎ = প্রভৃতি + এতেৎ।

কারণসহ বিভক্তি ঃ ভবদ্ভিঃ– অনুক্ত কর্তায় ৩য়া। স্বল্পদুঃখায়– তাদর্থ্যে চতুর্থী। বর্ষৈঃ– অপবর্গে ৩য়া। ছাত্রসংসদি– অধিকরণে ৭মী। অর্থেন– 'প্রয়োজন' শব্দযোগে ৩য়া। তানি– কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস ঃ শাস্ত্রবিমুখান্– শাস্ত্রে বিমুখাঃ (৭মী তৎপুরুষঃ), তান। বিবেকরহিতাঃ– বিবেকেন রহিতাঃ (৩য়া তৎপুরুষঃ)। পঞ্চশতী– পঞ্চনাং শতানাং সমাহারঃ (দ্বিগুঃ)।

ব্যুৎপত্তিনির্ণয় ঃ বভূবুঃ = √ভূ + লিট্ উস। পশ্যতঃ = √দৃশ্ + শতৃ, ৬ষ্ঠীর একবচন। দহেৎ = √দহ + বিধিলিঙ্ যাৎ। দুগ্ধদা = দুগ্ধ- √দা + ক + স্ত্রিয়াম্ আপ। যোজয়িষ্যামি = √যুজ + ণিচ + লৃট্ স্যামি। অধীত্য = √অধি- ই + ল্যপ।

অনুশীলনী

১। পঞ্চতন্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্ররা কিভাবে নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়েছিল?

৩। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) তত্র ----------নামানো বভূবুঃ।

(খ) অথ রাজা---------- সৌখ্যমাবহতি।

(গ) তত্রৈকঃ প্রোবাচ-----------প্রতিবোধনং ভবতি।

(ঘ) কিং বহুনা----------- করিষ্যামি।

(ঙ) বিষ্ণুশর্মণাপি---------পাঠিতাস্তে রাজপুত্রাঃ।

৪। **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ**

(ক) অজাতমৃতমূর্খেভ্যো----------------জড়ো দহেৎ।

(খ) অনন্তপারং ------------------------ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।

৫। **ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ**

(ক) কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন সূতে ন দুগ্ধদা।

(খ) সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্গু।

৬। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ**

সচিবানাহূয়, প্রভৃত্যেতৎ, সাধ্বিদমূচ্যতে, বিবেকরহিতাশ্চ, মন্দত্তাং, চাণক্যাদীনি।

৭। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

ভবদ্ভি ঃ, বর্ষৈঃ, ছাত্রসংসদি, রাজানম্।

৮। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ**

বিবেকরহিতাঃ, পঞ্চশতী, অনন্যসদৃশান্, বিদ্যাবিক্রয়ং, পঞ্চতন্ত্রাণি।

৯। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

বভূবুঃ দুগ্ধদা, অধীত্য, ভূঞ্জানানাম্, প্রোবাচ।

১০। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

(ক) মহিলারোপ্য নগরটি কোথায় অবস্থিত?

(খ) রাজা অমরশক্তির পুত্রদের নাম লেখ।

(গ) পঞ্চতন্ত্রের কালে ব্যাকরণ শিখতে কতদিন ব্যয় করা হত?

(ঘ) সুমতি কে ছিলেন?

(ঙ) রাজপুত্রদের নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করেছিলেন কে?

(চ) পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি অধ্যায় কি কি?

১১। **বাক্যরচনা কর ঃ**

বভূব, পঞ্চশতী, রাজানম্, প্রয়োজনম্, শ্রূয়তাম্।

১২। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) ———— মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।

(খ) যতস্তৌ ———— যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ।

(গ) কিং তয়া ———— ধেন্বা যা ন সূতে ন দুগ্ধদা।

(ঘ) অনন্তপারং কিল ————।

(ঙ) হংসৈর্যথা ————।

২০২১

পঞ্চমঃ পাঠঃ

[পঞ্চতন্ত্রম্]

হংস-কচ্ছপ-কথা

অস্তি কস্মিংশ্চিজ্জলাশয়ে কম্বুগ্রীবো নাম কচ্ছপঃ। তস্য চ সঙ্কট-বিকটনাম্নৌ মিত্রে হংসজাতীয়ে পরমস্নেহকোটিমাশ্রিতে নিত্যমেব সরস্তীরমাস্যাদ্য তেন সহানেকমহর্ষিদেবর্ষীণাং কথাং কৃত্বাস্তময়বেলায়াং স্বনীড়াশ্রয়ং কুরুতঃ। অথ গচ্ছতা কালেনানাবৃষ্টিবশাৎ সরঃ শনৈঃ শোষমগমৎ। ততস্তদ্‌দুঃখদুঃখিতৌ তাবুচতুঃ, "ভো মিত্র! জম্বালশেষমেতৎ সরঃ সঞ্জাতম্। তৎ কথং ভবান্ ভবিষ্যতীতি ব্যাকুলত্বং নো হৃদি বর্ততে।" তচ্ছ্রুত্বা কম্বুগ্রীব আহ, "ভো! সাম্প্রতং নাস্ত্যস্মাকং, জীবিতব্যং জলাভাবাৎ। তথাপ্যুপায়শ্চিন্ত্যতামিতি।

উক্তংচ–

ত্যাজ্যং ন ধৈর্যং বিধুরেঽপি কালে
ধৈর্যাৎ কদাচিৎ গতিমাপ্নুয়াৎ সঃ।
যথা সমুদ্রেঽপি চ পোতভঙ্গো
সাংযাত্রিকো বাঞ্ছতি তর্তুমেব॥

অপরং চ–

মিত্রার্থে বান্ধবার্থে চ বুদ্ধিমান্ যততে সদা।
জাতাস্বাপৎসু যত্নেন জগাদিদং বচো মনুঃ॥

তদানীয়তাং কচিদ্‌দৃঢ়রজ্জুর্লঘু কাষ্ঠং বা। অন্বিষ্যতাং চ প্রভূতজলসনাথং সরঃ। ময়া তস্য লঘুকাষ্ঠস্য মধ্যপ্রদেশে দন্তগৃহীতে সতি যুবাং কোটিভাগয়োস্তৎকাষ্ঠং ময়া সহিতং সংগৃহ্য তৎসরো নয়থ।"

তাবুচতুঃ, "ভো মিত্র! এবং করিষ্যাবঃ। পরং ভবতা মৌনব্রতেন স্থাতব্যম্। নোচেৎ তব কাষ্ঠাৎ পাতো ভবিষ্যতি।"

তথানুষ্ঠিতে গচ্ছতা কম্বুগ্রীবেণাধোবাগস্থিতং কিঞ্চিৎ পুরমালোকিতম্। তত্র যে পৌরাস্তে তথা নীয়মানং কূর্মং বিলোক্য সবিস্ময়মিদমুচুঃ, "অহো! চক্রাকারং কিমপি পক্ষিভ্যাং নীয়তে। পশ্যত পশ্যত।"

অথ তেষাং কোলাহলমাকর্ণ্য কম্বুগ্রীব আহ, "ভোঃ! কিমেষ কোলাহলঃ? ইতি বক্তুমনা অর্ধোক্তৌ পতিতঃ পৌরৈঃ খণ্ডশঃ কৃতশ্চ। তথোক্তং–

সুহৃদাং হিতকামানাং ন করোতীত যো বচঃ
স কূর্ম ইব দুর্বুদ্ধিঃ কাষ্ঠাদ্ ভ্রষ্টো বিনশ্যতি॥

ভূমিকা

'হংস-কচ্ছপ-কথা' গল্পটি পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্গত। পঞ্চতন্ত্রাদি গল্পগ্রন্থের মধ্যে কচ্ছপের স্থান খুব কম। এই গল্পে কচ্ছপ হিতকামী বন্ধুর কথা না শোনায় প্রাণ হারিয়েছে। অতএব, কল্যাণকামী বন্ধুর উপদেশ অবশ্য অনুসরণীয়।

শব্দার্থ ঃ কম্বুগ্রীব– শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা যার। অনাবৃষ্টিবশাৎ– অনাবৃষ্টিহেতু। জম্বালশেষম্– যাতে কেবল কাদা আছে। সাংযাত্রিকঃ– পোতবণিক। বিধুরেঽপি কালে– প্রতিকূল সময়েও জগাদ– বলেছেন।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ কস্মিংশ্চিজ্জলাশয়ে = কস্মিং + চিৎ + জলাশয়ে। সরস্তীরমাসাদ্য = সরঃ + তীরম্ + আসাদ্য। শোষমগমৎ = শোষম্ + অগমৎ। তাবুচতুঃ = তৌ + উচতুঃ কোলাহলমাকর্ণ্য = কোলাহলম্ + আকর্ণ্য।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ জলাশয়ে– অধিকরণে ৭মী, কালেন– প্রকৃত্যাদিত্বাৎ ৩য়া। জলাভাবাৎ– হেত্বর্থে ৫মী। পক্ষিভ্যাম্- অনুক্তকর্তায় ৩য়া। কাষ্ঠাৎ– অপাদানে ৫মী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ কম্বুগ্রীবঃ– কম্বুরিব গ্রীবা যস্য সঃ– বহুব্রীহিঃ। জলাভাবাৎ– জলস্য অভাবঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তস্মাৎ। মৌনব্রতেন– মৌনং ব্রতং যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), তেন। বক্রুমনা– বক্রুং মনঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ গচ্ছতা = √গম্ + শতৃ, ৩য়ার ১ বচন। সঞ্জাতম্ = সম্-√জন্ + ক্ত, ক্লীবলিঙ্গ ১মার একবচন। স্থাতব্যম্ = স্থা + তব্য, ক্লীবলিঙ্গ ১মার একবচন।

অনুশীলনী

১। 'হংস কচ্ছপ- কথা' গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ।

২। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বল।

৩। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) তস্যচ------------------কুরুতঃ।

(খ) জম্বালশেষমেতৎ--------------তথাপ্যুপায়শ্চিন্ত্যতাম্।

(গ) তথানুষ্ঠিতে-----------পক্ষিভ্যাং নীয়তে।

৪। **সন্ধি বিশ্লেষণ কর ঃ**

কালেনানাবৃষ্টিবশাৎ, শোষমগমৎ, সরস্তীরমাসাদ্য, তাবুচতুঃ কিমপি, করোতীহ।

৫। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

তেন, কালেন, হৃদি, কম্বুগ্রীবঃ জলাভাবাৎ।

৬। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

গচ্ছতা, স্থাতব্যম্, পতিতঃ, ভ্রষ্টঃ।

৭। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) ত্যাজ্যং ন ধৈর্যং ———— কালে।

(খ) ———— কদাচিৎ গতিমাপ্নুয়াৎ সঃ।

(গ) যথা সমুদ্রেঽপি চ ————।

(ঘ) ———— বাঞ্ছতি তর্তুমেব।

(ঙ) স কূর্ম ইব দুর্বুদ্ধিঃ ———— ভ্রষ্টো বিনশ্যতি।

৮। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ**

(ক) কচ্ছপটির নাম ছিল-

(১) হয়গ্রীব (২) মণিগ্রীব

(৩) রক্ষোগ্রীব (৪) কম্বুগ্রীব।

(খ) হংস কচ্ছপকে বলেছিল-

(১) কথা বলতে (২) মৌনব্রত অবলম্বন করতে

(৩) গান গাইতে (৪) প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে।

(গ) কূর্ম শব্দের অর্থ-

(১) হংস (২) সজারু

(৩) কচ্ছপ (৪) পেচক।

(ঘ) কম্বুগ্রীবকে হত্যা করেছিল-

(১) পুরবাসীরা (২) গ্রামবাসীরা

(৩) রাখালেরা (৪) ব্রাহ্মণেরা।

২০২২

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

[হিতোপদেশঃ]

বক-সর্প-নকুল-কথা

অস্ত্যুত্তরাপথে গৃধ্রকুটো নাম পর্বতঃ। তস্য নদীতীরে বটবৃক্ষে বকা ন্যবসন্। তদ্‌বটস্য অধস্তাৎ বিবরে একঃ সর্পস্তিষ্ঠতি। অদূরে চান্যস্মিন্ বিবরে একো নকুলো ন্যবসৎ। বিবরস্য সর্পঃ বকানাং বালাপত্যানি খাদিতবান্। তদা শোকার্তানাং বকানাং বিলাপমাকর্ণ্য কেনচিদ্‌বৃদ্ধবকেনোক্তম্, "ভোঃ! এবং কুরুত যূয়ম্– মৎস্যানানীয় নকুল-বিবরাদারভ্য সর্পবিবরং যাবৎ একৈকশো বিকিরত। তর্হি নকুলো মৎস্যান্ ভক্ষয়িতমাগত্য সর্পং দ্রক্ষ্যতি স্বভাবদ্বেষাচ্চ তং হনিষ্যতি।"

তথা কৃতে নকুলো মৎস্যানভক্ষয়ৎ, বৃক্ষকোটরে সর্পং দৃষ্টা তমপি হতবান্। অনন্তরং স বৃক্ষোপরি পক্ষিশাবকানাং শব্দং শ্রুতবান্। তদাকর্ণ্য তেন বৃক্ষমারুহ্য বকশাবকা অপি খাদিতাঃ। অত উক্তম্- "উপায়ং চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞস্ত্বপায়মপি চিন্তয়েৎ।"

ভূমিকা

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'হিতোপদেশ' অত্যন্ত জনপ্রিয়। কথিত আছে যে বাঙালি পণ্ডিত নারায়ণ এই গ্রন্থটির রচয়িতা। পঞ্চতন্ত্রের ছায়া অবলম্বনে এটি রচিত। এর চারটি খণ্ড– মিত্রভেদ, মিত্রলাভ, বিগ্রহ ও সন্ধি। গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই 'হিতোপদেশ' রচিত। 'বক-সর্প-নকুল-কথা' গল্পটিও নীতিশিক্ষামূলক। কোন কাজ করার পূর্বে তার শুভ ও অশুভ উভয় দিকই বিচার করা কর্তব্য– এ নীতিবাক্যটি গল্পটিতে বিধৃত।

শব্দার্থ ঃ ন্যবসন্– বাস করত। অধস্তাৎ– নিচে। বিবরে– গর্তে। আকর্ণ্য– শুনে। আনীয়– এনে। একৈকশঃ– একটি একটি করে। হতবান্– হত্যা করেছিল।

সন্ধি বিচ্ছেদ ঃ অস্ত্যুত্তরাপথে = অস্তি + উত্তরাপথে। ন্যবসন্ = নি + অবসন্। বিলাপমাকর্ণ্য = বিলাপম্ + আকর্ণ্য। নকুলবিবরাদারভ্য = নকুলবিবরাৎ + আরভ্য। স্বভাবদ্বেষাচ্চ = স্বভাবদ্বেষাৎ + চ। প্রাজ্ঞস্ত্বপায়মপি = প্রাজ্ঞঃ + তু + অপায়ম্ + অপি।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ উত্তরাপথে– অধিকরণে ৭মী। বৃদ্ধবকেন– অনুক্তকর্তায় ৩য়া। স্বভাবদ্বেষাৎ– হেত্বর্থে ৫মী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস ঃ নদীতীরে– নদ্যাঃ তীরে (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। সর্পবিবরং– সর্পস্য বিবরং (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। স্বভাবদ্বেষাৎ– স্বভাবস্য দ্বেষঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তস্মাৎ।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ আকর্ণ্য = আ- √কর্ণি + ল্যপ্। আনীয় = আ - √নী + ল্যপ্। ভক্ষয়িতুম্ = √ভক্ষ্ + তুমুন্। আরুহ্য = আ-√রুহ্ + ল্যপ্। চিন্তয়ন্ = √চিন্ত্ + শতৃ, পুংলিঙ্গে ১মার একবচন।

অনুশীলনী

১। 'বক-সর্প-নকুল-কথা' গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ এবং এর উপদেশ সংস্কৃতে উদ্ধৃত কর।

২। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) তদা শোকার্তানাং------------------ হনিষ্যতি।

(খ) তথাকৃতে----------------- খাদিতাঃ

৩। **ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ**

উপায়ং চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞস্ত্বপায়মপি চিন্তয়েৎ।

৪। 'হিতোপদেশ'- এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। **সন্ধিবিশ্লেষণ কর ঃ**

সর্পস্তিষ্ঠতি, বিলাপমাকর্ণ্য, ভক্ষয়িতুমাগত্য, বৃক্ষখারুহ্য, প্রাজ্ঞস্ত্বাপায়মপি।

৬। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

উত্তরাপথে, বালাপত্যানি, বৃদ্ধবকেন, স্বভাবদ্বেষাৎ, পক্ষিশাবকানাম্।

৭। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করঃ**

আকর্ণ্য, ভক্ষয়িতুম্, চিন্তয়ন্, আরভ্য, দ্রক্ষ্যতি।

৮। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) সর্পঃ বকানাং ———— খাদিতবান্।

(খ) ———— তং হনিষ্যতি।

(গ) বৃক্ষমারুহ্য ———— অপি খাদিতাঃ।

(ঘ) বৃক্ষোপরি পক্ষিশাবকানাং শব্দং ————।

(ঙ) বকানাং বিলাপমাকর্ণ্য ————।

৯। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ**

ক) গৃধ্রকুট পর্বতটি ছিল-

(১) দাক্ষিণাত্যে (২) উত্তরাপথে
(৩) পূর্বদিকে (৪) পশ্চিমদিকে।

(খ) বটবৃক্ষের নিচে বাস করত-

(১) নকুল (২) ময়ূর
(৩) সর্প (৪) মূষিক।

(গ) সাপ খেয়েছিল -

(১) হাঁসের বাচ্চা (২) পেচকের বাচ্চা
(৩) মূষিকশাবক (৪) বকশাবক।

(ঘ) নকুল বাস করত -

(১) ধানক্ষেতে (২) বিবরে
(৩) পাটক্ষেতে (৪) জলাশয়ের ধারে।

(ঙ) 'হিতোপদেশ -

(১) স্তোত্রগ্রন্থ (২) ঐতিহাসিক কাব্য
(৩) গদ্য কবিতা (৪) গল্পগ্রন্থ।

সপ্তমঃ পাঠঃ

[পঞ্চতন্ত্রম্]

বানরমকরকথা

অস্তি কস্মিংশ্চিৎ সমুদ্রোপকণ্ঠে মহান্ জম্বুপাদপঃ সদাফলঃ। তত্র চ তস্য তরোরধঃ কদাচিৎ করালমুখো নাম মকরঃ সমুদ্রসলিলান্নিষ্ক্রম্য সুকোমলবালুকাসনাথে তীরোপান্তে নিবিষ্টঃ। ততশ্চ রক্তমুখেন স প্রোক্তঃ, "ভোঃ! ভবান্ অভ্যাগতোঽতিথিঃ। তদ্ ভক্ষয়তু ময়া দত্তান্যমৃতকল্পানি জম্বুফলানি। এবমুক্ত্বা তস্মৈ জম্বুফলানি প্রযচ্ছতি। সোঽপি তানি ভক্ষয়িত্বা তেন সহ চিরং গোষ্ঠীসুখমনুভূয় ভুয়োঽপি স্বভবনমগাৎ। এবং নিত্যমেব তৌ বানরমকরৌ জম্বুচ্ছায়াশ্রিতৌ বিবিধশাস্ত্রগোষ্ঠ্যা কালং নয়ন্তৌ সুখেন তিষ্ঠতঃ। সোঽপি মকরো ভক্ষিতশেষাণি জম্বুফলানি গৃহং গত্বা স্বপত্ন্যৈ প্রযচ্ছতি।

অথান্যতমে দিবসে তয়া স পৃষ্টঃ, "নাথ! ক্ব এবং বিধান্যমৃতকল্পানি ফলনি প্রাপ্নোতি ভবান?" স আহ, "ভদ্রে! অস্তি মে পরমসুহৃদ্, রক্তমুখো নাম বানরঃ। স প্রীতিপূর্বমিমানি ফলনি প্রযচ্ছতি।" অথ তয়াভিহিতম্, "যঃ সদৈবামৃতপ্রায়ানি ঈদৃশানি ফলানি ভক্ষয়তি, তস্য হৃদয়মমৃতময়ং ভবিষ্যতি। তদ্ যদি ময়া ভার্যয়া তে প্রয়োজনং ততস্তস্য হৃদয়ং মহ্যং প্রযচ্ছ, যেন তদ্ ভক্ষয়িত্বা জরামরণরহিতা ভবিষ্যামি।

স আহ, "ভদ্রে! মৈবং বদ, যতঃ স প্রতিপন্নোঽস্মাকং ভ্রাতা। অপরম্, ব্যাপাদয়িতুমপি ন শক্যতে। তৎ ত্যজৈনং মিথ্যাগ্রহম্।" অথ মকর্যাহ– "যদি তস্য হৃদয়ং ন ভক্ষয়ামি, তন্ময়া প্রয়োপবেশনং কৃতং বিদ্ধি।"

এবং তস্যাস্তন্নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা চিন্তাব্যাকুলিতচিত্তঃ স প্রোবাচ, "কিং করোমি? কথং স মে বধ্যো ভবিষ্যতি?" ইতি বিচিন্ত্য বানরপার্শ্বমগমৎ। বানরোঽপি চিরাদায়ান্তং তং সোদ্বেগমবলোক্য প্রোবাচ, "ভো মিত্র! কিমত্র বিরলবেলায়াং সমায়তঃ? কস্মাৎ সাহলাদং নালাপয়সি?"

স আহ, "মিত্র! অহং তব ভ্রাতৃজায়য়া নিষ্ঠুরতরৈর্বাক্যৈরভিহিতঃ -"ভো কৃতঘ্ন! মা মে ত্বং স্বমুখং দর্শয়, যতস্ত্বং মিত্রং নিত্যমেবোপজীব্যাগচ্ছসি তস্য পুনঃ প্রত্যুপকারং গৃহদর্শনমাত্রেণাপি ন করোষি। তত্তে প্রায়শ্চিত্তমপি নাস্তি। ত্বং মম দেবরং গৃহীত্বাদ্য প্রত্যুপকারার্থং গৃহমাগচ্ছ। অথবা ত্বয়া সহ মে পরলোকে দর্শনমিতি।" তদহং তয়ৈবং প্রোক্তস্ত্বৎসকাশমাগতঃ। অদ্য তয়া সহ কলহং কুর্বত ইয়তি বেলা মে বিলগ্না তদাগচ্ছ মে গৃহম্। তব ভ্রাতৃপত্নী দ্বারদেশবদ্ধবন্ধনমালা সোৎকণ্ঠা তিষ্ঠতি।"

মর্কট আহ, "ভো মিত্র! যুক্তমভিহিতং মদ্-ভ্রাতৃপত্ন্যা। উক্তংচ–

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

পরং বয়ং বনচরাঃ, যুষ্মদীয়ং চ জলান্তে গৃহম্। তৎ কথমপি ন শক্যতে তত্র গন্তুম্। তস্মাত্তমপি মে ভ্রাতৃপত্নীমত্রানয়, যেন প্রণম্য তস্যা আশীর্বাদং গৃহ্ণামি।"

স আহ, "ভো অস্তি সমুদ্রান্তে রম্যে পুলিনদেশেঽস্মদ্গৃহম্। তন্মমপৃষ্ঠামারূঢঃ। সুখেনাকুতোভয়ো গচ্ছ।", সোঽপি তচ্ছ্রুত্বা সানন্দমাহ, "ভদ্র! যদ্যেবম্, তৎ কিং বিলম্ব্যতে? অহং তব পৃষ্ঠমারূঢঃ।"

তথানুষ্ঠিতেঽগাধজলে গচ্ছন্তং মকরমালোক্য ভয়ত্রস্তমনা বানরঃ প্রোবাচ, "ভ্রাতঃ! শনৈঃ শনৈর্গম্যতাম্। জলকল্লোলৈঃ প্লাবিতং মে শরীরম্।" তদাকর্ণ্য মকরশ্চিন্তয়ামাস, "অসাবগাধং জলং প্রাপ্তো বশঃ সঞ্জাতঃ। মৎপৃষ্ঠগতস্তিলমাত্রমপি চলিতুং ন শক্নোতি। তস্মাৎ কথয়ামি নিজাভিপ্রায়ম্, যেনাভীষ্টদেবতাস্মরণং করোতি।" আহ চ, "মিত্র! ত্বং ময়া বধায় সমানীতে ভার্যাবাক্যাদ্ বিশ্বাস্য। তৎ স্মর্যতামভীষ্টদেবতা।"

স আহ, "ভ্রাতঃ! কিং ময়া তস্যাস্তবাপি চাপকৃতম্, যেন মে বধোপায়শ্চিন্তিতঃ।"

মকর আহ- "ভোঃ! তস্যাস্তাবৎ তব হৃদয়স্য অমৃতফলরসাস্বাদনামৃষ্টস্য ভক্ষণার্থং, দোহদঃ সঞ্জাতঃ। তেনৈতদনুষ্ঠিতম্।"

বানর আহ, "ভদ্র! যদ্যেবম্, তৎ কিং ত্বয়া মম তত্রৈব ন ব্যাহৃতম? যেন স্বহৃদয়ং জম্বুকোটরে সদৈব ময়া সুগুপ্তং কৃতম্, তদ্ ভ্রাতৃপত্ন্যা অর্পয়ামি। ত্বয়াহং শূন্যহৃদয়োঽত্র কস্মাদানীতঃ?"

তদাকর্ণ্য মকরঃ সানন্দমাহ, "ভদ্র! যদ্যেবম্, তদর্পয় মে হৃদয়ম্, যেন সা দুষ্টপত্নী তদ্ ভক্ষয়িত্বানশনাদুত্তিষ্ঠতি।" অহং ত্বাং তমেব জম্বুপাদপং প্রাপয়ামি।" এবমুক্ত্বা নিবর্ত্য জম্বুতলমগাৎ।

বানরোঽপি তীরমাসাদ্য দীর্ঘতরচঙ্ক্রমণেন তমেব জম্বুপাদপমারূঢ়শ্চিন্তয়ামাস, "অহো! লব্ধাস্তাবৎ প্রাণাঃ। তন্মমৈতদন্যৎ সন্ততিদিনং সঞ্জাতম্।

অতঃ সাধ্বিদমুচ্যতে-

ন বিশ্বসেদতিবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।

বিশ্বাসাদ্ভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃন্ততি॥

ভূমিকা

বিষ্ণুশর্মাপ্রণীত 'পঞ্চতন্ত্র' নামক গল্পগ্রন্থের একটি বিখ্যাত গল্প 'বানর-মকর-কথা'। বিশ্বাস ভাল, কিন্তু অতিবিশ্বাস ভাল নয়- এই নীতিবাক্যটিই গল্পের মুখ্য উপজীব্য বিষয়।

শব্দার্থ ঃ ভক্ষয়িত্বা– ভক্ষণ করে। স্বপত্ন্যৈ– নিজ পত্নীকে। অমৃতকল্পানি– অমৃততুল্য। জ্ঞাত্বা– জেনে। আহ– বলল। আনয়– আণয়ন কর। জলকল্লোলৈঃ– জলের ঢেউয়ে। দোহদঃ– বাসনা। বিশ্বসেৎ– বিশ্বাস করা উচিত নয়।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ তরোরধঃ = তরোঃ + অধঃ। স্বভবনমগাৎ = স্বভবনম্ + অগাৎ। প্রীতিপূর্বমিমানি = প্রীতিপূর্বম্ + ইমানি। বানরোহপি = বানরঃ + অপি। গৃহদর্শনমাত্রেণাপি = গৃহদর্শনমাত্রেণ + অপি। মকরমালোক্য = মকরম্ + আলোক্য। তন্মমৈতদন্যৎ = তৎ + মম + এতৎ + অন্যৎ।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ সমুদ্রসলিলাৎ– অপাদানে ৫মী। স্বপত্ন্যৈ– সম্প্রদানে ৪র্থী। বিরলবেলায়ান্– অধিকরণে ৭মী। তস্মাৎ– হেত্বর্থে ৫মী। তেন– হেত্বর্থে ৩য়া। জম্বুপাদপম্– কর্মে ২য়া।

সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় ঃ সমুদ্রোপকণ্ঠে = সমুদ্রস্য উপকণ্ঠে (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)।

চিন্তাব্যাকুলিতচিত্তঃ- চিন্তয়া ব্যাকুলিতম্ = চিন্তাব্যাকুলিতম্ (৩য়া তৎপুরুষঃ) তাদশং চিত্তং যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। বনচরাঃ- বনে চরন্তি যে (উপপদতৎপুরুষঃ)।

প্রকৃতি-প্রত্যয়বিশ্লেষণঃ নিষ্ক্রম্য = নি- √ক্রম্ + ল্যপ্। প্রতিপন্নঃ = প্রতি-√পদ্ + ক্ত। বিদ্ধি = √বিদ + লোট্ হি। কৃতঘ্নঃ = কৃত-√হন্ + ট। আরূঢ়ঃ = আ-√রুহ + ক্ত। আসাদ্য =আ-√স + ণিচ্ + ল্যপ।

অনুশীলনী

১। 'বানর-মকর-কথা' গল্পটি সংক্ষেপে বাংলায় লেখ।

২। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) তত্র চ -------------- জম্বুফলানি।

(খ) এবং নিত্যমেব -------------- স্বপত্ন্যৈ প্রযচ্ছতি।

(গ) ভদ্রে! মৈবং -------------- কৃতং বিদ্ধি।

(ঘ) তদহং তয়ৈব -------------- তিষ্ঠতি।

(ঙ) বানরোঽপি -------------- সঞ্জাতম্।

৩। **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ**

ন বিশ্বসেদতিবিশ্বস্তে---------------নিকৃন্ততি।

৪। **সংস্কৃতশ্লোক উদ্ধৃত করে উত্তর দাও ঃ** প্রীতির লক্ষণ কি কি?

৫। **সন্ধিবিশ্লেষণ কর ঃ**

তরোরধঃ, মকরমালোক্য, সদৈবামৃতপ্রায়াণি, প্রোবাচ, প্রত্যুপকারং, অসাবগাধং, নাতিবিশ্বসেৎ।

৬। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

সমুদ্রসলিলাৎ, স্বপত্ন্যৈ, সোদ্বেগং, পরলোকে, চঙ্ক্রমণেন।

৭। **সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর ঃ**

সমুদ্রোপকণ্ঠে, স্বভবনম্, চিন্তাব্যাকুলিত ঃ কৃতঘ্ন ঃ।

৮। **প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ কর ঃ**

নিষ্ক্রম্য, গৃহীত্বা, জ্ঞাত্বা, আরূঢ়ঃ, চিন্তয়ামাস।

৯। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ**

(ক) প্রীতির লক্ষণ-

(১) তিনটি (২) পাঁচটি

(৩) চারটি (৪) ছয়টি।

(খ) সমুদ্রোপকণ্ঠে ছিল-

(১) শাল্মলী পাদপ (২) জম্বুপাদপ

(৩) রম্ভাপাদপ (৪) আম্র পাদপ

(গ) 'মকর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ-

(১) মকরী (২) মকরি

(৩) মকরা (৪) মকরে।

(ঘ) মকরটির নাম ছিল-

(১) রক্তমুখ (২) নীলমুখ

(৩) পীতমুখ (৪) করালমুখ।

(ঙ) বানর ও মকর আলাপ করত-

(১) জম্বুপাদপের নিচে (২) আম্রবৃক্ষের নিচে

(৩) অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে (৪) অশোক বৃক্ষের নিচে।

অষ্টমঃ পাঠঃ

[হিতোপদেশ]

বীরবরকথা

আসীদুজ্জয়িন্যাং শূদ্রকো নাম রাজা। একদা তস্য পুরদ্বারি বীরবরো নাম রাজপুত্রঃ কুতশ্চিদ্দেশাদাগত্য প্রতীহারমুবাচ, "অহং বর্তনার্থী রাজপুত্রঃ। মাং রাজদর্শনং কারয়।" ততস্তেনাসৌ রাজদর্শনং কারিতো ব্রুতে, "দেব! যদি ময়া সেবকেন প্রয়োজনমস্তি তদাস্মদ্বর্তনং ক্রিয়তাম্।" শূদ্রক উবাচ, "কিং তে বর্তনম্?" বীরবর উবাচ, "প্রত্যহং সুবর্ণশতচতুষ্টয়ম্।" রাজাহ, "কা তে সামগ্রী?" বীরবরো ব্রুতে,"দ্বৌ বাহূ তৃতীয়শ্চ খড়্গঃ।" রাজাহ, "নৈতচ্ছক্যম্।" তচ্ছ্রুত্বা বীরবরঃ প্রণম্য চলিতঃ।

অথ মন্ত্রিভিরুক্তম্, "দেব! দিনচতুষ্টয়স্য বর্তনং দত্ত্বা জ্ঞায়তামস্য স্বরূপম্- কিমুপযুক্তোয়মেতাবদ্ গৃহ্ণাত্যনুপযুক্তো বেতি।" ততো মন্ত্রিবচনাদাহূয় তাম্বুলং দত্ত্বা তদ্বর্তনং দত্তবান্। বর্তনবিনিয়োগশ্চ রাজ্ঞা সুনিভৃতং নিরূপিতঃ। তদর্ধং বীরবরেণ দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তম্, স্থিতস্যার্ধং দুঃখিতেভ্যঃ। তদবশিষ্টং ভোজ্যব্যয়ে বিলাসব্যয়ে চ ব্যয়িতম্। এতৎ সর্বং নিত্যকৃত্যং কৃত্বা রাজদ্বারমহর্নিশং খড়্গপাণিঃ সেবতে। যদা চ রাজা স্বয়ং সমাদিশতি তদা স্বগৃহমপি যাতি।

অথৈকদা কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং রাত্রৌ স রাজা সকরুণং ক্রন্দধ্বনিংশ শুশ্রাব। শ্রুত্বা চ রাজা উবাচ, "কঃ কোঽত্র দ্বারি তিষ্ঠতি?" তেনোক্তম, "দেব! অহং বীরবরঃ।" রাজোবাচ, "ক্রন্দনানুসরণং ক্রিয়তাম্।"

বীরবরোঽপি, "যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ" ইত্যুক্ত্বা চলিতঃ। রাজ্ঞা চ চিন্তিতম্, "নৈতদুচিতম্। অয়মেকাকী রাজপুত্রো ময়া সূচীভেদ্যে তমসি প্রেষিতঃ। অহমপি গত্বা নিরূপয়ামি কিমেতদিতি।" ততো রাজাপি খড়্গমাদায় তদনুসরণক্রমেণ নগরদ্বারাদ্ বহির্নির্জগাম।

ততো গত্বা বীরবরেণ রূদতী রূপযৌবনসম্পন্না সর্বালঙ্কারভূষিতা কাচিৎ স্ত্রী দৃষ্টা পৃষ্টা চ, "কা ত্বম্, কিমর্থং রোদিষী'তি। স্ত্রিয়োক্তম্- "অহমেতস্য শূদ্রকস্য রাজলক্ষ্মীঃ। চিরাদেতস্য ভুজচ্ছায়ায়াং মহতা সুখেন বিশ্রান্তা। সাম্প্রতং তু দেব্যা অপরাধেন অদ্য প্রভৃতি তৃতীয় দিবসে রাজা পঞ্চত্বং যাস্যতি। অহমনাথা ভবিষ্যামি। ইদানীং নাত্র স্থাস্যামীতি রোদিমি।"

বীরবরো ব্রুতে, "যত্রোপায়ঃ সম্ভবতি তত্রোপায়োঽপ্যস্তি। তৎ কথং স্যাৎ পুনরিহাবস্থানাং ভগবত্যাঃ? সুচিরং জীবতি চ স্বামী?" রাজলক্ষ্মীরুবাচ, "যদি ত্বমাত্মানঃ পুত্রস্য শক্তিধরস্য দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেতস্য মস্তকং স্বহস্তেন ছিত্ত্বা ভগবত্যাঃ সর্বমঙ্গালায়া উপহারং করোষি, তদা রাজা শতায়ুর্ভবিষ্যতি, অহং চ সুচিরং সুখং নিবসামি।" ইত্যুক্ত্বাঽদৃশ্যাঽভবৎ।

ততো বীরবরেণ স্বগৃহং গত্বা নিদ্রালসা বধূঃ প্রবোধিতা, পুত্রশ্চ প্রবোধিতঃ। তৌ নিদ্রাং পরিত্যজ্যোপবিষ্টৌ। বীরবরস্তৎসর্বং লক্ষ্মীবচনমুক্তবান্। তচ্ছ্রুত্বা শক্তিধরঃ সানন্দমাহঃ, "ধন্যোঽহং স্বামিরাজ্যরক্ষার্থং যস্যোপযোগঃ। এবংবিধে কর্মণি দেহবিনিয়োগঃ শ্লাঘ্যঃ। যতঃ–

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।

সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥

শক্তিধরস্য মাতা ব্রুতে, "স্বামিন্! অস্মৎকুলোচিতং যদ্যেবং ন কর্তবং, তদা গৃহীতরাজবর্তনস্য নিস্তারঃ কথং ভবতি?" ইত্যালোচ্য সর্বে সর্বমঙ্গলায়তনং গতাঃ। তত্র সর্বমঙ্গলাং সম্পূজ্য বীরবরো ব্রুতে, "দেবি! প্রসীদ। বিজয়তাং শূদ্রকো মহারাজঃ। গৃহ্যতাময়মুপহারঃ।" ইত্যুক্ত্বা পুত্রস্য শিরশ্চিচ্ছেদ। ততো বীরবরশ্চিন্তয়ামাস, "গৃহীতরাজবর্তনস্য নিস্তারঃ কৃতঃ। অধুনা পুত্রহীনস্য মে জীবনং বিড়ম্বনম্।" ইত্যালোচ্যাত্মনঃ শিরশ্চিচ্ছেদ। তত্র স্ত্রিয়াপি স্বামিপুত্রশোকার্তয়া তদনুষ্ঠিতম্। এতৎ সর্বং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ রাজা সাশ্রয়ং চিন্তয়ামাস–

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্‌বিধা ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥

এতৎ পরিত্যক্তেন মম রাজ্যেনাপি কিং প্রয়োজনম্। ততঃ স্বশিরশ্চেত্তুমুল্লসিতঃ খড়্গঃ শূদ্রকেণাপি। অথ ভগবত্যা সর্বমঙ্গলয়া প্রত্যক্ষভূতয়া রাজা করে ধৃত উক্তাশ্চ, "পুত্র! প্রসন্নাস্মি তে, অলমলং সাহসেন। ইদানীং তে রাজ্যভঙ্গো নাস্তি। তব রাজ্যমধুনা নিষ্কণ্টকম্।" রাজা সাষ্টাঙ্গাং প্রণম্যোবাচ, "দেবি! ন মে রাজ্যেন জীবিতেন বা প্রয়োজনমস্তি। যদি ময্যনুকম্পা ক্রিয়তে তদা মমায়ুঃশেষেণাপি জীবতু সদারপুত্রো রাজপুত্রঃ। অন্যথাহং যথাপ্রাপ্তাং গতিং গমিষ্যামি।"

ভগবত্যুবাচ, "পুত্র! অনেন তে সত্ত্বোৎকর্ষেণ ভৃত্যবাৎসল্যেন চ সর্বথা সন্তুষ্টাস্মি, গচ্ছ, বিজয়ী ভব। অয়মপি সপরিবারো জীবতু রাজপুত্রো বীরবরঃ। ইত্যুক্ত্বা দেবী অদৃশ্যাঽভবৎ। ততো বীরবরঃ সপুত্রদারঃ প্রাপ্তজীবনঃ স্বগৃহং গতঃ। রাজাপি তৈরলক্ষিতঃ সত্বরমন্তঃপুরং প্রাবিশৎ।

অথ বীরবরো দ্বারস্থঃ পুনর্ভূপালেন পৃষ্টঃ সন্নুবাচ, "দেব! সা রুদতী স্ত্রী মাং দৃষ্ট্বা অদৃশ্যাঽভবৎ, ন কাপ্যন্যা বার্তা।" তদ্‌বচনমাকর্ণ্য সন্তুষ্টো রাজা সাশ্রয়ং চিন্তয়ামাস– কথময়ং শ্লাঘতাং মহাসত্ত্বঃ। যতঃ–

প্রিয়ং ব্রুয়াদকৃপণঃ শূরঃ স্যাদবিকত্থনঃ।
দাতা সৎপাত্রবর্ষী স্যাৎ প্রগল্ভ স্যাদনিষ্ঠুরঃ॥

এতন্মহাপুরুষলক্ষণমেতস্মিন্ সর্বমস্তি। ততঃ স রাজা প্রভাতে রাজসভাং কৃত্বা সর্ববৃত্তান্তং বিজ্ঞাপ্য তস্মৈ প্রাযচ্ছৎ সমগ্রং কর্ণাটপ্রদেশং রাজপুত্রায় বীরবরায়।

ভূমিকা

হিতোপদেশের অন্তর্গত 'বীরবরকথা' গল্পটি কর্তব্যপরায়ণতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। মহারাজ শূদ্রকের সেনাপতি বীরবর। শূদ্রক কোন ঐতিহাসিক রাজা নন। পুরাণ প্রভৃতিতে রাজা শূদ্রকের নাম বর্ণিত হয়েছে। 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণের গ্রন্থকার রাজা শূদ্রক একশ বৎসর বয়সে অগ্নিতে প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কাদম্বরীকাব্যে শূদ্রকের রাজধানী বিদিশা এবং কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত শূদ্রকের রাজধানী শোভাবতী। এই শূদ্রকের সেনাপতি বীরবর কর্তব্যপরায়ণতার জ্বলন্ত নিদর্শন।

শব্দার্থ ঃ উজ্জয়িন্যাম্– উজ্জয়িনীতে। বর্তনার্থী– জীবিকার্থী। প্রণম্য– প্রণাম করে। বর্তমানবিনিয়োগঃ– বেতনের ব্যবহার বা ব্যয়। সাম্প্রতম্– এখন। ছিত্ত্বা– ছিন্ন করে। বিজয়তাম্– বিজয়ী হোন। চিন্তয়ামাস– চিন্তা করলেন।

২০২১

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ কুতশ্চিদ্দেশাদাগত্য = কুতঃ + চিৎ + দেশাৎ + আগত্য। নৈতচ্ছক্যম্ = ন + এতৎ + শক্যম্। স্ত্রিয়োক্তম্ = স্ত্রিয়া + উক্তম্। তত্রোপায়োঽপ্যস্তি = তত্র + উপায়ঃ + অপি + অস্তি। স্যাদবিকত্থনঃ = স্যাৎ + অবিকত্থনঃ। ভগবত্যুবাচ = ভগবতী + উবাচ।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ উজ্জয়িন্যাম্– অধিকরণে ৭মী। দেশাৎ– অপাদানে ৫মী। স্বহস্তেন– করণে ৩য়া। তদ্বচনম্-কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ রাজদর্শনম্ - রাজ্ঞঃ দর্শনম্ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। দিনচতুষ্টয়স্য– দিনানাম্ চতুষ্টয়ম্ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তস্য। অহর্নিশম্– অহশ্চ নিশা চ (দ্বন্দ্বঃ)। সর্বালংকারভূষিতা– সর্বাণি অলংকারাণি = সর্বালংকারাণি (কর্মধারয়ঃ), তৈঃ ভূষিতা (৩য়া তৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ আগত্য = আ- √গম্ + ল্যপ। কারয় = √কৃ + ণিচ্ + লোট্ হি। শক্যম্ = √শক্ + যৎ, ক্লীবলিঙ্গ, ১মার একবচন। প্রাজ্ঞঃ = √প্রজ্ঞা + অণ্। উৎসৃজেৎ = উৎ- √সৃজ্ + বিধিলিঙ্ যাৎ।

অনুশীলনী

১। 'বীরবরকথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।

২। বীরবরের বেতন কত ছিল? তিনি কিভাবে তা ব্যয় করতেন?

৩। কৃষ্ণচতুর্দশী রজনীতে কি ঘটেছিল?

৪। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) ততো মন্ত্রিবচনাদাহূয়-----------সেবতে।

(খ) অথৈকদা কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং------------ ক্রিয়তাম্।

(গ) ততো গত্বা ------------রোদিষী'তি।

(ঘ) স্ত্রিয়োক্তম্-------------- রোদিমি।

(ঙ) ততো বীরবরেণ----------------যস্যোপযোগঃ।

(চ) অত বীরবরো---------------মহাসত্ত্বঃ।

৫। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ**

ভগবত্যুবাচ, রাজাহ, নৈতদুচিতম্, তচ্ছ্রুত্বা, প্রণম্যোবাচ।

৬। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

উজ্জয়িন্যাং, স্বহস্তেন, মন্ত্রিভিঃ, ভুজচ্ছায়ায়াং, স্ত্রিয়া।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ

দিনচতুষ্টয়স্য, অহর্নিশম্, খড়গপাণিঃ সানন্দম্, স্বামিরাজ্যরক্ষার্থম্।

৮। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ

আগত্য, প্রাজ্ঞঃ, উৎসৃজেৎ, উবাচ, বিজ্ঞাপ্য।

৯। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

(ক) শূদ্রক কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন?

(খ) বীরবর কে ছিলেন?

(গ) রাজা কখন স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন?

(ঘ) যে স্ত্রীলোকটি কাঁদছিলেন তিনি কে?

(ঙ) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরার্থে কি উৎসর্গ করে?

(চ) বীরবরের পুত্রের নাম কি ছিল?

(ছ) রাজা বীরবরকে কোন্ প্রদেশ দিয়েছিলেন?

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) ———— বাহূ তৃতীয়শ্চ খড়গঃ।

(খ) রাজদ্বারমহর্নিশং ———— সেবতে।

(গ) ———— জীবতি চ স্বামী?

(ঘ) পুত্রস্য ————।

(ঙ) ———— শূদ্রকো মহারাজঃ।

নবমঃ পাঠঃ

[মহাভারতম্]

উঞ্ছবৃত্তিব্রাহ্মণকথা

আসীৎ কুরুক্ষেত্রে দ্বিজঃ কশ্চিৎ উঞ্ছবৃত্তির্নাম। স সভার্যঃ সপুত্রঃ সস্নুষশ্চ তপসি স্থিতঃ কাপোতিকশ্চাভবৎ। অথ কদাচিৎ তত্র দারুণে দুর্ভিক্ষে ভক্ষ্যাভাবাৎ ক্ষুধাপরিগতাস্তে পরং দুঃখং ভেজুঃ। তপসি স্থিতোহসৌ বিপ্রঃ ক্ষুধার্তঃ নোঞ্ছং প্রাপ্তবান্। কৃচ্ছ্রমাণঃ স ব্রাহ্মণোত্তমঃ পরিজনেন সহ কথঞ্চিৎ কালং ক্ষপয়ামাস। অথাতিকৃচ্ছ্রেণ যবপ্রস্থমুপার্জয়ৎ। তে তপস্বিনস্তং যবপ্রস্থং শক্তুনকুর্বন্।

অথ ভোজনোদ্যতানাং তেষাং গেহে কশ্চিদতিথিরাগচ্ছৎ। অতিথিং সম্প্রাপ্তং দৃষ্ট্বা তে প্রহৃষ্টমনসো বভূবুঃ। অনসূয়া জিতক্রোধা বীতমৎসরা ধর্মজ্ঞাঃ সাধবস্তে দ্বিজসত্তমা গোত্রং পরস্পরং খ্যাত্বা তং ক্ষুধার্তমতিথিং কুটীং প্রবেশয়ামাসুঃ। সপ্রশ্রয়শ্চোচুঃ, "দ্বিজর্ষভ! ভদ্রং তে? হে প্রভো! নিয়মোপার্জিতাঃ শুচয়শ্চেমে শক্তবোহস্মাভির্দত্তাঃ, কৃপয়া প্রতিগৃহাণ।" স এবমুক্তো দ্বিজঃ শক্তুনাং কুড়বং প্রতিগৃহ্য ভক্ষয়ামাস, ন চ তুষ্টিং জগাম। স উঞ্ছবৃত্তির্দ্বিজস্তং ক্ষুধাপরিগতং প্রেক্ষ্য কথময়ং তুষ্টো ভবেদিতি তস্যাহারং চিন্তয়ামাস। অথ তস্য ভার্যাব্রবীৎ, "দীয়তামস্মৈ মদ্ভাগঃ, গচ্ছত্বেষঃ পরিতুষ্টো যথাকামম্।" উঞ্ছবৃত্তিস্তু তথা ব্রুবতীং তাং সাধ্বীং ভার্যাং ক্ষুধাপরিগতাং দৃষ্টা তান্ শক্তূন্ নাভ্যনন্দৎ। স হি বিপ্রর্ষভস্তাং বৃদ্ধাং ক্ষুধার্তাং বেপমানাং ত্বগস্থিভূতাং ভার্যামুবাচ, "অয়ি শোভনে! মৃগাণামপি কীটপতঙ্গানামপি স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাশ্চ পোষ্যাশ্চ যঃ পুমান্ ভার্যারক্ষণেঽক্ষমঃ স মহদযশঃ প্রাপ্নোতি, নরকাংশ্চ গচ্ছতি।" ইত্যেবমুক্তা পত্যা সা প্রাহ, "প্রসীদ নাথ! গৃহাণেমং শক্তু প্রস্থচতুর্ভাগম্। পতিরেব নারীনাং পরমং দৈবতম্। জরাপরিগতঃ ক্ষুধার্তো ভৃশং দুর্বলশ্চাসি। তস্মান্মাম শক্তূনস্মৈ প্রযচ্ছ।"

স তয়ৈবমুক্তো যত্নতস্তান্ শক্তূন্ প্রগৃহ্য তমতিথিমব্রবীৎ, "হে দ্বিজসত্তম! শক্তূনিমান্ ভূয়ঃ প্রতিগৃহাণ।" সোঽপি তান্ প্রগৃহ্য ভুক্তা চ নৈব তুষ্টিমগমৎ। উঞ্ছবৃত্তিস্তদালোক্য চিন্তাপরোঽভবৎ।

পুত্র উবাচ, "পিতঃ! মমেতান্ শক্তূন্ প্রগৃহ্য বিপ্রায় দেহি। ময়া হি ভবান্ সর্বদৈব প্রযত্নতঃ প্রতিপাল্যঃ। বৃদ্ধস্য পিতুঃ পালনং সাধুনা কাঙ্ক্ষিতম্। পিত্রোস্ত্রাণাৎ পুত্র ইতি শ্রুতিঃ।"

পিতোবাচ, "ত্বং মে রূপেণ শীলেন দমেন চ সদৃশঃ। ত্বং ময়া বহুধা পরীক্ষিতোঽসি। অতোঽহং তে শক্তূন্ গৃহ্ণামি।" স দ্বিজোত্তম ইত্যুক্ত্বা তান্ শক্তূনাদায় প্রীতাত্মা অস্মৈ বিপ্রায় দদৌ। স তানপি শক্তূন্ ভুক্ত্বা নৈব তুষ্টো বভূব। ধর্মাত্মা স উঞ্ছবৃত্তির্ব্রীড়াং জগাম। অথ তস্য সাধ্বী বধূঃ স্বকীয়ান্ শক্তূনাদায় প্রহৃষ্টা শ্বশুরমব্রবীৎ, "মমৈতান্ শক্তূন্ প্রগৃহ্যাতিথয়ে প্রযচ্ছ। তব প্রসাদান্মে নির্বৃত্তা কিলাক্ষয়া লোকাঃ। দেহঃ প্রাণা ধর্মশ্চ মে সর্বমেব গুরোঃ শুশ্রূষার্থম্। হে তাত! মম শক্তূনাদাতুমর্হসি"। শ্বশুর উবাচ, "অয়ি সাধ্বি! সুষ্ঠু শোভসে নিত্যং ত্বমনেন

শীলেন। ত্বং যতো ধর্মব্রতোপেতা সমবেক্ষসে গুরুবৃত্তিম্, তস্মাত্তব শক্তুন্ গ্রহীষ্যামি।" ইত্যুক্ত্বা স তানাদায় শক্তুনতিথয়ে প্রাদাৎ।

ততোঽসাবতিথিঃ তস্মিন্ মহাত্মনি তুষ্টোঽভবৎ। প্রীতাত্মা চ তং দ্বিজর্ষভমিদমুবাচ, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তব ন্যায়োপাত্তেন যথাশক্তি বিসৃষ্টেন শুদ্ধেন দানেনাহং প্রীতোঽস্মি। ন হি সীদতি দানরুচের্ধর্মঃ। ঔশীনরঃ সুব্রতঃ শিবির্নাম নৃপতিরাত্মমাংসপ্রদানেন পুণ্যকৃতান্ লোকান্ প্রাপ দিবি মোদতে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সর্বেষাং বো দিব্যং যানমুপস্থিতম্। যূয়ং যথাসুখমারোহত।" অনন্তরং স দ্বিজো দেবযানমারুহ্য দারৈঃ সুতেন স্নুষয়া চ সার্ধং সানন্দং ব্রহ্মলোকমগচ্ছৎ।

ভূমিকা

'উঞ্ছবৃত্তিকথা' মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বের অন্তর্গত। শাস্ত্রে আছে, অতিথি নারায়ণ। সুতরাং অতিথিসেবা প্রত্যেক গৃহীর কর্তব্য।

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে।

স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥"

-অতিথি যার গৃহ থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যায়, সে তাকে তার নিজের সমস্ত পাপ প্রদান করে পুণ্যরাশি গ্রহণ করে।

এই শ্লোক থেকে অতিথিসেবার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এজন্যই স্মৃতিশাস্ত্রে নৃযজ্ঞ তথা অতিথিসেবাকে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত করা হয়েছে। অতিথিসেবার দ্বারা ইহলৌকিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। এ কারণেই ব্রাহ্মণপরিবার অতিথিসেবার জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করে পরমকল্যাণ লাভ করেছেন।

শব্দার্থ ঃ স্নুষা– পুত্রবধূ। সস্নুষঃ– পুত্রবধূসহ। বীতমৎসরা– মাৎসর্যহীন অর্থাৎ ঈর্ষ্যারহিত। দ্বিজর্ষভ– হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। প্রসীদ– প্রসন্ন হও। দমেন– সংযমের দ্বারা। শক্তুঃ– ছাতু।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ কাপোতিকশ্চাভবৎ = কাপোতিকঃ + চ + অভবৎ। অথাতিকৃচ্ছ্রেণ = অথ + অতিকৃচ্ছ্রেণ। দ্বিজর্ষভ = দ্বিজ + ঋষভ। ইত্যেবমুক্তা = ইতি + এবম্ + উক্তা। শক্তুনাদায় = শক্তুন্ + আদায়। ব্রহ্মলোকমগচ্ছৎ = ব্রহ্মলোকম্ + অগচ্ছৎ।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ কুরুক্ষেত্রে– অধিকরণে ৭মী। অস্মৈ– সম্প্রদানে ৪র্থী। ভার্যাম্– কর্মে ২য়া। তয়া– অনুক্তকর্তায় ৩য়া। দানেন– হেত্বর্থে ৩য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ ক্ষুধার্তঃ– ক্ষুধয়া ঋতঃ (৩য়া তৎপুরুষঃ)। ব্রাহ্মণোত্তমঃ– ব্রাহ্মণেষু উত্তমঃ (৭মী তৎসপুরুষঃ)। যথাকামম্– কামম্ অনতিক্রম্য (অব্যয়ীভাবঃ) প্রীতাত্মা– প্রীতঃ আত্মা যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ বভূবুঃ = √ভূ + লিট্ উস্। প্রতিগৃহাণ = প্রতি-√গ্রহ্ + লোট্ হি। প্রগৃহ্য = প্র- √গ্রহ্ + ল্যপ্। পুত্রঃ = পুৎ- √ত্রৈ + ক।

অনুশীলনী

১। অতিথিসেবার মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।

২। 'উঞ্ছবৃত্তিব্রাহ্মণকথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।

৩। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) অথ কদাচিৎ ———— ক্ষপয়ামাস।

(খ) অথ ভোজনোদ্যতানাং ———— প্রবেশয়ামাসুঃ।

(গ) স তয়ৈবমুক্তো ———— চিন্তাপরোঽভবৎ।

(ঘ) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ———— ব্রহ্মলোকমগচ্ছৎ।

৪। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ**

দ্বিজর্ষভঃ, উঞ্ছবৃত্তিস্তু, নাভ্যনন্দৎ, শক্তুনাদায়, শিবির্নাম।

৫। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

কুরুক্ষেত্রে, দানেন, শক্তুন, অতিথয়ে, স্নুষয়া।

৬। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ**

ভক্ষ্যাভাবাৎ, ধর্মজ্ঞাঃ, ক্ষুধার্তঃ, উঞ্ছবৃত্তিঃ, যথাসুখম্।

৭। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

বভূবুঃ পুত্রঃ, ভেজুঃ, আলোক্য, প্রতিগৃহাণ।

৮। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ**

(ক) উঞ্ছবৃত্তিব্রাহ্মণের বাড়ি ছিল-

(১) অঙ্গাদেশে (২) বঙ্গাদেশে

(৩) কলিঙ্গাদেশে, (৪) কুরুক্ষেত্রে।

(খ) ভোজনোদ্যত ব্রাহ্মণপরিবারের গৃহে উপস্থিত হয়েছিল-

(১) রাজা (২) মন্ত্রী

(৩) অতিথি (৪) সেনাপতি।

(গ) ব্রাহ্মণ অতিথিকে দিয়েছিলেন-

(১) অন্ন (২) শক্তু

(৩) পানীয় (৪) পরমান্ন।

২০২১

(ঘ) শিবি অতিথিকে দিয়েছিলেন-

(১) যব (২) চাউল

(৩) ধান্য (৪) আত্মমাংস।

(ঙ) উঞ্ছবৃত্তিব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন-

(১) বিষ্ণুলোকে (২) শিবলোকে

(৩) ব্রহ্মলোকে (৪) ধ্রুবলোকে।

দশমঃ পাঠঃ

[হিতোপদেশ]

সিংহশশককথা

অস্তি মন্দরনাম্নি পর্বতে দুর্দান্তো নাম সিংহঃ। স চ সর্বদা পশূনাং বধং কুর্বনাস্তে। ততঃ সর্বৈঃ পশুভির্মিলিত্বা স সিংহো বিজ্ঞপ্তঃ -মৃগেন্দ্র, কিমর্থমেকদা বহুপশুঘাতঃ ক্রিয়তে। যদি প্রসাদো ভবতি, তদা বয়মেব ভবদাহারার্থং প্রত্যহমেকৈকং পশুমুপঢৌকয়ামঃ। ততঃ সিংহেনোক্তম্- যদ্যেবমভিমতং ভবতাং, তর্হি ভবতু তৎ। ততঃ প্রভৃত্যেকৈকং পশুমুপকল্পিতং ভক্ষয়ন্নাস্তে। অথ কদাচিদ্বৃদ্ধশশকস্য কস্যচিদ্বারঃ সমায়াতঃ। সোঽচিন্তয়ৎ-

ত্রাসতোর্বিনীতিস্তু ক্রিয়তে জীবিতাশয়া।

পঞ্চত্বং চেদ্ গমিষ্যামি কিং সিংহানুনয়েন মে।

তন্মন্দং মন্দং গচ্ছামি। ততঃ সিংহোঽপি ক্ষুধাপীড়িতঃ কোপাত্তমুবাচ– "কুসস্ত্বং বিলম্বাবাদগতোঽসি?" শশকোঽব্রবীৎ– "দেব, নাহমপরাধী। আগচ্ছন্ পথি সিংহান্তরেণ বলাদ্ধৃতঃ। তস্যাগ্রে পুনরাগমনায় শপথং কৃত্বা স্বামিনং নিবেদয়িতুমত্রাগতোঽস্মি।"

সিংহঃ সকোপমাহ– "সত্বরং গত্বা দুরাত্মানং দর্শয় ক্ব স দুরাত্মা তিষ্ঠতি।" ততঃ শশকস্তং গৃহীত্বা গভীরকূপং দর্শয়িতুং গতঃ। তত্রাগত্য "স্বয়মেব পশ্যতু স্বামী" –ইত্যুক্ত্বা তস্মিন্ কূপজলে তস্য সিংহস্যৈব প্রতিবিম্বং দর্শিতবান্। ততোঽসৌ ক্রোধাৎ তস্যোপর্যাত্মানং নিক্ষিপ্য পঞ্চত্ব্য গতঃ। অতোঽহং ব্রবীমি।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।

পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ।।

ভূমিকা

দৈহিক বল অপেক্ষা বুদ্ধিবল অনেক বেশি কার্যকর। শারীরিক শক্তি দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন হয় না, বুদ্ধিবলে তা অনায়াসে সম্পন্ন হতে পারে। শশকের শারীরিক শক্তি সিংহ অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু বুদ্ধি অনেক বেশি। তাই শশক বুদ্ধির দ্বারা পরাক্রমশালী সিংহকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ মিলিত্বা– মিলিত হয়ে। ভবদাহারার্থম্– আপনার আহারের জন্য। উপঢৌকয়ামঃ– পুরস্কার দেব। কোপাৎ– ক্রোধবশত। নিবেদয়িতুম্– জানাতে। নিক্ষিপ্য– নিক্ষেপ করে।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ কুর্বনাস্তে = কুর্বন্ + আস্তে। প্রত্যহমেকৈকম্ = প্রতি + অহম্ + এক + একম্। ভক্ষয়ন্নাস্তে = ভক্ষয়ন্ + আস্তে। পুনরাগমনায় = পুনঃ + আগমনায়।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ পর্বতে – অধিকরণে ৭মী। জীবিতাশয়া – হেত্বর্থে ৩য়া। আগমনায় – তাদর্থ্যে ৪র্থী। সকোপম্ – ক্রিয়া বিশেষণে ২য়া। কূপজলে – অধিকরণে ৭মী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ মৃগেন্দ্রঃ– মৃগাণাম্ ইন্দ্রঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। প্রত্যহম্– অহনি অহনি (অব্যয়ীভাবঃ)। সকোপম্– কোপেনসহ বর্তমানং যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রীহিঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ ক্রিয়তে = √কৃ + কর্মণি য + লট্ তে। আগতঃ = আ-√গম্ + ক্ত। দর্শয় = √দৃশ্ + ণিচ্ + লোট্ হি। নিক্ষিপ্য = নি -√ক্ষিপ্ + ল্যপ্।

অনুশীলনী

১। **"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" এই নীতিবাক্য অবলম্বনে বাংলা ভাষায় একটি গল্প লেখ।**

২। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) স চ সর্বদা ....পশুমুপঢৌকয়ামঃ।

(খ) ততঃ সিংহোঽপি ...বলাদধৃতঃ।

(গ) তত্রাগত্য .....পঞ্চত্বং গতঃ।

৩। **প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর ঃ**

(ক) ত্রাসতো....সিংহানুনয়েন মে।

(খ) বুদ্ধির্যস্য ...নিপাতিতঃ।

৪। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ**

কুর্বনাস্তে, পুনরাগমনায়, কুতস্ত্বং, সিংহান্তরেণ, ইত্যুক্ত্বা, ততোঽসৌ।

৫। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

পশুভিঃ, জীবিতাশয়া, স্বামিনং, সত্বরং, কূপজলে।

৬। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ**

মৃগেন্দ্র ঃ, প্রত্যহম্, ক্ষুধাপীড়িতঃ, দুরাত্মানং, গভীরকূপং।

৭। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

ক্রিয়তে, নিক্ষিপ্য, অব্রবীৎ, আগচ্ছন্, দর্শয়।

২০২২

৮। **শুদ্ধ উত্তরটি লেখ ঃ**

(ক) মন্দরপর্বতে বাস করত—

(১) ব্যাঘ্র (২) হরিণ

(৩) ভল্লুক (৪) সিংহ।

(খ) 'যদ্যেবম্' পদের সন্ধিবিচ্ছেদ—

(১) যদা + এবম্ (২) যদি + এবম্

(৩) যৎ + এবম্ (৪) যদী + এবম্।

(গ) 'তন্মন্দং মন্দং গচ্ছামি'-এই উক্তিটি—

(১) শশকের (২) ব্যাঘ্রের

(৩) বিড়ালের (৪) সিংহের।

(ঘ) 'সবর্দা শব্দের ব্যুৎপত্তি—

(১) সর্ব + দল্ (২) সর্ব + দিল

(৩) সর্ব + দা (৪) সর্ব + দাল্।

একাদশঃ পাঠঃ

[দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা]

রাজকুমার- ভল্লুকোপাখ্যানম্

একদা রাজকুমারঃ মৃগয়ার্থং বনং গতঃ। তত্র বহূন্ শ্বাপদান্ ব্যাপাদ্য কৃষ্ণসারং দৃষ্ট্বা তদনুগতো মহদরণ্যং প্রবিষ্টো যাবৎ পশ্যতি তাবৎ সর্বোঽপি সৈন্যবর্গো নগরমার্গে লগ্নঃ। কৃষ্ণসারোঽপি তত্রাদৃশ্যো জাতঃ। স্বয়মেকাকী তুরগারূঢ়ঃ সরোবরস্যাগ্রে বনমপশ্যৎ। তত্রাশ্বাদবতীর্ণো বৃক্ষশাখায়ামশ্বং নিবধ্য জলপানং বিধায় বৃক্ষাধঃ স্থছায়ায়ামুপবিশতি তাবদতিভয়ংকরঃ কশ্চিদ্ ব্যাঘ্রঃ সমাগতঃ। তং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বাশ্বো বন্ধনং ত্রোটয়িত্বা পলায়মানো নগরমার্গমগমৎ। রাজকুমারোঽপি ভয়াদ্‌বেপমানঃ শাখামবলম্ব্য বৃক্ষমারূঢ়ঃ। পূর্বারূঢ়ং ভল্লুকং দৃষ্ট্বা পুনরত্যন্তং ভয়ং প্রাপ্তঃ। অথ তেন ভল্লুকেন ভণিতম্, "ভো রাজকুমার! ত্বং মা ভৈষীঃ। অদ্য মম শরণাগতস্ত্বম্। অতএবাহং কিমপ্যনিষ্টং ন করিষ্যামি। মাং বিশ্বস্য ব্যাঘ্রাদপি ন ভেতব্যম্। রাজকুমারেণ ভণিতম্, "ভো ঋক্ষরাজ! অহং তব শরণাগতঃ, বিশেষতো ভয়ভীতঃ। অতো মহৎ পুণ্যং শরণাগতরক্ষণাৎ ভবতি।"

ততঃ সূর্যোঽপ্যস্তং গত। রাত্রাবতিশ্রান্তো রাজপুত্রো যাবন্নিদ্রাং সমায়াতি তাবদ্ ভল্লুকো বদতি -রাজকুমার! "বৃক্ষাধঃ পতিষ্যতি, এহি মমাঙ্কে নিদ্রাং কুরু।"এবমুক্তস্য ভল্লুকস্যাঙ্কে নিদ্রাং গতো রাজপুত্রঃ। তদা ব্যাঘ্রো বদতি, "ভো ভল্লুক! অয়ং গ্রামবাসী পুনরপি মৃগয়ায়াস্মান্ নিহনিষ্যতি। শত্রুরয়ং কিমর্থমঙ্কে নিবেশিতঃ। যতোঽয়ং মানুষঃ। ত্বয়োপকৃতোঽপ্যয়মপকারমেব করিষ্যতি তস্মাদমুং পাতয়। অহমেনং ভক্ষয়িত্বা সুখেন গমিষ্যামি। ত্বমপি নিজাশ্রমং গচ্ছ।"

ভল্লুকেনোক্তম্, "অয়ং যাদৃশোঽপি ভবতু পরং মম শরণাগতঃ। অমুং ন পাতয়িষ্যামি। শরণাগতমারণে মহৎ পাপম্।"

তদনন্তরং রাজপুত্রো বিনিদ্রো জাতঃ। ভল্লুকেনোক্তম্, "ভো রাজকুমার, অহং ক্ষণং নিদ্রাং করিষ্যামি। ত্বমপ্রমত্তস্তিষ্ঠ।" তেনোক্তম্, "তথা ভবতু"। ততো ভল্লুকো রাজপুত্রসমীপে নিদ্রাং গতঃ। তদা ব্যাঘ্রেণোক্তম্, "ভো রাজকুমার! ত্বমস্য বিশ্বাসং মা কুরু, যতোঽয়ং নখায়ুধঃ। উক্তঞ্চ-

নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রধারিণাম্।

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥

অয়মাত্মানং মত্তো রক্ষিত্বা স্বয়মত্তুমিচ্ছতি। অতস্ত্বমমুং ভল্লুকমধঃ পাতয়। অহমেনং ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যামি। ত্বমপি নিজং নগরং গচ্ছ।"

২০২২

তচ্ছ্রুত্বা রাজপুত্রো যাবৎ তমধঃ পাতয়তি তাবদ্‌ভল্লুকো বৃক্ষাৎ পতনমন্তরা শাখামন্যামবলম্বিতবান্। পুনস্তং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রো ভয়মাপ। ভল্লুকোঽপ্যবদৎ, "ভোঃ পাপিষ্ঠ! কিমর্থং বিভেষি? যৎ পুরার্জিতং তৎ কর্ম ত্বয়া ভোক্তব্যমস্তি। তর্হি ত্বং সসেমিরেতি বদন্ পিশাচো ভব"–ইতি শাপং দত্তবান্! ততঃ প্রভাতমাসীৎ। ব্যাঘ্রস্তস্মাৎ স্থানাৎ নির্গতঃ। ভল্লুকোঽপি রাজকুমারং শপ্ত্বা নিজস্থানমগাৎ। রাজকুমারোঽপি 'সসেমিরেতি' বদন্ পিশাচো ভূত্বা বনং পরিভ্রমতি স্ম।

ভূমিকা

'রাজকুমার-ভল্লুকোপাখ্যানম্' সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত। গ্রন্থটির অপর নাম 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা।' বাংলায় এর নাম 'বত্রিশসিংহাসন'। পুস্তকটির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে-

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।

ত্রয়স্তে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।"

-যতদিন চন্দ্র- সূর্য থাকবে, ততদিন বন্ধুদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক-এই তিন ব্যক্তি নরকগামী হবে।

'রাজকুমার-ভল্লুকোপাখ্যানম্' গল্প এই শ্লোকটিকেই আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। এতে প্রদর্শিত হয়েছে কৃতঘ্ন রাজকুমারের জীবনের চরম পরিণতি।

শব্দার্থ ঃ ব্যাপাদ্য– হত্যা করে। ত্রোটয়িত্বা– ছিঁড়ে। বেপমানঃ– কম্পমান। ঋক্ষরাজ– ভল্লুকরাজ। অঙ্কে-– কোলে। শপ্ত্বা- অভিশাপ দিয়ে।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ মহদরণ্যং = মহৎ + অরণ্যং। তুরগারূঢ়ঃ = তুরগ + আরূঢ়ঃ। রাত্রাবতিশ্রান্তো = রাত্রৌ + অতিশ্রান্তো। তস্মাদমুং = তস্মাৎ + অমুং। স্বয়মত্তুমিচ্ছতি = স্বয়ম্ + অত্তুম্ + ইচ্ছতি।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ বৃক্ষশাখায়াম্– অধিকারণে ৭মী। শরণাগতরক্ষণাৎ– অপাদানে ৫মী।. মৃগয়য়া– করণে ৩য়া। রাজকুমারং– কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম ঃ নগরমার্গে– নগরস্য মার্গে (৭মী তৎপুরুষঃ)। শরণাগতঃ– শরণম্ আগতঃ (২য়া তৎপুরুষঃ)। গ্রামবাসী– গ্রামে বসতি যঃ (উপপদতৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তিনির্ণয় ঃ আরূঢ় = আ-√ রুহ্ + ক্ত। পলায়মানঃ = পরা- √অয়্ + শানচ্। পাতয়িষ্যামি = √পৎ + ণিচ্ + লৃট্ স্যামি। নির্গত ঃ = নিঃ-√গম্ + ক্ত।

অনুশীলনী

১। ভল্লুক ও রাজকুমারের উপাখ্যানটি সংক্ষেপে বল।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**

(ক) কাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়?

(খ) শরণাগতকে রক্ষা করলে কি হয়?

৩। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) তত্র বহূন্ -------------- তত্রাদৃশ্যো জাতঃ।

(খ) তত্রাশ্বাদবতীর্ণো -------------- নগরমার্গমগমৎ।

(গ) অয়মাত্মানং -------------- নগরং গচ্ছ।

(ঘ) ব্যাঘ্রস্তস্মাৎ -------------- পরিভ্রমতি স্ম।

৪। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ**

তুরগারূঢ়ঃ, তস্মাদমূং, ভল্লুকেনোক্তম্, স্বয়মত্তুমিচ্ছতি, পতনমন্তরা।

৫। **কারণ দেখিয়ে বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

বৃক্ষশাখায়াম্, মৃগয়য়া, ভল্লুকেন, শাখাম্, স্থানাৎ।

৬। **ব্যাসবাক্য লেখ ও সমাসের নাম বল ঃ**

তুরগারূঢ়ঃ, গ্রামবাসী, শরণাগতঃ রাজপুত্রঃ, নিজস্থানম্।

৭। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

আরূঢ়ঃ, ব্যাঘ্র, ভেতব্যম্, অত্তুম, শপ্ত্বা।

৮। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও ঃ**

(ক) অশ্ব বাঁধন ছিন্ন করেছিল—

(১) ভল্লুক দেখে (২) সিংহ দেখে

(৩) বাঘ দেখে। (৪) শূকর দেখে।

(খ) রাজকুমার শরণাগত ছিল—

(১) বনদেবতার (২) ভল্লুকের

(৩) ব্যাঘ্রের (৪) সিংহের।

(গ) রাত্রে রাজকুমার ঘুমিয়েছিল—

(১) দেবতার কোলে (২) মায়ের কোলে

(৩) কিরাতের কোলে (৪) ভল্লুকের কোলে।

(ঘ) রাজপুত্র ভল্লুককে ফেলেছিল—

(১) গাছের নিচে (২) কূপজলে

(৩) নদীজলে (৪) বিশাল গর্তে।

(ঙ) রাজপুত্র ছিল—

(১) কৃতজ্ঞ (২) অকৃতজ্ঞ

(৩) কৃতঘ্ন (৪) হিংস্র।

দ্বাদশঃ পাঠঃ

[মধ্যমব্যায়োগঃ]

ভীমসেনেন ব্রাহ্মণপুত্রমোচনম্

ভীমসেনঃ— ভোঃ পুরুষ! মুচ্যতাম্।

ঘটোৎকচ ঃ— ন মুচ্যতে। মাতুরাজ্ঞয়া গৃহীতো হ্যষঃ।

ভীমসেনঃ— (আত্মগতম্) কথং মাতুরাজ্ঞেতি। অহো! কা সা মাতা যস্যা আজ্ঞাং পুরস্করোত্যয়ং তপস্বী। (প্রকাশম্) ভো পুরুষং! প্রষ্টব্যং খলু তাবদস্তি।

ঘটোৎকচঃ— বদ শীঘ্রম্।

ভীমসেন ঃ— কা নাম ভবতো মাতা?

ঘটোৎকচঃ— হিড়িম্বা নাম রাক্ষসী।

ভীমসেনঃ— (আত্মগতম্)— হিড়িম্বায়াঃ পুত্রোঽয়ম্। সদৃশো হ্যস্যাগর্বঃ। (প্রকাশম্) ভোঃ পুরুষ! মুচ্যতাম্।

ঘটোৎকচঃ— ন মুচ্যতে।

ভীমসেনঃ— ভো ব্রাহ্মণ! গৃহ্যতাং তব পুত্রঃ। বয়মেনমনুগমিষ্যামঃ। ক্ষত্রিয়কুলোৎকপন্নোঽহম্। মম শরীরেণ ব্রাহ্মণশরীরং রক্ষিতুমিচ্ছামি।

ঘটোৎকচঃ— (আত্মগতম্) অহো ক্ষত্রিয়োঽয়ম্। তেনাস্য দর্পঃ। ভবতু। ইমমেব হত্বা নেষ্যামি। (প্রকাশম্) অথ কেনায়ং বারিতঃ?

ভীমসেনঃ— ময়া।

ঘটোৎকচঃ— ভবানেবাগচ্ছতু।

ভীমসেনঃ— যদি তে শক্তিরস্তি বলাৎকারেণ মাং নয়।

ঘটোৎকচঃ— কিং মাং প্রত্যভিজানীতে ভবান্?

ভীমসেনঃ— মম পুত্র ইতি জানে।

ঘটোৎকচঃ— কথং তব পুত্রোঽহম্?

ভীমসেনঃ— কথং ক্রুধ্যসি? মর্ষয়তু ভবান্। সর্বাঃ প্রজাঃ ক্ষত্রিয়াণাং পুত্রশব্দেনাভিধীয়ন্তে। অতএব ময়াভিহিতম্।

ঘটোৎকচঃ— ভীতানামায়ুধং গৃহীতম্।

ভীমসেনঃ— শপামি সত্যেন, ভয়ং ন জানে।

ঘটোৎকচঃ— এষ তে ভয়মুপদিশামি। গৃহ্যতামায়ুধম্।

ভীমসেনঃ— আয়ুধমিতি। গৃহীতমেতৎ।

ঘটোৎকচঃ— কথমিব?

ভীমসেনঃ— কাঞ্চনস্তম্ভসদৃশো রিপূণাং নিগ্রহে রতঃ।
অয়ং তু দক্ষিণো বাহুরায়ুধং সহজং মম।।

ঘটোৎকচঃ— ইদমুপপন্নং পিতুর্মে ভীমসেনস্য।

ভীমসেনঃ— অথ কোহয়ং ভীমঃ? কেন সদৃশঃ স বলেন?

গটোৎকচঃ— দেবতুল্যঃ।

ভীমসেনঃ— অনৃতমেতৎ।

ঘটোৎকচ ঃ— কথমনৃতম্? ক্ষিপসি মে গুরুম্? ভবতু। ইমং স্থূলং বৃক্ষমুৎপাট্য প্রহরামি (উৎপাট্য প্রহরতি)। অস্তি মাতৃপ্রসাদাৎ লব্ধো মায়াপাশঃ। তেন বদ্ধ্বা ত্বাং নয়ামি (মন্ত্রং জপতি)।

ভীমসেনঃ— অস্তি মহেশ্বর প্রসাদাল্লব্ধো মায়াপাশমোক্ষো মন্ত্রঃ। তং জপামি (মন্ত্রং জপতি)।

ঘটোৎকচঃ— অয়ে! পতিতঃ পাশঃ। কিমিদানীং করিষ্যে? ভবতু দৃষ্টম্। ভোঃ পুরুষ! পূর্বসময়ং স্মর।

ভীমসেনঃ— সময় ইতি। এষ স্মরামি। গচ্ছাগ্রতঃ। (উভৌ পরিক্রামতঃ)

ঘটোৎকচঃ— তিষ্ঠ তাবৎ। ত্বদাগমনমম্বায়ৈ নিবেদয়ামি।

ভীমসেনঃ— বাঢ়ম্, গচ্ছ।

ঘটোৎকচঃ— (উপসৃত্য)- অম্ব! অয়মভিবাদয়ে। চিরাভিলষিতো ভবত্যা আহারার্থমানীতো মানুষঃ।

হিড়িম্বাঃ— (প্রবিশ্য) জাত! চিরং জীব। কীদৃশো মানুষ আনীতঃ?

ঘটোৎকচঃ— ভবতি! রূপমাত্রেণ মানুষো ন বীর্যেণ।

হিড়িম্বাঃ— যদ্যেবং, পশ্যামি তাবদেনম্। (উভৌ পরিক্রামতঃ) কিমেষ মানুষ আনীতঃ?

ঘটোৎকচঃ— ভবতি! কোঽয়ম্?

হিড়িম্বাঃ— উন্মত্তক! দৈবতং খল্বস্মাকম্।

ঘটোৎকচঃ— আঃ! কস্য দৈবতম্?

হিড়িম্বাঃ— তব চ মম চ।

ঘটোৎকচঃ— ক ঃ প্রত্যয়ঃ?

হিড়িম্বাঃ- এষঃ প্রত্যয়। জয়ত্বার্যপুত্রঃ।

ভূমিকা

মহাকবি কালিদাসের পূর্ববর্তী ভাসরচিত 'মধ্যমব্যায়োগঃ' একটি বিখ্যাত নাট্যগ্রন্থ। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থখানা রচিত। ঘটোৎকচ ও তার মাতা হিড়িম্বা নরমাংস ভক্ষণ করার জন্য এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে আবদ্ধ করেন। বহু আলোচনার পর স্থির হয় যে ঐ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নী তাঁদের মধ্যম পুত্রকেই ঘটোৎকচের হাতে সমর্পণ করবেন। ঘটোৎকচের হাত থেকে ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ভীম এগিয়ে এলেন। ঘটোৎকচের সঙ্গো ভীমের যুদ্ধ হল। যুদ্ধের মাঝে ভীম ও ঘটোৎকচ জানতে পারল তারা পরস্পর পিতা-পুত্র। ফলে ব্রাহ্মণের পুত্র রক্ষা পেল।

শব্দার্থ ঃ মাতুরাজ্ঞয়া— মায়ের আদেশে। মুচ্যতাম্— ছেড়ে দাও। ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন— ক্ষত্রিয়বংশে জাত। রক্ষিতুম্— রক্ষা করতে। হত্বা— হত্যা করে। অম্বায়ৈ— মাকে। আয়ুধম্— অস্ত্র। বাঢ়ম্— হ্যাঁ।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ মাতুরাজ্ঞেতি = মাতুঃ + আজ্ঞা + ইতি। পুরস্করোত্যয়ং = পুরস্করোতি + অয়ং। রক্ষিতুমিচ্ছামি = রক্ষিতুম্ + ইচ্ছামি। ইমমেব = ইমম্ + এব।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ আজ্ঞয়া– হেত্বর্থে ৩য়া। শরীরেণ– করণে ৩য়া। ভীমসেনস্য– সম্বন্ধে ষষ্ঠী। মহেশ্বরপ্রসাদাৎ- অপাদানে ৫মী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ ব্রাহ্মণশরীরং– ব্রাহ্মণস্য শরীরং (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। কাঞ্চনস্তম্ভসদৃশঃ– কাঞ্চননির্মিতঃ স্তম্ভঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ), তেন সদৃশঃ (২য়া তৎপুরুষঃ)। দেবতুল্যঃ– দেবেন তুল্যঃ (৩য়া তৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ প্রষ্টব্যম্ = √প্রচ্ছ্ + তব্য, ক্লীবলিঙ্গ, ১ মার একবচন। হত্বা = √হন্ + ক্তাচ্। গৃহীতম্ = √গ্রহ্ + ক্ত, ক্লীবলিঙ্গ, ১ মার একবচন।

অনুশীলনী

১। ভীমসেন কর্তৃক ব্রাহ্মণপুত্রমোচনের কাহিনী বর্ণনা কর।

২। 'মধ্যমব্যায়োগঃ' কে রচনা করেন?

৩। ঘটোৎকচ কে ছিল?

৪। ভীম কে ছিলেন?

৫। হিড়িম্বা কে ছিল?

৬। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ-**

মাতুরাজ্ঞেতি, পুত্রোঽয়ম্, তাবদস্তি, গৃহীতমেতৎ, গৃহ্যতামায়ুধম্।

৭। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ-**

মহেশ্বরপ্রসাদাৎ ময়া, রিপূণাম্, কেন, অম্বায়ৈ।

৮। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসনির্ণয় কর ঃ-**

কাঞ্চনস্তম্ভসদৃশঃ, দেবতুল্যঃ, মায়াপাশঃ, মাতৃপ্রসাদাৎ, তদাগমনম্।

৯। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ-**

প্রষ্টব্যম্, তপস্বী, নেষ্যামি, উপপন্নম্, গৃহীতম্।

১০। **শূন্যস্থান পূরণ করঃ-**

(ক) ভোঃ পুরুষ! ————।

(খ) ———— নাম ভবতো মাতা।

(গ) ইমমেব ———— নেষ্যামি।

(ঘ) ———— সদৃশঃ স বলেন?

(ঙ) ———— মানুষো ন বীর্যেণ।

ত্রয়োদশঃ পাঠঃ

[প্রতিমানাটকম্]

ভরতস্য প্রতিমাদর্শনম্

[ততঃ প্রবিশতি ভরতো রথেন সূতশ্চ]

ভরতঃ– (সাবেগম্) সূত! চিরং মাতুলপরিচয়াদবিজ্ঞাতবৃত্তান্তোঽস্মি। শ্রুতং ময়া দৃঢ়মকল্যশরীরো মহারাজ ইতি। তদুচ্যতাম্– পিতুর্মে কো ব্যাধিঃ।

সূতঃ– হৃদয়পরিতাপঃ খলু মহান্।

ভরতঃ– কিমাহুস্তং বৈদ্যাঃ?

সূতঃ– ন খলু ভিষজস্তত্র নিপুণাঃ।

ভরতঃ– কিমাহারং ভুঙ্ক্তে শয়নমপি?

সূতঃ– ভূমৌ নিরশনঃ?

ভরতঃ– কিমাশা স্যাৎ?

সূতঃ– দৈবম।

ভরতঃ– স্ফুরতি হৃদয়ং বাহয় রথম্।

সূতঃ– যদাজ্ঞাপয়তি আয়ুষ্মান্।

[ক্ষণাৎ পরম্]

সূতঃ– আয়ুষ্মন্! সোপস্নেহতয়া বৃক্ষাণামভিতঃ খল্বযোধ্যয়া ভবিতব্যম্।

ভরতঃ– অহো নু খলু স্বজনদর্শনোৎসুকস্য ত্বরতা মে মনসঃ।

[প্রবিশ্য]

ভটঃ– জয়তু কুমারঃ। উপাধ্যায়াস্তু ভবন্তমাহুঃ।

ভরতঃ– কিমিতি কিমিতি?

ভটঃ– একনাড়িকাবিশেষঃ কৃত্তিকাবিষয়ঃ। তস্মাৎ প্রতিপন্নায়ামেব রোহিণ্যামযোধ্যাং প্রবেক্ষ্যতি কুমারঃ।

ভরতঃ– বাঢ়মেবম্। ন ময়া গুরুবচনমতিক্রান্তপূর্বম্। গচ্ছ ত্বম্।

ভটঃ– যদাজ্ঞাপয়তি কুমারঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

ভরতঃ– অথ কস্মিন্ প্রদেশে বিশ্রমিষ্যে? ভবতু, দৃষ্টম্। এতস্মিন্ বৃক্ষান্তরাবিষ্কৃতে দেবকুলে মুহূর্তং বিশ্রমিষ্যে। তদুভয়ং ভবিষ্যতি– দৈবতপূজা বিশ্রমশ্চ। অথ চ– উপোপবিশ্য প্রবেষ্টব্যানি নগরানীতি সৎসমুদাচারঃ। তস্মাৎ স্থাপ্যতাং রথঃ।

সূতঃ– যদাজ্ঞাপয়তি আয়ুষ্মান্। (রথং স্থাপয়তি)

ভরতঃ– [রথাদবতীর্য] সূত! একান্তে বিশ্রাময়াশ্বান্।

সূতঃ– যদাজ্ঞাপয়তি আয়ুষ্মান্।

(নিষ্ক্রান্তঃ)

ভরতঃ– [প্রতিমাগৃহং প্রবিশ্যালোক্য চ] অহো ক্রিয়ামাধুর্যং পাষাণানাম্। অহো ভাবগতিরাকৃতীনাম্। দৈবত্তোদ্দিষ্টানামপি মানুষবিশ্বাসতাসাং প্রতিমানাম্। কিন্নু খলু চতুর্দৈবতোঽয়ং স্তোমঃ? অথবা যানি তানি ভবন্তু। অস্তি তাবন্মে মনসি প্রহর্ষঃ।

[প্রবিশতি দেবকুলিকঃ]

ভরতঃ– নমোঽস্তু।

দেবকুলিকঃ– ন খলু ন খলু প্রণামঃ কার্যঃ।

ভরতঃ– মা তাবদ্ ভোঃ।

বক্তব্যং কিঞ্চিদস্মাসু বিশিষ্টঃ প্রতিপাল্যতে।

কিংকৃতঃ প্রতিষেধোঽয়ং নিয়মপ্রভবিষ্ণুতা ॥

দেবকুলিকঃ– ন খল্বেতৈ কারণৈঃ প্রতিষেধয়ামি ভবন্তম্। কিন্তু দৈবতশঙ্কয়া ব্রাহ্মণজনস্য প্রণামং পরিহরামি। ক্ষত্রিয়া হ্যত্রভবন্তঃ।

ভরতঃ– এবম্। ক্ষত্রিয়া হ্যত্রভবন্তঃ। অথ কে নামাত্রভবন্তঃ।

দেবকুলিকঃ– ইক্ষ্বাকবঃ।

ভরতঃ– [সহর্ষম্] ইক্ষ্বাকব ইতি। এতে তে অযোধ্যাভর্তারঃ। ভোঃ! যদৃচ্ছয়া খলু ময়া মহৎ ফলমাসাদিতম্। অভিধীয়তাম্– কস্তাবদত্রভবান্?

দেবকুলিকঃ– অয়ং দিলীপঃ।

ভরতঃ– পিতৃপিতামহো মহারাজস্য।

দেবকুলিকঃ– অত্রভবান্ রঘু।

ভরতঃ– পিতামহো মহারাজস্য। ততস্ততঃ?

দেবকুলিকঃ– অত্রভবানজঃ।

ভরতঃ– পিতা তাতস্য। কিমিতি কিমিতি?

দেবকুলিকঃ– অয়ং দিলীপঃ অয়ং রঘুঃ অয়মজঃ।

ভরতঃ– ভবন্তং কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি। ধরমাণানামপি প্রতিমা স্থাপ্যন্তে?

দেবকুলিকঃ– ন খলু, অতিক্রান্তানামেব।

ভরতঃ– তেন হ্যাপৃচ্ছে ভবন্তম্।

দেবকুলিকঃ– তিষ্ঠ–

যেন প্রাণাশ্চ রাজ্যঞ্চ স্ত্রীশুল্কার্থে বিসর্জিতা।

ইমাং দশরথস্য ত্বং প্রতিমাং কিং ন পৃচ্ছসে॥

ভরতঃ– হা তাত! [মূর্চ্ছিতঃ পততি, পুনঃ প্রত্যাগত্য] হৃদয়! ভব সকামং যৎকৃতে শঙ্কসে ত্বং শৃণু পিতৃনিধনং তদ্গচ্ছ ধৈর্যং চ তাবৎ। স্পৃশতি তু যদি নীচো মাময়ং শুল্কশব্দ–স্ত্বথ চ ভবতি সত্যং তত্র দেহো বিশোধ্যঃ। আর্য!

দেবকুলিকাঃ– আর্যেতি ইক্ষ্বাকুকুলালাপঃ খল্বয়ম্। কশ্চিৎ কৈকেয়ীপুত্রো ভরতো ভবান্ ননু?

ভরতঃ– অথ কিম্, অথ কিম্। দশরথপুত্রো ভরতোঽস্মি, ন কৈকেয্যাঃ

দেবকুলিকঃ– তেন হ্যাপৃচ্ছে ভবন্তম্।

ভরতঃ– তিষ্ঠ। শেষমভিধীয়তাম্।

দেবকুলিকঃ– কা গতিঃ। শ্রূয়তাম্। উপরতস্তত্রভবান্ দশরথঃ। সীতালক্ষ্মণসহায়স্য রামস্য বনগমনপ্রয়োজনং ন জানে।

ভরতঃ– কথং কথমার্যোঽপি বনং গতঃ। [দ্বিগুণং মোহমুপগতঃ]

দেবকুলিকঃ– কুমার! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

ভরতঃ– [সমাশ্বস্য]

অযোধ্যামটবীভূতাং পিত্রা ভ্রাতা চ বর্জিতাম্।
পিপাসার্তোঽনুধাবামি ক্ষীণতোয়াং নদীমিব॥

ভূমিকা

'ভরতস্য প্রতিমাদর্শনম্' শীর্ষক নাট্যাংশটি ভাসরচিত 'প্রতিমানাটক' থেকে সংকলিত। ভাসের তেরখানা নাটকের মধ্যে 'প্রতিমানাটক' অন্যতম। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রামের বনগমন থেকে আরম্ভ করে রাবণবধের পরে সীতাসহ রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পর্যন্ত সমস্ত কাহিনীর সমাবেশ হয়েছে এই নাটকে। মাতুলালয় থেকে প্রত্যাবৃত্ত ভরত প্রতিমাগৃহে রক্ষিত মৃত পিতার মূর্তি দেখে পিতার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন–এ বিষয়টিই সংকলিত নাট্যাংশের উপজীব্য বিষয়।

শব্দার্থ ঃ ভিষজঃ– চিকিৎসকগণ। আজ্ঞাপয়তি– আদেশ করেন। প্রবিশ্য– প্রবেশ করে। মনসি– মনে। বাঢ়ম্– হ্যাঁ। বিশ্রমিষ্যে– বিশ্রাম করব। দৈবপূজা– দেবপূজা। উপরতঃ– প্রয়াত।

সন্ধি বিচ্ছেদ ঃ পিতুর্মে = পিতুঃ + মে। বিশ্রাময়াশ্বান্ = বিশ্রাময় + আশ্বন্। খল্বৈতৈঃ = খলু + এতৈঃ। কস্তাবদত্রভবান্ = কঃ + তাবৎ + অত্রভবান্।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ তস্মাৎ– হেতু অর্থে ৫মী। ময়া- অনুক্তকর্তায় ৩য়া। মনসি– অধিকরণে ৭মী। প্রতিমাঃ– উক্তকর্মে ১মা। পিপাসার্তঃ– কর্তায় ১মা।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ ব্রাহ্মণজনস্য– ব্রাহ্মণ এব জনঃ (কর্মধারয়ঃ), তস্য। মহারাজস্য– মহান্ রাজা। দৈবতপূজা– দেবতস্য পূজা (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ ব্যাধিঃ = বি-আ-√ধা + কি। বাহয় = √বহ্ + ণিচ্ + লোট্ হি। আয়ুষ্মান্ = আয়ুষ্ + মতুপ্। প্রবিশ্য = প্র - √বিশ্ + ল্যপ্। প্রণামঃ = প্র - √ণম্ + ঘঞ্।

অনুশীলনী

১। 'ভরতস্য প্রতিমাদর্শনম্' নাট্যাংশের মূল বক্তব্য বাংলা ভাষায় লেখ।

২। 'প্রতিমানাটক' সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

৩। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-**

(ক) অহো ক্রিয়ামাধুর্যং -------------- স্তোমঃ?

(খ) বক্তব্যং -------------- নিয়মপ্রভবিষ্ণুতা ॥

(গ) যেন প্রাণাশ্চ -------------- কিং ন পৃচ্ছসে ॥

(ঘ) কা গতিঃ -------------- ন জানে।

৪। **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখ ঃ-**

(ক) অযোধ্যামটবীভূতাং -------------- নদীমিব।

৫। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ-**

পিতুর্মে, খল্বৈতৈঃ, তদুচ্যতাম্, যদাজ্ঞাপয়তি, প্রাণাশ্চ।

৬। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ-**

তস্মাৎ, প্রতিমাঃ, মনসি, কুমার, পিত্রা।

৭। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ-**

মহারাজস্য, নিরশনঃ, দৈবতশঙ্কয়া, দশরথপুত্রঃ, পিপাসার্তঃ।

৮। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ-**

ব্যাধিঃ, আয়ুষ্মান্, প্রণামঃ, বাহয়, গতিঃ।

৯। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ-**

(ক) 'প্রতিমানাটক' কে রচনা করেন?

(খ) ভরত বিশ্রামের জন্য কোথায় প্রবেশ করেছিলেন?

(গ) দিলীপ কে ছিলেন?

(ঘ) রঘু কে ছিলেন?

(ঙ) অজ কে?

(চ) অজের পুত্রের নাম কি?

১০। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-**

(ক) কিমাহুস্তং ————— ?

(খ) ————— আয়ুষ্মান্?

(গ) ন খলু ————— কার্যঃ।

(ঘ) ————— হ্যত্রভবন্তঃ।

(ঙ) ন খলু, —————।

চতুর্দশঃ পাঠঃ

[অভিজ্ঞানশকুন্তলম্]

শকুন্তলোপাখ্যানম্

আসীৎ পুরা হস্তিনায়াং দুষ্যন্তো নাম একঃ পরাক্রান্তো রাজা। একদা স মৃগয়ার্থং সসৈন্যো রাজ্যাৎ বহির্জগাম। বহূনি অরণ্যানি নিঃশ্বাপদানি কৃত্বা স কণ্বমুনেরাশ্রমমুপগতঃ। অস্মিন্নেব কালে মহর্ষিঃ কণ্বঃ তপস্যার্থং সোমতীর্থং যযৌ। আশ্রমাভ্যন্তরে আসীৎ কণ্বমুনেঃ পালিতা কন্যা রূপযৌবনসম্পন্না অনূঢ়া শকুন্তলা। অনসূয়া প্রিয়ংবদা চ তস্যাঃ প্রিয়সখ্যৌ। আশ্রমে বহবঃ শিষ্যা অপি ন্যবসন্।

রাজা দুষ্যন্ত আশ্রমং প্রবিশ্য রূপলাবণ্যময়ীং শকুন্তলাং দৃষ্ট্বা গান্ধর্ববিধিনা তামুপযেমে। অথ "অচিরমেব ত্বাং রাজধানীং নেষ্যামি, অঙ্গুরীয়কং গৃহাণ" ইত্যুক্ত্বা স হস্তিনাপুরীং প্রতস্থে।

গতেষু কতিপয়েষু দিবসেষু মহর্ষির্দুর্বাসা তত্রাগতঃ। পতিচিন্তাপরায়ণা শকুন্তলা নাশৃনোদ্ অতিথেস্তস্য নিবেদনম্। অতঃ কুপিতঃ সন্ দুর্বাসা তাং শশাপ-

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি মাম্ ন সমুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমাং কৃতামিব॥"

শাপাদস্মাৎ রাজা দুষ্যন্তঃ শকুন্তলাং বিস্মৃতবান্ কিয়দ্দিবসাদন্তরং মহর্ষি কণ্বঃ সোমতীর্থাৎ আশ্রমং প্রত্যাগতঃ। ধ্যানযোগেন সর্বমেব বিদিত্বা স গর্ভবতীং শকুন্তলাং স্বামিগৃহং প্রেরয়ামাস। শাপেন লুপ্তস্মৃতিঃ রাজা প্রণষ্টাভিজ্ঞানাং শকুন্তলাং পত্নীরূপেণ ন জগ্রাহ। রাজসভায়া বহির্গতা ভূলুণ্ঠিতা ক্রন্দনরতা শকুন্তলা সানুমত্যা নাম অপ্সরসা নীত্বা মহামুনের্মারীচস্য আশ্রমে রক্ষিতা।

অথ গচ্ছতা কালেন কস্যাপি জালিকস্য সকাশে রাজনামাঙ্কিতম্ অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয়কং সংপ্রাপ্য রাজা দুষ্যন্তঃ সশকুন্তলাং পুনঃ স্মরতি স্ম। পরং কুত্র শকুন্তলা অবতিষ্ঠতে ইতি তেন ন জ্ঞাতম্।

অনন্তরমেকস্মিন্ দিবসে রাজা দুষ্যন্তো দৈত্যং নিহন্তুম্ ইন্দ্রপ্রেষিতং রথমারুহ্য দিবং গতঃ। দৈত্যং নিহত্য স রাজধানীং প্রত্যগচ্ছন্ মারীচস্য মহামুনেরাশ্রমং গত। তত্র স শকুন্তলয়া পুত্রেণ ভরতেন চ সহ মিলিতো বভূব। সর্বং ভাগ্যায়ত্তমিতি মত্বা শকুন্তলা স্বামিরাজ্যং প্রবিশ্য সুখেন মহান্তং কালং নিনায়।

ভূমিকা

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বলনক্ষত্র। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় ও অভিজ্ঞানশকুন্তল তাঁর বিখ্যাত নাট্যগ্রন্থ। এই তিনটি নাটকের মধ্যে 'অবিজ্ঞানশকুন্তল 'তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি। এতে নাট্য ও কাব্যসৌন্দর্যের এক অভিনব সমন্বয় ঘটেছে। কালিদাসের অমর গীতিকাব্য 'মেঘদূত' এবং মহাকাব্য 'রঘুবংশ ও 'কুমারসম্ভব'। 'শকুন্তলোপাখ্যানম্' 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের কাহিনী অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে প্রণীত।

শব্দার্থ ঃ জগাম- গেলেন। আশ্রমাভ্যন্তরে- আশ্রমের ভেতর। গান্ধর্ববিধিনা- গান্ধর্ববিবাহের বিধান অনুসারে। প্রমত্তঃ- উন্মত্ত। জালিকস্য- জেলের। অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয়কম্- পরিচয়জ্ঞাপক আংটি।

গান্ধর্ববিবাহ- পরস্পর শপথ করে নারী পুরুষের মধ্যে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় গান্ধর্ববিবাহ- "গান্ধর্ব সময়াং মিথঃ।"

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ অস্মিন্নেব = অস্মিন্ + এব। ইত্যুক্তা = ইতি + উক্তা। রাজনামাঙ্কিতম্ = রাজনাম + অঙ্কিতম্। অনন্তরমেকস্মিন্ = অনন্তরম্ + একস্মিন্।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ হস্তিনায়াম্– অধিকরণে ৭মী। তাম্– কর্মে ২য়া। ধ্যানযোগেন– করণে ৩য়া। শকুন্তলয়া– সহশব্দযোগে ৩য়া। সুখেন– প্রকৃত্যাদিত্বাৎ ৩য়া।

সমাস ও ব্যাসবাক্য ঃ আশ্রমাভ্যন্তরে- আশ্রমস্য অভ্যন্তরে (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। স্বামিগৃহং– স্বামিনঃ গৃহং (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। মহামুনেঃ– মহান্ মুনিঃ (কর্মধারয়ঃ), তস্য। অনূঢ়া– ন ঊঢ়া (নঞ্‌তৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ উপগতঃ = উপ-√গম্ + ক্ত। উপযেমে = উপ - √যম্ + লিট্ এ। প্রতস্থে = প্র- √স্থা + লিট্ এ। বিচিন্তয়ন্তী = বি- √চিন্ত্ + শতৃ + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। শশাপ = √শপ্ + লিট্ অ।

অনুশীলনী

১। কালিদাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। বাংলা ভাষায় শকুন্তলার উপাখ্যানটি লেখ।

৩। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-**

(ক) অস্মিন্নেব কালে -------------- ন্যবসন্।

(খ) গতেষু ------------- তাং শশাপ।

(গ) শাপেন লুপ্তস্মৃতি ------------- রক্ষিতা।

(ঘ) অনন্তরমেকস্মিন্ ------------- গতঃ।

২০২২

৪। **প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর ঃ-**

বিচিন্তয়ন্তী -------------- কৃতামিব।

৫। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ-**

বহির্জগাম, তামুপযেমে, যমনন্যমানসা, অনন্তরমেকস্মিন্, মহামুনেরাশ্রমং।

৬। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ-**

হস্তিনায়াম্, আশ্রমং, অতিথেঃ, পত্নীরূপেণ, দিবং।

৭। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ-**

সসৈন্যঃ, আশ্রমাভ্যন্তরে, ধ্যানযোগেন, রাজনামাঙ্কিতম্, ভাগ্যায়ত্তম্।

৮। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

ন্যবসন্, উক্তা, জগ্রাহ, সংপ্রাপ্য, প্রবিশ্য।

৯। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

(ক) রাজা দুষ্যন্ত কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন?

(খ) দুষ্যন্ত রাজ্যের বাইরে গিয়েছিলেন কেন?

(গ) মহর্ষি কণ্ব তপস্যার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?

(ঘ) কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করে শকুন্তলা কাকে দেখেছিলেন?

(ঙ) দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে কোন্ বিধিমতে বিয়ে করেছিলেন?

(চ) দুর্বাসা শকুন্তলাকে কি অভিশাপ দিয়েছিলেন?

(ছ) দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারেন নি কেন?

(জ) শকুন্তলাকে কে মারীচের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিল?

(ঝ) শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের কোথায় পুনর্মিলন হয়েছিল?

(ঞ) দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্রের নাম কি?

দ্বিতীয়ঃ ভাগঃ

পদ্যাংশ

প্রথমঃ পাঠঃ

[রামায়ণম্]

পাদুকাগ্রহণম্

ততস্ত্বৃষিসণাঃ ক্ষিপ্রং দশগ্রীববধৈষিণঃ।
ভরতং রাজশার্দূলমিত্যূচুঃ সঙ্গতা বচঃ॥ ১
কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাব্রত মহাযশঃ।
গ্রাহ্যং রামস্য বাক্যং তে পিতরং যদ্যবেক্ষসে॥ ২
সদানৃণমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ।
অনৃণত্বাচ্ছ কৈকয্যাঃ স্বর্গং দশরথো গতঃ॥ ৩
এতাবদুক্ত্বা বচনং গন্ধর্বাঃ সমহর্ষয়ঃ।
রাজর্ষয়শ্চৈব তথা সর্বে স্বাং স্বাং গতিং গতাঃ॥ ৪
হলাদিতস্তেন বাক্যেন শুশুভে শুভদর্শনঃ।
রামঃ সংহৃষ্টবচনস্তানৃষীনভ্যপূজয়ৎ॥ ৫
ত্রস্তগাত্রস্তু ভরতঃ স বাচা সজ্জমানয়া।
কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং রাঘবং পুনরব্রবীৎ॥ ৬
রাম ধর্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্মানুসন্ততম্।
কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ যাচনাম্॥ ৭
রক্ষিতুং সুমহদ্ রাজ্যমহমেকস্তু নোৎসহে।
পৌর-জানপদাংশ্চাপি 'রক্তান্ রঞ্জয়িতুং তদা॥ ৮
জ্ঞাতয়শ্চাপি যোধাশ্চ মিত্রাণি সুহৃদশ্চ নঃ।
ত্বামেব হি প্রতীক্ষন্তে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ॥ ৯
ইদং রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ স্থাপয় প্রতিপদ্য হি।
শক্তিমান্ সহি কাকুৎস্থ লোকস্য পরিপালনে॥ ১০
এবমুক্ত্বাপতদ্ ভ্রাতুঃ পাদয়োর্ভরতস্তদা।
ভৃশং সম্প্রার্থয়ামাস রাঘবেঽতিপ্রিয়ং বদন্॥ ১১

তমঙ্কে ভ্রাতরং কৃত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসস্বরঃ স্বয়ম্॥ ১২
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
সর্বকার্যাণি সম্মন্ত্র্য মহান্ত্যপি হি কারয়॥ ১৩
লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥ ১৪
এবং ব্রুবাণং ভরত ঃ কৌসল্যাসুতমব্রবীৎ।
তেজসাদিত্যসঙ্কাশং প্রতিপচ্ছন্দ্রদর্শনম্॥ ১৫
অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ॥ ১৬
সোঽধিরুহ্য নরব্যাঘ্রঃ পাদুকে ব্যবমুচ্য চ।
প্রাযচ্ছৎ সুমহাতেজা ভরতায় মহাত্মনে॥ ১৭
স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্॥ ১৮
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন বৈ নগরাদ্ বহিঃ॥ ১৯
তব পাদুকয়োর্ন্যস্য রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ।
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘুত্তম॥ ২০
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিষ্বজ্য সাদরম্॥ ২১
শত্রুঘ্নঞ্চ পরিস্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ।
মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি॥২২
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুপরীতাক্ষো ভ্রাতরং বিসসর্জ হ॥ ২৩
স পাদুকে তে ভরতঃ স্বলঙ্কৃতে
মহোজ্জ্বলে সম্পরিগৃহ্য ধর্মবিৎ
প্রদক্ষিণং চৈব চকার রাঘবং
চকার চৈবোত্তমনাগমূর্ধনি॥ ২৪

ভূমিকা

'পাদুকাগ্রহণম্' বাল্মীকি রচিত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর দ্বাদশ (১১২) অধ্যায়ের অন্তর্গত। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর কৈকেয়ীপুত্র ভরত মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। এসে শুনলেন তাঁর মা তাঁকে রাজা করার জন্য রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠিয়েছেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হয়েছে। ভরত মায়ের এই কুকীর্তির জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট ছুটে এলেন এবং তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে বিশেষ চেষ্টা করলেন। রামচন্দ্র ভরতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে এসেছেন। পরিশেষে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল মস্তকে বহন করে ফিরে এলেন অযোধ্যায়।

শব্দার্থ ঃ রাজর্ষয়ঃ– রাজর্ষিগণ। রাঘবম্– রামচন্দ্রকে। প্রেক্ষ্য– দেখে। কর্ষকাঃ– কৃষকগণ। কাকুৎস্থঃ– রামচন্দ্র। সম্প্রণম্য– প্রণাম করে। পরিষ্বজ্য– আলিঙ্গন করে।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ যদ্যবেক্ষসে = যদি + অবেক্ষসে। এতাবদুক্ত্বা- এতাবৎ + উক্ত্বা। হ্যহম্ = হি + অহম্। পুনরব্রবীৎ = পুনঃ + অব্রবীৎ। প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শনম্ = প্রতিপৎ + চন্দ্রদর্শনম্। রঘূত্তম = রঘু + উত্তম।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ ক্ষিপ্রং– ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। অনৃনত্বাৎ– হেত্বর্থে ৫মী। পৌরজানপদান্– কর্মে ২য়া। কামাৎ, লোভাৎ– হেত্বর্থে ৫মী। মনসি– অধিকরণে ৭মী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ মহাপ্রাজ্ঞ ঃ- মহতী প্রজ্ঞা যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। রাজর্ষয়ঃ– রাজা চাসৌ ঋষিশ্চেতি (কর্মধারয়ঃ), ১মার বহুবচন। কৌসল্যাসুতম্- কৌসল্যায়াঃ সুতঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তম্।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ প্রাজ্ঞঃ = প্রজ্ঞা + অণ্। প্রেক্ষ্য ঃ প্র- √ঈক্ষ্ + ল্যপ্। শক্তিমান্ = শক্তি + মতুপ্, ১মার একবচন। ব্রুবাণঃ = √ব্রু + শানচ্। পরন্তপঃ = পর- √তিপ্ + ণিচ্ + খচ্।

অনুশীলনী

১। ভরত রামচন্দ্রকে কি বলেছিলেন?

২। রামচন্দ্র ভরতকে কি বলেছিলেন?

৩। পাদুকাযুগলকে প্রণাম করে ভরত কি করলেন?

৪। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-**

(ক) হ্লাদিতস্তেন -------------- নভ্যপূজয়ৎ ॥

(খ) রক্ষিতুং -------------- রঞ্জয়িতুং তদা ॥

(গ) অমাত্যৈশ্চ -------------- হি কারয় ॥

(ঘ) স পাদুকে -------------- নাগমূর্ধনি ॥

২০২২

৫। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখ ঃ-

(ক) জ্ঞাতয়শ্চাপি -------------- কর্ষকাঃ ॥

(খ) লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ -------------- পিতুঃ ॥

(গ) শত্রুঘ্নশ্চ -------------- তাং প্রতি ॥

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ-

যদ্যবেক্ষসে, রঘূত্তম, মাতুশ্চ, বচনমব্রবীৎ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ-

ক্ষিপ্রং, বাচা, মন্তুঃ, ভরতায়, পরন্তপ।

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ-

মহাযশঃ, কৃতাঞ্জলিঃ, আদিত্যসঙ্কাশং, রঘূত্তমঃ, সাদরম্।

৯। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ

ঊচু, অভ্যপূজয়ৎ, কর্ষকাঃ, শক্তিমান্, আকাঙ্ক্ষণ্।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) কুলে জাত ———— মহাব্রত মহাযশঃ।

(খ) রাম ধর্মমিমং প্রেক্ষ্য ————।

(গ) স ———— সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।

(ঘ) ———— ভবেয়ং রঘুনন্দন।

(ঙ) ———— পরিষ্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ।

১১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাওঃ-

(ক) ভরতকে তুলনা করা হয়েছে-
রাজমৃগ/রাজসিংহ/রাজহংস/রাজশার্দূলের সঙ্গে।

(খ) রাম ভরতের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁকে-
কোলে নিয়ে/ পাশে বসিয়ে/ দণ্ডায়মান রেখে/ আসনে বসিয়ে।

(গ) 'পাদুকাগ্রহণম্' পদ্যাংশটি রামায়ণের-
আদিকাণ্ডের/ অযোধ্যাকাণ্ডের/ যুদ্ধকাণ্ডের/ উত্তরকাণ্ডের অন্তর্গত।

(ঘ) প্রতিপচ্চন্দ্রের মত আকৃতি ছিল-
শত্রুঘ্নের/ ভরতের/ লক্ষ্মণের/ রামচন্দ্রের।

(ঙ) ভরত পাদুকাযুগল নিয়েছিল-
স্কন্ধে/ মস্তকে/ বাহুতে/ হস্তে।

২০২১

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

[রামায়ণম্]

রামচন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকঃ

উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ।
অভিষেকায় রামস্য দূতানাজ্ঞাপেয় প্রভো ॥ ১
সৌবর্ণান্ বানরেন্দ্রাণাং চতুর্ণাং চতুরো ঘটান্।
দদৌ ক্ষিপ্রং স সুগ্রীবঃ সর্বরত্নবিভূষিতান্ ॥২
যথা প্রত্যূষসময়ে চতুর্ণাং সাগরাম্ভাসাম্।
পূর্ণৈর্ঘটৈঃ প্রতীক্ষধ্বং তথা কুরুতে বানরাঃ ॥৩
এবমুক্তা মহাত্মানো বানরা বারণোপমা।
উৎপেতুর্গগনং শীঘ্রং গরুড়া ইব শীঘ্রগাঃ ॥ ৪
জাম্ববাংশ্চ হনুমাংশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ।
ঋষভশ্চৈব কলসান্ জলপূর্ণানথানয়ন্ ॥ ৫
অভিষেকায় রামস্য শত্রুঘ্নঃ সচিবৈঃ সহ।
পুরোহিতায় শ্রেষ্ঠায় সুহৃদ্ভ্যশ্চ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬
ততঃ স প্রযতো বৃদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৭
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ্চ গৌতমো বিজয়স্তথা ॥ ৮
অভ্যষিঞ্চন্নরব্যাঘ্রং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।
সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা ॥ ৯
ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বং কন্যাভির্মন্ত্রিভিস্তথা।
যোধৈশ্চৈবাভ্যষিঞ্চংস্তে সম্প্রহৃষ্টৈঃ সনৈগমৈঃ ॥১০
সর্বৌষধিরসৈশ্চাপি দৈবতৈর্নভসি স্থিতৈঃ।
চতুর্ভির্লোকপালৈশ্চ সর্বৈর্দেবৈশ্চ সঙ্গাতৈঃ ॥ ১১

ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বং কিরীটং রত্নশোভিতম্।
অভিষিক্তঃ পুরা যেন মনুস্তং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১২
তস্যান্ববায়ে রাজানঃ ক্রমাদ্ যেনাভিষেচিতাঃ।
সভায়াং হেমক্লৃপ্তায়াং শোভিতায়াং মহাধনৈঃ ॥১৩
রত্নৈর্নানাবিধৈশ্চৈব বিচিত্রায়াং সুশোভনৈ।
নানারত্নময়ে পীঠে কল্পয়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৪
কিরীটেন ততঃ পশ্চাদ্ বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ঋত্বিগ্‌ভির্ভূষণৈশ্চৈব সমযোক্ষ্যতে রাঘবঃ ॥ ১৫
ছত্রং তস্য চ জগ্রাহ শত্রুঘ্নঃ পাণ্ডুরং শুভম্।
শ্বেতঞ্চ বালব্যজনং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ১৬
অপরং চন্দ্রসঙ্কাশং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
মালাং জ্বলন্তীং বপুষা কাঞ্চনীং শতপুষ্করাম্ ॥ ১৭
রাঘবায় দদৌ বায়ুর্বাসবেন প্রচোদিতঃ।
সর্বরত্নসমাযুক্তং মণিভিশ্চ বিভূষিতম্ ॥ ১৮
মুক্তাহারং নরেন্দ্রায় দদৌ শক্রপ্রচোদিতঃ।
প্রজগুর্দেবগন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৯
অভিষেকে তদর্হস্য তদা রামস্য ধীমতঃ।
ভূমিঃ শস্যবতী চৈব ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ ॥ ২০
গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি বভূবু রাঘবোৎসবে।
সহস্রশতমশ্বানাং ধেনূনাঞ্চ গবাং তথা ॥ ২১

ভূমিকা

'রামচন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকঃ' আদিকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোত্তর অষ্টাবিংশ (১২৮) অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত। রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করে ফিরে এলেন জন্মভূমি অযোধ্যায়। তারপর অভিষিক্ত হলেন অযোধ্যার রাজসিংহাসনে। মহাকবি বাল্মীকি এই অভিষেকের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন উদ্ধৃত কাব্যাংশে।

শব্দার্থ ঃ আজ্ঞাপয়– আদেশ করুন। ক্ষিপ্রং– শীঘ্র। ন্যবেদয়ৎ– নিবেদন করলেন। সংন্যবেশয়ৎ– বসালেন। ননৃতুঃ– নেচেছিল। অপ্সরোগণাঃ– অপসরাগণ।

সন্ধিবিচ্ছেদঃ বানরেন্দ্রাণাং = বানর + ইন্দ্রাণাং। এবমুক্তা = এবম্ + উক্তা। বিজয়স্তথা = বিজয়ঃ + তথা। কন্যাভির্মন্ত্রিভিস্তথা = কন্যাভিঃ + মন্ত্রিভিঃ + তথা। ননৃতুশ্চাপ্সরোগনাঃ = ননৃতুঃ + চ + অপ্সরঃ + গণাঃ।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ অভিষেকায়- তাদর্থ্যে চতুর্থী। পীঠে- অধিকরণে সপ্তমী। সর্বৌষধিভিঃ- করণে তৃতীয়া। রাঘবায়- সম্প্রদানে চতুর্থী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ মহাতেজাঃ– মহৎ তেজঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। বানরেন্দ্রাণাম্– বানরাণাম্ ইন্দ্রঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তেষাম্। নরব্যাঘ্রম্– নরঃ ব্যাঘ্র ইব (উপমিত কর্মধারয়ঃ) তম্। শত্রুঘ্নঃ– শত্রূন্ হন্তি যঃ সঃ (উপপদতৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ দদৌ = √দা + লিট্ অ। অভিষিক্তঃ = অভি- √নিচ্ + ক্ত। রাঘবঃ = রঘু + অণ্। পাদপাঃ = পাদ- √পা + ড, ১মার বহুবচন।

অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষায় রামচন্দ্রের অভিষেকের বর্ণনা দাও।

২। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) সৌবর্ণান্ -------------- সর্বরত্নবিভূষিতান্ ॥

(খ) ততঃ স -------------- সংন্যবেশয়ৎ ॥

(গ) ছত্রং তস্য -------------- বানরেশ্বরঃ ॥

(ঘ) গন্ধবন্তি -------------- গবাং তথা ॥

৩। **প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর ঃ**

(ক) যথা প্রত্যূষসময়ে -------------- বানরাঃ।

(খ) অভ্যষিঞ্চন্নরব্যাঘ্রং -------------- বাসবং যথা ॥

(গ) মুক্তাহারং -------------- ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥

৪। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ**

রাঘবানুজঃ, বানরোপমাঃ, বিজয়স্তথা, বায়ুর্বাসবেন, তদর্হস্য।

৫। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

অভিষেকায়, প্রত্যূষসময়ে, নরব্যাঘ্রম্, নরেন্দ্রায়, দ্বিজেভ্যঃ।

৬। **ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ-**

মহাতেজাঃ, সুগ্রীবঃ, শত্রুঘ্নঃ, শক্রপ্রচোদিতঃ।

৭। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

উবাচ, শীঘ্রগাঃ, জগ্রাহ, ননৃতুঃ, বভূবুঃ।

৮। **শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন করার জন্য ভরত বলেছিলেন—
লক্ষ্মণকে/ বিভীষণকে/ শত্রুঘ্নকে/ সুগ্রীবকে।

(খ) রামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য ইন্দ্রপ্রেরিত মালা এনেছিলেন—
চন্দ্র/সূর্য/পবন/বরুণ।

(গ) রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন—
বসুগণ/ রুদ্রগণ/ মুনিগণ/ দেবগণ।

(ঘ) রামচন্দ্রের অভিষেকের সময় নৃত্য করেছিল-
গন্ধর্বগণ/ যক্ষগণ/ অপ্সরাগণ/ কিন্নরগণ।

তৃতীয়ঃ পাঠঃ

[মহাভারতম্]

যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদঃ

যক্ষ উবাচ—

কিংস্বিদ্‌গুরুতরং ভূমেঃ কিঞ্চিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ

কিং স্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিংস্বিদ্ বহুতরং তৃণাৎ ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ—

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।

মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥ ২

যক্ষ উবাচ—

কিংস্বিদাত্মা মনুষ্যস্য কিংস্বিদ্দৈবকৃতঃ সখা।

উপজীবনং কিংস্বিদস্য কিংস্বিদস্য পরায়ণম্ ॥ ৩

যুধিষ্ঠির উবাচ—

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্যা দৈবকৃতঃ সখা।

উপজীবনঞ্চ পর্জন্যো দানমস্য পরায়ণম্ ॥ ৪

যক্ষ উবাচ—

কিং নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি কিং নু হিত্বা ন শোচতি।

কিং নু হিত্বার্থবান্ ভবতি কিং নু হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥ ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ—

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।

কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥ ৬

যক্ষ উবাচ—

কা চ বার্তা কিমাশ্চর্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।

মমৈতান্ চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥ ৭

যুধিষ্ঠির উবাচ—

মাসর্তুদর্বীপরিবর্তনেন সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥ ৮

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ ॥ ৯
বেদাঃ বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। ১০
যো দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃণী অপ্রবাসী চ স বারিচর! মোদতে ॥ ১১

ভূমিকা

'যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদঃ' মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত। বনবাসকালে একদিন পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। তখন যুধিষ্ঠির জল আনয়নের জন্য একে একে চার ভাইকে প্রেরণ করেন। তাঁরা এক জলাশয়ের ধারে গমন করেন। এটি ছিল মায়া-সরোবর। সৃষ্টি করেছিলেন বকরূপী যক্ষ। যক্ষ চারজন পাণ্ডবকেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জল পান করতে বলেন। কিন্তু তাঁরা যক্ষের কথা উপেক্ষা করে জল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরিশেষে আসেন স্বয়ং যুধিষ্ঠির। তিনি যক্ষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। এখানে যক্ষকৃত অনেক প্রশ্নের মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর সংকলিত হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ খাৎ- আকাশ থেকে। পর্জন্যঃ– মেঘ। হিত্বা– পরিত্যাগ করে। মোদতে– আনন্দিত হয়। দর্বী– হাতা। অহন্যহনি– প্রতিদিন। স্মৃতয়ঃ– স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ। যমমন্দিরম্– যমালয়ে।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ কিঞ্চিদুচ্চতরঞ্চ = কিম্ + চিৎ + উচ্চতরম্ + চ। বাতাচ্চিন্তা = বাতাৎ + চিন্তা। হিত্বার্থবান্ = হিত্বা + অর্থবান্। মমৈতান্ = মম + এতান্। সূর্যাগ্নিনা = সূর্য + অগ্নিনা।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ তৃণাৎ– অপেক্ষার্থে ৫মী। মম– সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। প্রশ্নান্– কর্মে ২য়া। গুহায়াম্– অধিকরণে ৭মী। যমমন্দিরম্– কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ দৈবকৃতঃ– দৈবেন কৃতঃ (৩য়া তৎপুরুষঃ)। সূর্যাগ্নিনা– সূর্য এব অগ্নিঃ (রূপককর্মধারয়ঃ), তেন। রাত্রিদিবেন্ধনেন– রাত্রিশ্চ দিবা চ = রাত্রিন্দিবম্ (দ্বন্দ্বঃ), তাদৃশম্ ইন্ধনম্ (কর্মধারায়ঃ)। তেন।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ ভার্যা = √ভৃ + ণ্যৎ + স্ত্রিয়াম্ আপ্। হিত্বা = √হা + ক্তাচ্। গতঃ = √গম্ + ক্ত। অপ্রবাসী = নঞ্ - প্র-√বস্ + ণিনি।

অনুশীলনী

১। যুধিষ্ঠিরের প্রতি যক্ষের শেষ প্রশ্ন চারটি কি কি? যুধিষ্ঠির সেগুলোর কি উত্তর দিয়েছিলেন?

২। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-**

(ক) মাতা গুরুতরা -------------- বহুতরী তৃণাৎ ॥

(খ) মাসর্তুদর্বপরিবর্তনেন -------------- পচতীতি বার্তা ॥

(গ) বেদাঃ -------------- স পন্থাঃ ॥

৩। **প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর ঃ-**

(ক) মানং হিত্বা -------------- সুখী ভবেৎ ॥

(খ) অহন্যহনি -------------- কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ ॥

(গ) যো দিবস্যাষ্টমে -------------- মোদতে ॥

৪। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ-**

স্বিচ্ছীঘ্রতরং , দানমস্য, কিমাশ্চর্যং, সূর্যাগ্নিনা।

৫। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ-**

খাৎ, পর্জন্যঃ, প্রশ্নান্, যমমন্দিরম্, গৃহে।

৬। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ-**

দৈবকৃতঃ, রাত্রিদিবেন্ধনেন, মহাজনঃ, বারিচরঃ।

৭। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ-**

হিত্বা, উবাচ, উপজীবনম্, অপ্রবাসী, গতঃ।

৮। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-**

(ক) ভূমি অপেক্ষা গুরুতর কি?

(খ) আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কি?

(গ) তৃণ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক কি?

(ঘ) দৈবকৃত সখা কে?

(ঙ) মানুষ কি ত্যাগ করে প্রিয় হয়?

৯। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ-

(ক) অর্থবান হওয়া যায়-

ধর্মত্যাগ করে/ কামনা ত্যাগ করে/ শ্রদ্ধা ত্যাগ করে/ মান ত্যাগ করে।

(খ) মানুষের আত্মা-

কন্যা/ স্ত্রী/ পুত্র/ পিতা।

(গ) মানুষ শোক করে না-

কাম ত্যাগ করে/ লোভ ত্যাগ করে/ ক্রোধ ত্যাগ করে/ ধন ত্যাগ করে।

(ঘ) মানুষ সুখী হয়-

লোভ ত্যাগ করে/ ক্রোধ ত্যাগ করে/ কাম ত্যাগ করে/ মাৎসর্য ত্যাগ করে।

(ঙ) ভূতগণ প্রতিদিন যায়-

দেবালয়ে/ সমুদ্রে/ নদীতে/ যমমন্দিরে।

চতুর্থঃ পাঠঃ

[শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা]

আত্মতত্ত্বম্

শ্রীভগবানুবাচ–

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদা।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনজমনব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তিকম্ ॥ ১১
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহার জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ১২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ১৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ১৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুষেশাচিতুমর্হসি॥ ১৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ১৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ১৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যের তত্র কা পরিদেবনা॥ ১৮
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন মাশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ১৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২০

ভূমিকা

'আত্মতত্ত্বম' শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত। এখানে আত্মার স্বরূপ বিষয়ক বিশটি শ্লোক সংকলিত হয়েছে। গীতার অনেক পূর্ববর্তী বিভিন্ন উপনিষদসমূহেও আত্মার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গীতার আলোচনা অতি চমৎকার। এখানে ভগবান নিজে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। গীতার মতে আত্মা নিত্য, দেহ অনিত্য। দেহের ক্ষয় আছে, বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মা অক্ষয় ও অবিনশ্বর। অস্ত্র সকল আত্মাকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু পারে না শুষ্ক করতে।

"জীর্ণবস্ত্র পরহরি মানব যেমন।
পরিধান করে অন্য নূতন বসন॥
সেইরূপ জীর্ণ দেহ করিয়া বর্জন।
অন্য নব দেহ আত্মা করয়ে ধারণ॥"

শব্দার্থ ঃ অশোচ্য– যে শোকের যোগ্য নয়। দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ– মৃত্যু। পুরুষর্ষভঃ– পুরুষশ্রেষ্ঠ। অর্হতি– সমর্থ হয়। যুধ্যস্ব– যুদ্ধ কর। ঘাতয়তি– হত্যা করায়। অনুশোচিতুম্– অনুশোচনা করতে। অবধ্যঃ– হত্যার অযোগ্য।

সন্ধি বিচ্ছেদ ঃ অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং = অশোচ্যান্ + অনু + অশোচঃ + ত্বং। প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ = প্রজ্ঞাবাদান্ + চ। দেহিনোঽস্মিন = দেহিনঃ + অস্মিন্। ব্যথয়ন্ত্যেত = ব্যথয়ন্তি + এতে। শোচিতুমর্হসি = শোচিতুম্ + অর্হসি। আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ = আশ্চর্যবৎ + চ + এনম্ + অন্যঃ।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ প্রজ্ঞাবাদান্– কর্মে ২য়া। দেহে– অধিকরণে ৭মী। তস্মাৎ– হেত্বর্থে ৫মী। ভূতানি– কর্তায় ১মা।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ জনাধিপাঃ– জনানাম্ অধিপাঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। পুরুষর্ষভঃ– পুরুষেষু ঋষভঃ (৭মী তৎপুরুষঃ) অবধ্যঃ– ন বধ্যঃ (নঞতৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ কৌমারং = কুমার + অণ। বিদ্ধি = √বিদ্ + লোট হি। হন্তারম = √হন + তৃচ, ২য়ার একবচন।

অনুশীলনী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোকে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

২। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) মাত্রাস্পর্শাস্তু -------------- ভারত।

(খ) ন জায়তে হন্যমানে শরীরে।

(গ) অব্যক্তো -------------- নানুমোচিতুমর্হসি।

(ঘ) আশ্চর্যবৎ -------------- চৈব কশ্চিৎ।

৩। **সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ**

(ক) দেহিনোঽস্মিন -------------- ন মুহ্যতি॥

(খ) নাসতো বিদ্যতে -------------- তত্ত্বদর্শিভিঃ।

(গ) য এনং -------------- ন ভূয়ঃ॥

(ঘ) বাসাংসি নবানি দেহী॥

(ঙ) জাতস্য হি -------------- শোচিতুমর্হসি॥

৪। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ**

২০২১

প্রজ্ঞাবাদাশ্চ, তদ্বিদ্ধি, কর্তুমর্হতি, জীর্ণান্যন্যানি, শ্রুত্বাপ্যেনং।

৫। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

পণ্ডিতাঃ, দেহে, তস্মাৎ, কম্, শস্ত্রাণি।

৬। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ**

অশোচ্যান্, জনাধিপাঃ, মহাবাহো, ব্যক্তমধ্যানি।

৭। **প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর ঃ**

অনুশোচন্তি, অর্হতি, হন্যতে, বিহায়, কৌমারম্।

৮। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

(ক) পণ্ডিতেরা কাদের জন্য শোক করেন না?

(খ) দেহান্তর প্রাপ্তিকে শ্রীকৃষ্ণ কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

(গ) আত্মা কিভাবে অন্য শরীর ধারণ করে?

(ঘ) আত্মাকে লোকে কিভাবে দেখে?

(ঙ) দেহ ও দেহীর মধ্যে পার্থক্য কি?

৯। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) আত্মা-

মরে/অমর/কিছুদিন বাঁচে/মরার পরে আবার জন্মে।

(খ) জীবের দেহ-

নশ্বর/অবিনশ্বর/অব্যক্ত/অচিন্ত্য।

(গ) 'আত্মতত্ত্বম' শ্রীমদভগবদ্গীতার-

প্রথম অধ্যায়ের/দ্বিতীয় অধ্যায়ের/পঞ্চম অধ্যায়ের/ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্গত।

(ঘ) লোকে আত্মাকে দেখে-

আড়চোখে/আশ্চর্যবৎ/মহানন্দে/সাশ্রুনেত্রে।

(ঙ) ভূতগণ আদিতে ছিল-

ব্যক্ত/অব্যক্ত/অর্ধব্যক্ত/কিঞ্চিদ্ব্যক্ত।

পঞ্চমঃ পাঠঃ

[শ্রীশ্রীচণ্ডী]

দেবীস্তোত্রম্

ঋষিরুবাচ–

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্
বিকাশিবক্ত্রাস্তু বিকাষিতাশাঃ॥ ১
দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥ ২
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজয়ং পরমাঽসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥ ৩
সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥ ৪
সর্বস্য বুদ্ধিরূপেন জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৫
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৬
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৭
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৮
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৯

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১০
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১
সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ১২

ভূমিকা

মহাবলশালী দৈত্যরাজ শুম্ভ ও তার ভ্রাতা নিশুম্ভ। তাদের অত্যাচারে ত্রিলোক কম্পিত, দেবতারা ভীত-সন্ত্রস্ত। দেবী চণ্ডী এই দুই পরাক্রান্ত অসুরকে হত্যা করে ত্রিভুবনকে করলেন ভীতিশূন্য। তখন দেবগণ মিলিত হয়ে দেবীর যে স্তুতি করেছিলেন, তা বিধৃত হয়ে আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। 'দেবীস্তুতিঃ সেই স্তুতি থেকে পনেরটি শ্লোকের সংকলন।

শব্দার্থ ঃ তুষ্টুবুঃ– স্তব করলেন। বিকাসিবক্ত্রাঃ- প্রফুল্লবদন। প্রসীদ- প্রসন্ন হও। অনন্তবীর্যা– অনন্তশক্তিশালিনী। স্তুতয়ে– স্তুতিবিষয়ে। হংসযুক্তবিমানস্থে– হে হংসযুক্তবিমানে অবস্থানকারিণী।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ সেন্দ্রাঃ = স + ইন্দ্রাঃ। তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ = তুষ্টুবুঃ + ইষ্টলম্ভাদ। পরমোক্তয় = পরম + উক্তয়ঃ। সর্বস্যার্তিহরে = সর্বস্য + আর্তিহরে। নমোহস্তু = নমঃ + অস্তু।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ মহাসুরেন্দ্রে– ভাবে ৭মী। মাতঃ– সম্বোধনে ১মা। ভুবি– অধিকরণে ৭মী। বুদ্ধিরূপেণ– প্রকৃত্যাদিত্বাৎ ৩য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম ঃ বিশ্বেশ্বরি– বিশ্বস্য ঈশ্বরী (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ), সম্বোধনের একবচন। সর্বস্যার্তিহরে– সর্বস্য আর্তিঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তাং হরতি যা (উপপদ তৎপুরুষঃ), সম্বোধনের একবচন।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ তুষ্টুবুঃ = √স্তু + লিট উস। সংস্থিতে = সম - √স্থা + ক্ত + স্ত্রিয়াম + আপ, সম্বোধনের এক বচন। √অস্তু = অস্ + লোট তু। ত্রাহি = √ত্রৈ + লোট হি।

অনুশীলনী

১। দেবগনের দেবীস্তুতি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ

(ক) দেবি প্রপন্নার্তিহরে -------------- চরাচরস্য॥

(খ) হংসযুক্তবিমানস্থে -------------- নমোঽস্তু তে॥

(গ) গৃহীতোগ্রমচক্রে -------------- নমোঽস্তু তে॥

(ঘ) ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে -------------- নমোঽস্তু তে॥

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) ত্বং বৈষ্ণবী -------------- মুক্তিহেতুঃ॥

(খ) সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং -------------- নমোঽস্তু তে॥

(গ) সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে -------------- নমোঽস্তু তে॥

৪। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ-

প্রপন্নার্তিহরে, পরমাঽসি, পরমোক্তয়ঃ, নমোঽস্তু।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

বিশ্বেশ্বরি, বুদ্ধিরূপেণ, স্তুতয়ে, চরাচরস্য।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ

বিকাশিবক্ত্রাঃ, মুক্তিহেতুঃ, সর্বার্থসাধিকে, হংসযুক্তবিমানস্থে।

৭। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ

তুষ্টুবুঃ, পাহি, ত্রাহি, প্রসীদ।

৮। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(ক) দেবগণ দেবী চণ্ডীর স্তুতি করেছিলেন-

ধূম্রলোচন/চণ্ডমুণ্ড/মধুকৈটভ/শুম্ভ বধের পর।

(খ) দেবী অধিষ্ঠিতা -

ময়ূরচালিত/হংসচালিত/সিংহচালিত/ব্যাঘ্রচালিত রথে।

(গ) 'প্রসীদ' পদের অর্থ-

আনন্দিত হও/প্রসন্ন হও/প্রহৃষ্ট হও/সফল হও।

(ঘ) 'সেন্দ্রাঃ' পদের সন্ধিবিশ্লেষণ -

সা + ইন্দ্রাঃ/সো + ইন্দ্রাঃ/সঃ + ইন্দ্রাঃ/স + ইন্দ্রাঃ।

(ঙ) 'তুষ্টুবুঃ' পদের ব্যুৎপত্তি-

√স্তু + লিট উস/ √স্তু + লোট্ হি/ √স্তু + লট তি/ √স্তু + লিট্ অ।

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

[মনুসংহিতা]

আচার্যবন্দনা

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে॥ ১
একদেশং তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥ ২
য আবৃণোত্যবিতথং ব্রহ্মণা শ্রবণাবুভৌ।
স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তং ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন॥ ৩
উপাধ্যায়ান্দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রং তু পিতৄন্মাতা গৌরবেনাতিরিচ্যতে॥ ৪
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥ ৫
অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া॥ ৬
ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্তা স্বধর্মস্য চ শাসিতা।
বালোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্মতঃ॥ ৭
অধ্যাপয়ামাস পিতৄন্ শিশুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ।
পুত্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্য তান্॥ ৮
তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত দেবানাগতমন্যবঃ।
দেবাশ্চৈতান সমেত্যোচুর্ন্যায্যং বঃ শিশুরুক্তবান্॥ ৯
অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্॥ ১০
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥ ১১
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥ ১২

ভূমিকা

'আচার্যস্তুতিঃ' স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ 'মনুসংহিতার' দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই পদ্যাংশে আচার্যের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর গুণরাশি উল্লেখ করে তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ উপনীয়– উপনয়ন দান করে। প্রেত্য–পরকালে। বেদাঙ্গানি – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ – এই ছয়টি বেদাঙ্গা। মন্ত্রদ ঃ– মন্ত্র দানকারী। হায়নৈঃ – বর্ষসমূহের দ্বারা।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ = বেদম্ + অধ্যাপয়েৎ + দ্বিজঃ। বেদাঙ্গান্যপি = বেদাঙ্গানি + অপি। গৌরবেণাতিরিচ্যতে = গৌরবেণ + অতিরিচ্যতে। দেবাশ্চৈতান = দেবাঃ + চ + এতান।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ বেদাঙ্গানি – কর্মে ২য়া। বিপ্রস্য – সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। পিতা – কর্তায় ১মা। তেন – করণে ৩য়া।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ উপনীয় = উপ– √নী + ল্যপ্। উচ্যতে = √বচ্ + কর্মণি য + লট তে। শাশ্বতম = শশ্বৎ + অণ্। পিতা = √পা + তৃচ, ১মার একবচন।

অনুশীলনী

১। আচার্যের গুণাবলি বর্ণনা কর।

২। আচার্যের লক্ষণ কি?

৩। কাকে উপাধ্যায় বলা হয়?

৪। কোন ব্রাহ্মণ বালক হলেও পিতৃবৎ মাননীয়?

৫। বৃদ্ধ কাকে বলে?

৬। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**

(ক) য আবৃণোত্যবিতথং -------------- কদাচন॥

(খ) উৎপাদকব্রহ্ম -------------- শাশ্বতম॥

(গ) ন হায়নৈর্ন -------------- স নো মহান॥

৭। **বাংলায় ব্যাখ্যা কর ঃ**

(ক) ব্রাহ্মস্য জন্মানঃ -------------- ধর্মতঃ॥

(খ) অজ্ঞো ভবতি -------------- মন্ত্রদম্॥

(গ) ন তেন -------------- স্থবিরং বিদুঃ॥

৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ

বেদাঙ্গান্যাপি, দেবাশ্চৈতান, তমাচার্যং, শিমুরাঙ্গিরসঃ, যেনাস্য।

৯। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ-

অবিতথম্, ঋষয়ঃ, স্বধর্মস্য, উপাধ্যায়াৎ।

১০। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ-

আচার্যঃ, বেদঃ, উপনীয়, ব্রহ্মদঃ, পিতা।

১১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) কোন পিতা শ্রেষ্ঠ?

(খ) কয়জন আচার্য থেকেও পিতা শ্রেষ্ঠ?

(গ) কয়জন পিতা থেকেও মাতা শ্রেষ্ঠ?

(ঘ) যিনি যুবা হয়েও বিদ্বান দেবতারা তাকে কি বলেন?

(ঙ) 'মনুসংহিতা' কোন শাস্ত্রের গ্রন্থ?

১২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তং ন ———— কদাচন।

(খ) ———— জন্মনঃ কর্তা স্বধর্মস্য চ শাসিতা।

(গ) তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত ————।

(ঘ) ন হায়নৈর্ন ———— বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।

(ঙ) যো বৈ ———— দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ।

সপ্তমঃ পাঠঃ

[স্তবমালা]

মোহমুক্তিঃ

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
        সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত-
        স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ১

নলিনীদলগতজলমতিতরলং
        তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
        ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ২

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
        তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারঃস্ফুটতরদোষঃ
        কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥ ৩

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
        নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
        সর্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥ ৪

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং
        হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
        ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥ ৫

যাবদ্‌বিত্তোপার্জনশক্ত-
        স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে
        বার্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥ ৬

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ
মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং
বাঞ্ছস্ব চিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥ ৭
দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতৌ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥ ৮
অঙ্গাং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং যাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিত- শোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥ ৯
কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোঽহম।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া-
স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥ ১০

ভূমিকা

পৃথিবীর মানুষ মোহগ্রস্ত। জগতের সৌন্দর্য এবং পার্থিব ধন-সম্পদই মানুষের কাম্য। জগতের ঐশ্বর্যই মানুষকে মোহান্ধ করে রেখেছে। কিন্তু এই জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা এর ধন-সম্পদ। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্মপদই জীবের একমাত্র লক্ষ্য– এই তিনটি বিষয়ই মোহমুক্তির মূল বক্তব্য।

শব্দার্থ ঃ কান্তা – স্ত্রী। সজ্জনসঙ্গতিঃ– সজ্জনের সাহচর্য। জননীজঠরে– মাতৃগর্ভে। ধনভাজাম্– ধনীদের। হিত্বা– পরিত্যাগ করে। আশু– শীঘ্র। জর্জরদেহে– জরাগ্রস্ত শরীরে। দিনযামিন্যৌ– দিবা–রাত্র।

সন্ধিবিচ্ছেদ ঃ সংসারোঽয়মতীব = সংসারঃ + অয়ম্ + অতীব। যাবজ্জননং = যাবৎ + জননং।

অর্থমনর্থং = অর্থম্ + অনর্থং। পুনরায়াতৌ = পুনঃ + আয়াতৌ। মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ = মুঞ্চতি + আশাবায়ুঃ।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ জননীজঠরে– অধিকরণে ৭মী। জরয়া– করণে ৩য়া। কামং– কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ বিত্তোপার্জনশক্তঃ– বিত্তস্য উপার্জনম (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ), তস্মিন 'শক্তঃ (সপ্তমীতৎপুরুষঃ)। সমচিত্তঃ– সমং চিত্তং যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। আত্মজ্ঞানবিহীনাঃ– আত্মবিষয়কং জ্ঞানম (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ), তেন বিহীনাঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ শয়নম = √শী + অনট্। মানব = মনু + অণ। ভীতিঃ = √ভী + ক্তিন। হিত্বা = √ধা + ক্ত্বাচ। ত্যক্ত্বা = √ত্যজ্ + ক্ত্বাচ।

অনুশীলনী

১। অর্থের অনর্থত্ববিষয়ক শ্লোকটি মুখস্থ বল।

২। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে অর্থের ক্ষমতা বর্ণনা কর।

৩। বিষ্ণুত্ব লাভের জন্য করণীয় বিষয় সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে উল্লেখ কর।

৪। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) নলিনীদলগত -------------- নৌকা॥

(খ) দিনযামিন্যৌ -------------- মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥

(গ) কামং -------------- নরকনিগূঢ়াঃ॥

৫। বাংলায় মূলভাব ব্যাখ্যা কর ঃ-

(ক) কা তব -------------- ভ্রাতঃ॥

(খ) মা কুরু -------------- প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

(গ) অঙ্গং -------------- মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ-

কস্তে, ভবার্ণবতরণে, কথমিহ, সর্বত্রৈষা, ত্যক্ত্বাত্মানং।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ-

তব, অর্থম, ব্রহ্মপদম্, জরয়া, আত্মানম্।

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ-

জননীজঠরে, ধনভাজাং, ব্রহ্মপদং, সমচিত্তঃ।

৯। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ-

ভীতিঃ, হিত্বা, প্রবিশ, নীতিঃ, আয়াতৌ।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ-

(ক) ভবতি ———— নৌকা।

(খ) ———— ধনভাজাং ভীতিঃ।

(গ) বার্তাং কোহপি ন ———— গেহে।

(ঘ) তদপি ন ————।

(ঙ) ———— পশ্য হি কোহহম।

অষ্টমঃ পাঠঃ

সূক্তিরত্নসংগ্রহঃ

সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ১
সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ॥ ২
যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩
এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥ ৪
চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি॥ ৫
উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ॥
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥ ৬
দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালংকৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ংকরঃ॥ ৭
যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥ ৮
পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥ ৯
সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥ ১০
পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥ ১১
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ১২
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনিঃ ॥ ১৩

২০২১

পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে।
স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্॥ ১৪
বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে॥ ১৫
ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ ॥ ১৬

ভূমিকা

'সূক্তিরত্নসংগ্রহঃ' বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃত নীতিশ্লোকের সংকলন। এই শ্লোকসমূহ মানবজীবনে চলার পথে পরম পাথেয়।

শব্দার্থ ঃ অনৃতম্– মিথ্যা। অনুযাতি– অনুগমন করে। পরিহর্তব্যঃ– পরিত্যাগের যোগ্য। পুস্তকস্থা – পুস্তকের অন্তর্গত। শান্তয়ে– শান্তির জন্য। শ্বপাকে– চণ্ডালে।

সন্ধি বিচ্ছেদ ঃ নার্যস্তু = নার্যঃ + তু। যত্রৈতাস্তু = যত্র + এতাঃ + তু। সর্বমন্যদ্ধি = সর্বম + অন্যৎ + হি। বিদ্যয়ালংকৃতোহপি = বিদ্যয়া + অলংকৃতঃ + অপি। লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং = লোভঃ + তস্মাৎ + এতৎ + ত্রয়ং।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় ঃ উদ্যমেন– করণে ৩য়া। দুর্জনঃ- উক্তকর্মে ১মা। শান্তয়ে, প্রকোপায়– তাদর্থ্যে ৪র্থী। তস্মাৎ– হেত্বর্থে ৫মী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় ঃ সুখার্থী– সুখম অর্থয়তে যঃ (উপপদতৎপুরুষঃ)। পুস্তকস্থা – পুস্তকে তিষ্ঠতি যা (উপপদতৎপুরুষঃ)। শান্তিখড়্গঃ– শান্তিরেব খড়্গঃ (রূপক কর্মধারয়ঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঃ ব্রুয়াৎ = √ব্রু + বিধিলিঙ যাৎ। চলৎ = √চল + শতৃ। সুপ্তস্য = স্বপ্ + ক্ত, ৬ষ্ঠীর একবচন। শাস্ত্রম্ = √শাস + ষ্ট্রন। বিদ্যা = √বিদ + ক্যপ্। স্ত্রিয়ামাপ।

অনুশীলনী

১। সনাতন ধর্মের লক্ষণসমন্বিত শ্লোকটি উদ্ধৃত কর।
২। নারীর সম্মানসম্পর্কিত শ্লোকটি মুখস্থ বল।
৩। সুখ-দুঃখের পরিবর্তন সম্পর্কিত শ্লোকটি উদ্ধৃত কর।
৪। পণ্ডিতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত শ্লোকটি মুখস্থ বল।
৫। **বাংলায় অনুবাদ কর ঃ**
  (ক) এক এব -------------- সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥
  (খ) দুর্জন -------------- ন ভয়ংকরঃ॥
  (গ) পুস্তকস্থা -------------- ন তদ্ধনম ॥
  (ঘ) পয়ঃপানং -------------- ন শান্তয়ে॥

৬। **নিচের সংস্কৃত শ্লোকগুলো বাংলায় ব্যাখ্যা কর ঃ**

(ক) চলচ্চিত্তং -------------- স জীবতি॥

(খ) যস্য নাস্তি -------------- কিং করিষ্যতি॥

(গ) বিদ্বত্বঞ্চ -------------- সর্বত্র পূজ্যতে॥

(ঘ) পরিবর্তিনি -------------- সমুন্নতিম্॥

৭। **ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ**

(ক) চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

(খ) স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।

(গ) শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ।

৮। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ**

নার্যস্তু, সর্বমন্যন্ধি, কীর্তির্যস্য, সুখমাপতিতং, নৃপত্বঞ্চ।

৯। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

সন্তোষং, উদ্যমেন, প্রকোপায়, স্বদেশে, ক্ষময়া।

১০। **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ**

সুহৃৎ, পুস্তকথা, পয়ঃপানং, শান্তিখড়্গঃ।

১১। **ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ**

প্রজ্ঞা, প্রবিশন্তি, বিদ্যা, পণ্ডিতা, বিদ্বত্বম।

১২। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) সুখের মূল–
ধন/বিদ্যা/বন্ধু/সন্তোষ।

(খ) কার্য সিদ্ধ হয়–
বুদ্ধির/বিদ্যার/অর্থের/উদ্যমের দ্বারা।

(গ) সুখ–দুঃখ পরিবর্তিত হয়–
চক্রবৎ/বিমানবৎ/বাষ্পযানবৎ/ঐশ্বর্যবৎ।

(ঘ) নরকের দ্বার–
দুটি/তিনটি/পাঁচটি/চারটি।

(ঙ) বিদ্বান পূজিত হন–
স্বদেশে/বিদেশে/সর্বত্র/বিদ্যালয়ে।

তৃতীয়ঃ ভাগঃ

প্রথম পাঠ

সংজ্ঞা প্রকরণ

সংজ্ঞা শব্দের ব্যুৎপত্তি ঃ সম্- √জ্ঞা + অঙ্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্। 'সম্যক জ্ঞায়তে অনয়া ইতি' সংজ্ঞা (যার দ্বারা কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয়)।

সংজ্ঞা ঃ যার দ্বারা কোন বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা যায় তাকে **সংজ্ঞা** বলে।

নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের সংজ্ঞা ও উদাহরণ প্রদত্ত হল ঃ

১। **আদেশ ঃ** প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের কিংবা তার কোন অংশের যে রূপ পরিবর্তন হয়, তাকে বলা হয় **আদেশ**। যেমন- লট্ বিভক্তিতে স্থা- ধাতুর স্থানে 'তিষ্ঠ' (তিষ্ঠতি, তিষ্ঠতঃ, তিষ্ঠন্তি ইত্যাদি) এবং দৃশ ধাতু স্থানে 'পশ্য' (পশ্যতি, পশ্যতঃ, পশ্যন্তি) ইত্যাদি হয়। আবার বৃদ্ধ শব্দ স্থানে আদেশ হয় 'জ্য' (বৃদ্ধ > জ্যেষ্ঠ)।

২। **আগম ঃ** আগম শব্দটির অর্থ 'আগমন করা'। প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত বর্ণের আগমন বা উপস্থিতিকে **আগম** বলে। যেমন ঃ- বনস্পতি শব্দে 'বন' ও 'পতি' শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণ 'স্' এর উপস্থিতিকে বলা হয় আগম।

৩। **গুণ ঃ** স্বরের **গুণ** বলতে ই, ঈ স্থানে 'এ'; উ, ঊ স্থানে 'ও'; ঋ ৠ স্থানে 'অর' এবং ঌ স্থানে অল হওয়াকে বোঝায়। যেমন জি = জে, ভী = ভে, শ্রু = শ্রো, কৃ = কর্, কৢ = কল।

৪। **বৃদ্ধি ঃ** অ স্থানে আ; ই ঈ, স্থানে ঐ; উ, ঊ স্থানে ঔ; ঋ, ৠ স্থানে আর এবং ঌ স্থানে আল হওয়াকে **বৃদ্ধি** বলে। যেমন- মনু + অণ = মানবঃ। বিধি + অণ = বৈধঃ। নীতি + অক = নৈতিকঃ। মুখ + অক = মৌখিকঃ (উ = ঔ), শীত + ঋতঃ = শীতার্তঃ (ঋ = আর)।

৫। **উপধা ঃ** শব্দের অন্তর্গত শেষ বর্ণের পূর্ব বর্ণকে **উপধা** বলে। যেমন- 'লতা' একটি শব্দ। এই শব্দের শেষ বর্ণ আ এবং আ এর পূর্ববর্তী বর্ণ 'ত'। সুতরাং 'ত' একটি উপধা।

৬। **পদ ঃ** সুপ্ ও তিঙ্ যুক্ত শব্দকে পদ বলে। যেমন- নর একটি শব্দ। এর সঙ্গে **ঔ** -এই সুপ বা শব্দবিভক্তি যুক্ত হয়ে নরৌ 'পদ' গঠিত হয়েছে। আবার বদ্ একটি ধাতু। এর সাথে 'তি' এই তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে 'বদতি' পদ।

৭। **সুপ্ ঃ** যে সমস্ত বিভক্তি শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে, তাদের বলা হয় **সুপ্**। সুপ্ -এর অন্য নাম শব্দবিভক্তি। যেমন 'নর' একটি শব্দ। এর সাথে ঔ বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'নরৌ' পদ গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'ঔ' একটি শব্দ বিভক্তি। আবার লতা একটি শব্দ। এর সঙ্গে ভিস্ (ভিঃ) বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'লতাভি' পদ গঠিত হয়েছে। সুতরাং ভিস্ (ভিঃ) একটি শব্দবিভক্তি।

৮। **তিঙ্ ঃ** যে সব বিভক্তি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে সেগুলোকে **'তিঙ্'** বলে। তিঙ -এর অন্য নাম ক্রিয়াবিভক্তি। যেমন- 'পঠ্' একটি ধাতু; এর সঙ্গে তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'পঠতি' ক্রিয়াপদটি

গঠিত হয়েছে। আবার 'হস্' একটি ধাতু; এর সঙ্গে 'তু' যুক্ত হয়ে 'হসতু' ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'তি' ও 'তু' তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তি।

৯। **প্রকৃতি** ঃ শব্দ ও ক্রিয়ার মূলকে প্রকৃতি বলে। যেমন ঃ দেহ + অক্ = দৈহিকঃ। এখানে দৈহিক শব্দটির মূল দেহ। সুতরাং দেহ একটি প্রকৃতি। আবার √পঠ্ + তি - পঠতি। এখানে 'পঠতি' ক্রিয়ার মূল 'পঠ্'। সুতরাং পঠ্ও একটি প্রকৃতি।

১০। **প্রাতিপদিক** ঃ যা ধাতুও নয়, প্রত্যয়ও নয়, অথচ যার অর্থ আছে তার নাম প্রাতিপদিক। যেমন- চন্দ্র, সূর্য, লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি।

১১। **প্রত্যয়** ঃ যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ এবং শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাদের প্রত্যয় বলা হয়। যেমন- √পঠ্ + অনট্ = পঠনম্। এখানে 'পঠ' একটি ধাতু। এর সঙ্গে 'অনট্' এই বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে 'পঠনম' শব্দটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'অনট্' একটি প্রত্যয়। আবার 'পৃথিবী' + অণ্ = 'পার্থিব'। এখানে 'পৃথিবী' একটি শব্দ। এর সঙ্গে অণ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'পার্থিব' এই নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'অণ' আরেকটি প্রত্যয়।

অনুশীলনী

১। সংজ্ঞা শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? সংজ্ঞা কাকে বলে?

২। **নিম্নলিখিতগুলোর সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও ঃ**

আদেশ, উপধা, তিঙ, প্রত্যয়।

৩। গুণ ও বৃদ্ধির পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।

৪। **সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (√) দাও ঃ**

(ক) আগম শব্দের অর্থ—

(১) আগমন করা (২) যাওয়া
(৩) ওঠা (৪) পড়া।

(খ) শব্দের অন্তর্গত শেষ বর্ণের পূর্ব বর্ণকে বলে—

(১) পদ (২) তিঙ্
(৩) উপধা (৪) প্রকৃতি।

(গ) 'অ' স্থানে 'আ' হলে তাকে বলা হয়—

(১) গুণ (২) বৃদ্ধি
(৩) প্রত্যয় (৪) প্রকৃতি।

(ঘ) তিঙ যুক্ত হয়—

(১) ধাতুর সঙ্গে (২) শব্দের সঙ্গে
(৩) প্রত্যয়ের সঙ্গে (৪) পদের সঙ্গে।

(ঙ) শব্দ ও ক্রিয়ার মূলকে বলে —

(১) বিভক্তি (২) প্রাতিপদিক
(৩) প্রকৃতি (৪) প্রত্যয়

২০২১

দ্বিতীয় পাঠ

শব্দরূপ

ক) বিশেষ্য শব্দরূপ

পুংলিঙ্গ

১। অ-কারান্ত নর (মানুষ)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নরঃ	নরৌ	নরাঃ
দ্বিতীয়া	নরম্	নরৌ	নরান্
তৃতীয়া	নরেণ	নরাভ্যাম্	নরৈঃ
চতুর্থী	নরায়	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
পঞ্চমী	নরাৎ	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
ষষ্ঠী	নরস্য	নরয়োঃ	নরাণাম্
সপ্তমী	নরে	নরয়োঃ	নরেষু
সম্বোধন	নর	নরৌ	নরাঃ

দ্রষ্টব্য ঃ প্রায় সমস্ত অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ **নর** শব্দের ন্যায়। যথা- বালক, বিগহ, মৃগ, হরিণ, ব্যাঘ্র, সিংহ, মূষিক, ছাগ, সর্প, দেশ, কেশ, মেষ, নৃপ, দেব, দর্পণ, দানব, মনুষ্য, মৎস্য, শিষ্য, সময় কাল, রব, স্বর, রোগ, রস, সরোবর, বৃক্ষ, অশ্ব, জনক, মহারাজ, ছাত্র, ভৃত্য ইত্যাদি।

২। ই-কারান্ত মুনি (ঋষি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ
দ্বিতীয়া	মুনিম	মুনী	মুনীন্
তৃতীয়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ
চতুর্থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
পঞ্চমী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনীনাম্
সপ্তমী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু
সম্বোধন	মুনে	মুনী	মুনয়ঃ

দ্রষ্টব্য ঃ সখি ও পতি শব্দ ব্যতীত অগ্নি, রবি, বিধি, গিরি, কপি, অসি প্রভৃতি যাবতীয় ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ মুনিশব্দের মত। সমাসে পরপদস্থ পতি শব্দের রূপও মুনি শব্দের মত হয়। যেমন - নরপতি, ভূপতি, মহীপতি ইত্যাদি।

৩। উ-কারান্ত সাধু (ধার্মিক ব্যক্তি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সাধুঃ	সাধূ	সাধবঃ
দ্বিতীয়া	সাধুম্	সাধূ	সাধূন
তৃতীয়া	সাধুনা	সাধুভ্যাম্	সাধূভিঃ
চতুর্থী	সাধবে	সাধুভ্যাম্	সাধূভ্যঃ
পঞ্চমী	সাধোঃ	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	সাধোঃ	সাধ্বোঃ	সাধূনাম্
সপ্তমী	সাধৌ	সাধ্বোঃ	সাধুষু
সম্বোধন	সাধো	সাধূ	সাধবঃ

দ্রষ্টব্য ঃ তরু, বিন্দু, রিপু, সিন্ধু, বিধু প্রভৃতি উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ **সাধু** শব্দের অনুরূপ।

৪। ঋ-কারান্ত দাতৃ (দাতা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দাতা	দাতারৌ	দাতারঃ
দ্বিতীয়া	দাতারম্	দাতারৌ	দাতৃন
তৃতীয়া	দাত্রা	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভিঃ
চতুর্থী	দাত্রে	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	দাতুঃ	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	দাতুঃ	দাত্রোঃ	দাতৃণাম
সপ্তমী	দাতরি	দাত্রোঃ	দাতৃষু
সম্বোধন	দাতঃ	দাতারৌ	দাতারঃ

দ্রষ্টব্য ঃ ভ্রাতৃ, দেবৃ (দেবর), নৃ (মানুষ), পিতৃ–এ কয়টি শব্দ ছাড়া কর্তৃ, শ্রোতৃ, দ্রষ্টৃ, প্রভৃতি সমূদয় ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গা শব্দের রূপ দাতৃ শব্দের মত।

৫। ঋ-কারান্ত ভ্রাতৃ (ভ্রাতা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিচন	বহুবচন
প্রথমা	ভ্রাতা	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতরঃ
দ্বিতীয়া	ভ্রাতরম্	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতৃন
তৃতীয়া	ভ্রাত্রা	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভিঃ
চতুর্থী	ভ্রাত্রে	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	ভ্রাতুঃ	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	ভ্রাতুঃ	ভ্রাত্রোঃ	ভ্রাতৃণাম্
সপ্তমী	ভ্রাতরি	ভ্রাত্রোঃ	ভ্রাতৃষু
সম্বোধন	ভ্রাতঃ	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতরঃ

দ্রষ্টব্য ঃ জামাতৃ (জামাতা), দেবৃ (দেবর), ও পিতৃ (পিতা) শব্দের রূপ **ভ্রাতৃ** শব্দের মত। নৃ (মানুষ) শব্দের রূপও ভ্রাতৃ শব্দের মত। তবে ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে নৃ-শব্দের দুটো রূপ হয়- নৃণাম্, নৃণাম্।

কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনের রূপের ব্যতিক্রম ছাড়া মাতৃ (মা) ও দুহিতৃ (কন্যা) শব্দ ভ্রাতৃ শব্দের মত। দ্বিতীয়ার বহুবচনে এ দুটি শব্দের রূপ যথাক্রমে মাতৄঃ দুহিতৄঃ।

৬। ও-কারান্ত গো (গরু, পৃথিবী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ
দ্বিতীয়া	গাম্	গাবৌ	গাঃ
তৃতীয়া	গবা	গোভ্যাম্	গোভিঃ
চতুর্থী	গবে	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
পঞ্চমী	গোঃ	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
ষষ্ঠী	গোঃ	গবোঃ	গবাম্
সপ্তমী	গবি	গবোঃ	গোষু
সম্বোধন	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ

৭। জ্-কারান্ত বণিজ্ (ব্যবসায়ী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বণিক্	বণিজৌ	বণিজ্ঃ
দ্বিতীয়া	বণিজম্	বণিজৌ	বণিজঃ
তৃতীয়া	বণিজা	বণিগ্ভ্যাম্	বণিগ্ভিঃ
চতুর্থী	বণিজে	বণিগ্ভ্যাম্	বণিগ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	বণিজঃ	বণিগ্ভ্যাম্	বণিগ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	বণিজঃ	বণিজোঃ	বণিজাম্
সপ্তমী	বণিজি	বণিজোঃ	বণিক্ষু
সম্বোধন	বণিক্	বণিজৌ	বণিজঃ

দ্রষ্টব্য ঃ ঋত্বিজ্ (পুরোহিত), বলিভুজ্ (কাক), ভিষজ্ (চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকটি জ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ বণিজ্ শব্দের মত।

৮। ত্-কারান্ত ভূভৃৎ (রাজা, পর্বত)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ভূভৃৎ	ভূভৃতৌ	ভূভৃতঃ
দ্বিতীয়া	ভূভৃতম	ভূভৃতৌ	ভূভৃতঃ
তৃতীয়া	ভূভৃতা	ভূভৃদ্ভ্যাম	ভূভৃদ্ভিঃ
চতুর্থী	ভূভৃতে	ভূভৃদ্ভ্যাম্	ভূভৃদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	ভূভৃতঃ	ভূভৃদ্ভ্যাম্	ভূভৃদ্ভ্যঃ

২০২১

ষষ্ঠী	ভূভৃতঃ	ভূভৃতোঃ	ভূভৃতাম্
সপ্তমী	ভূভৃতি	ভূভৃতোঃ	ভূভৃৎসু
সম্বোধন	ভূভৃৎ	ভূভৃতৌ	ভূভৃতঃ

দ্রষ্টব্যঃ মহীভৃৎ (রাজা), বৃহৎ (বড়), পরভৃৎ (কাক) প্রভৃতি ত্-কারান্ত পুংলিঙ্গা শব্দ এবং সরিৎ (নদী), যোষিৎ (স্ত্রী), তড়িৎ (বিদ্যুৎ) প্রভৃতি কয়েকটি ত্-কারান্ত, স্ত্রীলিঙ্গা শব্দের রূপ ভূভৃৎ শব্দের মত।

৯। অৎ-প্রত্যয়ান্ত ধাবৎ (ধাবমান)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধাবন্	ধাবন্তৌ	ধাবন্তঃ
দ্বিতীয়া	ধাবন্তম্	ধাবন্তৌ	ধাবতঃ
তৃতীয়া	ধাবতা	ধাবদ্ভ্যাম্	ধাবদ্ভিঃ
চতুর্থী	ধাবতে	ধাবদ্ভ্যাম	ধাবদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	ধাবতঃ	ধাবদ্ভ্যাম	ধাবদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধাবতঃ	ধাবতোঃ	ধাবতাম্
সপ্তমী	ধাবতি	ধাবতোঃ	ধাবৎসু
সম্বোধন	ধাবন্	ধাবন্তৌ	ধাবন্তঃ

দ্রষ্টব্য ঃ জাগ্রৎ, শাসৎ, দদৎ, দধৎ, বিভ্রৎ ভিন্ন ইচ্ছৎ, কুর্বৎ, গচ্ছৎ প্রভৃতি যাবতীয় অৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ **ধাবৎ** শব্দের তুল্য।

১০। দ্-কারান্ত- সুহৃদ্ (বন্ধু)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সুহৃৎ	সুহৃদৌ	সুহৃদঃ
দ্বিতীয়া	সুহৃদম্	সুহৃদৌ	সুহৃদঃ
তৃতীয়া	সুহৃদা	সুহৃদ্ভ্যাম্	সুহৃদ্ভিঃ
চতুর্থী	সুহৃদে	সুহৃদ্ভ্যাম্	সুহৃদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	সুহৃদঃ	সুহৃদভ্যাম্	সুহৃদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	সুহৃদঃ	সুহৃদোঃ	সুহৃদাম্
সপ্তমী	সুহৃদি	সুহৃদোঃ	সুহৃৎসু
সম্বোধন	সুহৃৎ	সুহৃদৌ	সুহৃদঃ

দ্রষ্টব্য ঃ ব্রহ্মবিদ্, সভাসদ্, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি পুংলিঙ্গা শব্দ এবং আপদ্, উপনিষদ্, শরদ্, সম্পদ, প্রভৃতি দ্-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গা শব্দের এই রূপ।

১১। অন্-ভাগান্ত-রাজন্ (রাজা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাজা	রাজানৌ	রাজানঃ
দ্বিতীয়া	রাজানম্	রাজানৌ	রাজ্ঞঃ
তৃতীয়া	রাজ্ঞা	রাজভ্যাম্	রাজভিঃ
চতুর্থী	রাজ্ঞে	রাজভ্যাম্	রাজভ্যঃ
পঞ্চমী	রাজ্ঞঃ	রাজভ্যাম্	রাজভ্যঃ
ষষ্ঠী	রাজ্ঞঃ	রাজ্ঞোঃ	রাজ্ঞাম্
সপ্তমী	রাজ্ঞি, রাজনি	রাজ্ঞোঃ	রাজসু
সম্বোধন	রাজন্	রাজানৌ	রাজানঃ

১২। ইন্-ভাগান্ত-গুণিন্ (গুণী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গুণী	গুণিনৌ	গুণিনঃ
দ্বিতীয়া	গুণিনম্	গুণিনৌ	গুণিনঃ
তৃতীয়া	গুণিনা	গুণিভ্যাম্	গুণিভিঃ
চতুর্থী	গুণিনে	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
পঞ্চমী	গুণিনঃ	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
ষষ্ঠী	গুণিনঃ	গুণিনোঃ	গুণিনাম্
সপ্তমী	গুণিনি	গুণিনোঃ	গুণিষু
সম্বোধন	গুণিন্	গুণিনৌ	গুণিনঃ

দ্রষ্টব্য ঃ হস্তিন্ (হস্তী), ধনিন্ (ধনী), শাখিন্ (বৃক্ষ), যশস্বিন্ (যশস্বী), মেধাবিন্ (মেধাবী) প্রভৃতি ইন্ ও বিন্ প্রত্যয়ান্ত রূপ **গুণিন্** শব্দের মত।

১৩। অস্- ভাগান্ত - বিদ্বস্ (বিদ্বান)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বিদ্বান্	বিদ্বাংসৌ	বিদ্বাংসঃ
দ্বিতীয়া	বিদ্বাংসম্	বিদ্বাংসৌ	বিদুষঃ
তৃতীয়া	বিদুষা	বিদ্বদ্‌ভ্যাম্	বিদ্বদ্‌ভিঃ
চতুর্থী	বিদুষে	বিদ্বদ্‌ভ্যাম্	বিদ্বদ্‌ভ্যঃ
পঞ্চমী	বিদুষঃ	বিদ্বদ্‌ভ্যাম্	বিদ্বদ্‌ভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিদুষঃ	বিদুষোঃ	বিদুষাম্
সপ্তমী	বিদুষি	বিদুষোঃ	বিদ্বৎসু
সম্বোধন	বিদ্বন্	বিদ্বাংসৌ	বিদ্বাংস

দ্রষ্টব্যঃ অস্- প্রত্যয়ান্ত যাবতীয় পুংলিঙ্গা শব্দের রূপই **বিদ্বস্** শব্দের ন্যায়।

২০২১

স্ত্রীলিঙ্গ

১। আ-কারান্ত লতা

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	লতা	লতে	লতা
দ্বিতীয়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
তৃতীয়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভিঃ
চতুর্থী	লতায়ৈ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
পঞ্চমী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
ষষ্ঠী	লতায়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
সপ্তমী	লতায়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
সম্বোধন	লতে	লতে	লতাঃ

দ্রষ্টব্য ঃ আশা, ইচ্ছা, কন্যা, বীণা, দেবতা প্রভৃতি আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ **'লতা'** শব্দের মত। 'অম্ব' শব্দও 'লতা' শব্দের মত। কেবল সম্বোধনের একবচনে 'অম্ব' হয়, এই ব্যতিক্রম।

২। ই-কারান্ত-মতি (বুদ্ধি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মতিঃ	মতী	মতয়ঃ
দ্বিতীয়া	মতিম্	মতী	মতীঃ
তৃতীয়া	মত্যা	মতিভ্যাম্	মতিভিঃ
চতুর্থী	মত্যৈ, মতয়ে	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
পঞ্চমী	মত্যাঃ, মতেঃ	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মত্যাঃ, মতেঃ	মত্যোঃ	মতীনাম্
সপ্তমী	মত্যাম্, মতৌ	মত্যোঃ	মতিষু
সম্বোধন	মতে	মতী	মতয়ঃ

দ্রষ্টব্য ঃ গতি, কীর্তি, ধূলি, জাতি, তিথি, নীতি প্রভৃতি যাবতীয় হ্রস্ব ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ **'মতি'** শব্দের মত।

৩। ঈ-কারান্ত - নদী

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নদী	নদ্যৌ	নদ্যঃ
দ্বিতীয়া	নদীম্	নদ্যৌ	নদীঃ
তৃতীয়া	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভিঃ
চতুর্থী	নদ্যৈ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
পঞ্চমী	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
ষষ্ঠী	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
সপ্তমী	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীষু
সম্বোধন	নদি	নদ্যৌ	নদ্যঃ

দ্রষ্টব্য ঃ গৌরী, সুন্দরী, রজনী, দেবী, পথিবী, নারী প্রভৃতি ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ 'নদী' শব্দের মত।

ক্লীবলিঙ্গ

১। অ-কারান্ত- ফল

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ফলম্	ফলে	ফলানি
দ্বিতীয়া	ফলম্	ফলে	ফলানি
তৃতীয়া	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলৈঃ
চতুর্থী	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
পঞ্চমী	ফলাৎ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
ষষ্ঠী	ফলস্য	ফলয়োঃ	ফলানাম্
সপ্তমী	ফলে	ফলয়োঃ	ফলেষু
সম্বোধন	ফল	ফলে	ফলেনি

দ্রষ্টব্য ঃ বন, অরণ্য, দুঃখ, সুখ, জ্ঞান, পাপ, পুণ্য, পুস্তক, পত্র, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ **'ফল'** শব্দের মত।

২। ই-কারান্ত-বারি (জল)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বারি	বারিণী	বারিণি
দ্বিতীয়া	বারি	বারিণী	বারীণি
তৃতীয়া	বারিণা	বারিভ্যাম্	বারীভিঃ
চতুর্থী	বারিণে	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
পঞ্চমী	বারিণঃ	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
ষষ্ঠী	বারিণঃ	বারিণোঃ	বারিণাম্
সপ্তমী	বারিণি	বারিণোঃ	বারিষু
সম্বোধন	বারে, বারি	বারিণী	বারীণি

দ্রষ্টব্য ঃ অক্ষি (চোখ), অস্থি (হাড়), দধি, সক্থি (উরু) এ চারটি শব্দ ছাড়া যাবতীয় ই-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ **'বারি'** শব্দের মত্।

৩। উ-কারান্ত- মধু

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মধু	মধুনী	মধূনি
দ্বিতীয়া	মধু	মধুনী	মধূনি
তৃতীয়া	মধুনা	মধুভ্যাম্	মধুভিঃ
চতুর্থী	মধুনে	মধুভ্যাম	মধুভ্যঃ
পঞ্চমী	মধুনঃ	মধুভ্যাম	মধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	মধুনঃ	মধুনোঃ	মধূনাম
সপ্তমী	মধুনি	মধুনোঃ	মধুষু
সম্বোধন	মধো, মধু	মধুনী	মধূনি

দ্রষ্টব্যঃ জানু (হাঁটু), অম্বু (জল), বস্তু, অশ্রু, তালু, মরু প্রভৃতি শব্দ 'মধু' শব্দের মত।

৪। অন্- ভাগান্ত - কর্মন্ (কাজ)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কর্ম	কর্মণী	কর্মাণি
দ্বিতীয়া	কর্ম	কর্মণী	কর্মাণি
তৃতীয়া	কর্মণা	কর্মভ্যাম্	কর্মভিঃ
চতুর্থী	কর্মণে	কর্মভ্যাম্	কর্মভ্যঃ
পঞ্চমী	কর্মণঃ	কর্মভ্যাম্	কর্মভ্যঃ
ষষ্ঠী	কর্মণঃ	কর্মণোঃ	কর্মণাম্
সপ্তমী	কর্মণি	কর্মণোঃ	কর্মসু
সম্বোধন	কর্ম, কর্মন্	কর্মণী	কর্মাণি

দ্রষ্টব্য ঃ চর্মন্ (চামড়া), জন্মন্ (জন্ম), বর্ত্মন্ (পথ) প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের রূপ **'কর্মন্'** শব্দের মত।

৫। অস্- ভাগান্ত -পয়স্ (জল, দুধ)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি
দ্বিতীয়া	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি
তৃতীয়া	পয়সা	পয়োভ্যাম্	পয়োভিঃ
চতুর্থী	পয়সে	পয়োভ্যাম্	পয়োভ্যঃ
পঞ্চমী	পয়সঃ	পয়োভ্যাম্	পয়োভ্যঃ
ষষ্ঠী	পয়সঃ	পয়সোঃ	পয়সাম্
সপ্তমী	পয়সি	পয়সোঃ	পয়ঃসু
সম্বোধন	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি

দ্রষ্টব্য ঃ অম্ভস্ (জল), উরস্ (বক্ষ), তপস্ (তপস্যা), তমস্ (অন্ধকার), যশস্ (যশ), সরস্ (সরোবর) প্রভৃতি শব্দের রূপ 'পয়স্' শব্দের তুল্য।

৬। উস্- ভাগান্ত- ধনুস্ (ধনু)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধনুঃ	ধনুষী	ধনূংষি
দ্বিতীয়া	ধনুঃ	ধনুষী	ধনূংষি
তৃতীয়া	ধনুষা	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভিঃ
চতুর্থী	ধনুষে	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভ্যঃ
পঞ্চমী	ধনুষঃ	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধনুষঃ	ধনুষোঃ	ধনুষাম্
সপ্তমী	ধনুষি	ধনুষোঃ	ধনুঃষু
সম্বোধন	ধনুঃ	ধনুষী	ধনূংষি

দ্রষ্টব্য ঃ আয়ুস্, চক্ষুস্, বপুস্ প্রভৃতি যাবতীয় উস্-ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ **'ধনুস্'**, শব্দের মত হয়।

সর্বনাম শব্দরূপ

১। সর্ব (সকল)

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্বঃ	সর্বৌ	সর্বে
দ্বিতীয়া	সর্বম্	সর্বৌ	সর্বান্
তৃতীয়া	সর্বেণ	সর্বাভ্যাম্	সর্বৈঃ
চতুর্থী	সর্বস্মৈ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্বস্মাৎ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্বস্য	সর্বয়োঃ	সর্বেষাম্
সপ্তমী	সর্বস্মিন্	সর্বয়োঃ	সর্বেষু
সম্বোধন	সর্ব	সর্বৌ	সর্বে

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্বা	সর্বে	সর্বাঃ
দ্বিতীয়া	সর্বাম্	সর্বে	সর্বাঃ
তৃতীয়া	সর্বয়া	সর্বাভ্যাম্	সর্বাভিঃ
চতুর্থী	সর্বস্যৈ	সর্বাভ্যাম্	সর্বাভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্বস্যাঃ	সর্বাভ্যাম্	সর্বাভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্বস্যাঃ	সর্বয়োঃ	সর্বাসাম্
সপ্তমী	সর্বস্যাম্	সর্বয়োঃ	সর্বাসু
সম্বোধন	সর্বে	সর্বে	সর্বাঃ

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্বম্	সর্বে	সর্বাণি
দ্বিতীয়া	সর্বম্	সর্বে	সর্বাণি
তৃতীয়া	সর্বেণ	সর্বাভ্যাম্	সর্বৈঃ
চতুর্থী	সর্বস্মৈ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্বস্মাৎ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্বস্য	সর্বয়োঃ	সর্বেষাম্
সপ্তমী	সর্বস্মিন্	সর্বয়োঃ	সর্বেষু
সম্বোধন	সর্ব	সর্বৌ	সর্বে

২। যদ্ (যে, যিনি, যা)

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যঃ	যৌ	যে
দ্বিতীয়া	যম্	যৌ	যান্
তৃতীয়া	যেন	যাভ্যাম্	যৈঃ
চতুর্থী	যস্মৈ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্মাৎ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্য	যয়োঃ	যেষাম্
সপ্তমী	যস্মিন্	যয়োঃ	যেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যা	যে	যাঃ
দ্বিতীয়া	যাম্	যে	যাঃ
তৃতীয়া	যয়া	যাভ্যাম্	যাভিঃ
চতুর্থী	যস্যৈ	যাভ্যাম্	যাভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্যাঃ	যাভ্যাম্	যাভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্যাঃ	যয়োঃ	যাসাম্
সপ্তমী	যস্যাম্	যয়োঃ	যাসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যৎ	যে	যানি
দ্বিতীয়া	যৎ	যে	যানি
তৃতীয়া	যেন	যাভ্যাম্	যৈঃ
চতুর্থী	যস্মৈ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্মাৎ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্য	যয়োঃ	যেষাম্
সপ্তমী	যস্মিন্	যয়োঃ	যাষু

৩। তদ্ (সে, তিনি)

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সঃ	তৌ	তে
দ্বিতীয়া	তম্	তৌ	তান্

তৃতীয়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ
চতুর্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্মাৎ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্
সপ্তমী	তস্মিন্	তয়োঃ	তেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সা	তে	তাঃ
দ্বিতীয়া	তাম্	তে	তাঃ
তৃতীয়া	তয়া	তাভ্যাম্	তাভিঃ
চতুর্থী	তস্যৈ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্যাঃ	তাভ্যাম্	তাভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্যাঃ	তয়োঃ	তাসাম্
সপ্তমী	তস্যাম্	তয়োঃ	তাসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	তৎ	তে	তানি
দ্বিতীয়া	তৎ	তে	তানি
তৃতীয়া	তেন	তাভ্যাম্	তৈঃ
চতুর্থী	তস্মৈ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
পঞ্চমী	তস্মাৎ	তাভ্যাম্	তেভ্যঃ
ষষ্ঠী	তস্য	তয়োঃ	তেষাম্
সপ্তমী	তস্মিন্	তয়োঃ	তেষু

৪। ইদম্ (এই) **পুংলিঙ্গ**

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অয়ম্	ইমৌ	ইমে
দ্বিতীয়া	ইমম্	ইমৌ	ইমান্
তৃতীয়া	অনেন	আভ্যাম্	এভিঃ
চতুর্থী	অস্মৈ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্মাৎ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্য	অনয়োঃ	এষাম্
সপ্তমী	অস্মিন্	অনয়োঃ	এষু

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ইয়ম্	ইমে	ইমাঃ
দ্বিতীয়া	ইমাম্	ইমে	ইমাঃ
তৃতীয়া	অনয়া	আভ্যাম্	আভিঃ
চতুর্থী	অস্যৈ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্যাঃ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্যাঃ	অনয়োঃ	আসাম্
সপ্তমী	অস্যাম্	অনয়োঃ	আসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ইদম্	ইমে	ইমানি
দ্বিতীয়া	ইদম্	ইমে	ইমানি
তৃতীয়া	অনেন	আভ্যাম্	এভিঃ
চতুর্থী	অস্মৈ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্মাৎ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্য	অনয়োঃ	এষাম্
সপ্তমী	অস্মিন্	অনয়োঃ	এষু

৫। কিম্ (কে, কি, কোন্)

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কঃ	কৌ	কে
দ্বিতীয়া	কম্	কৌ	কান্
তৃতীয়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
চতুর্থী	কস্মৈ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
সপ্তমী	কস্মিন্	কয়োঃ	কেষু

স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কা	কে	কাঃ
দ্বিতীয়া	কাম্	কে	কাঃ
তৃতীয়া	কয়া	কাভ্যাম্	কাভিঃ

চতুর্থী	কস্যৈ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্যাঃ	কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্যাঃ	কয়োঃ	কাসাম্
সপ্তমী	কস্যাম্	কয়োঃ	কাসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কিম্	কে	কানি
দ্বিতীয়া	কিম্	কে	কানি
তৃতীয়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
চতুর্থী	কস্মৈ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্মাৎ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
সপ্তমী	কস্মিন্	কয়োঃ	কেষু

৬। যুষ্মদ্ (তুমি, তুই) তিন লিঙ্গেই সমান

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ত্বম্	যুবাম্	যূয়ম্
দ্বিতীয়া	ত্বাম্, ত্বা	যুবাম্, বাম্	যুষ্মান্, বঃ
তৃতীয়া	ত্বয়া	যবাভ্যাম্	যুষ্মাভিঃ
চতুর্থী	তুভ্যম্, তে	যুবাভ্যাম্, বাম্	যুষ্মভ্যম্, বঃ
পঞ্চমী	ত্বৎ	যুবাভ্যাম্	যুষ্মৎ
ষষ্ঠী	তব, তে	যুবয়োঃ, বাম্	যুষ্মাকম্, বঃ
সপ্তমী	ত্বয়ি	যুবয়োঃ	যুষ্মাসু

৭। অস্মদ্ (আমি) তিন লিঙ্গেই সমান

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহম্	আবাম্	বয়ম্
দ্বিতীয়া	মাম্, মা	আবাম্, নৌ	অস্মান্, নঃ
তৃতীয়া	ময়া	আবভ্যাম্	অস্মাভিঃ
চতুর্থী	মহ্যম্, মে	আবাভ্যাম্, নৌ	অস্মভ্যম্, নঃ
পঞ্চমী	মৎ	আবাভ্যাম্	অস্মৎ
ষষ্ঠী	মম, মে	আবায়োঃ, নৌ	অস্মাকম্, নঃ
সপ্তমী	ময়ি	আবয়োঃ	অস্মাসু

২০২২

সংখ্যাবাচক শব্দরূপ

১। এক- একবচনান্ত

বিভক্তি	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্রথমা	একঃ	একা	একম্
দ্বিতীয়া	একম্	একাম্	একম্
তৃতীয়া	একেন	একয়া	একেন
চতুর্থী	একস্মৈ	একস্যৈ	একস্মৈ
পঞ্চমী	একস্মাৎ	একস্যাঃ	একস্মাৎ
ষষ্ঠী	একস্য	একস্যাঃ	একস্য
সপ্তমী	একস্মিন্	একস্যাম্	একস্মিন্

২। দ্বি (দুই) দ্বিবচনান্ত

বিভক্তি	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্রথমা	দ্বৌ	দ্বে	দ্বে
দ্বিতীয়া	দ্বৌ	দ্বে	দ্বে
তৃতীয়া	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
চতুর্থী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
পঞ্চমী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
ষষ্ঠী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ
সপ্তমী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ

৩। ত্রি - (তিন) বহুবচনান্ত

বিভক্তি	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্রথমা	ত্রয়ঃ	তিস্রঃ	ত্রীণি
দ্বিতীয়া	ত্রীন্	তিস্রঃ	ত্রীণি
তৃতীয়া	ত্রিভিঃ	তিসৃভিঃ	ত্রিভিঃ
চতুর্থী	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ
পঞ্চমী	ত্রিভ্যঃ	তিসৃভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ
ষষ্ঠী	ত্রয়াণাম্	তিসৃণাম	ত্রয়াণাম্
সপ্তমী	ত্রিষু	তিসৃষু	ত্রিষু

৪। চতুর্ (চার) বহুবচনান্ত

বিভক্তি	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্রথমা	চত্বারঃ	চতস্রঃ	চত্বারি
দ্বিতীয়া	চতুরঃ	চতস্রঃ	চত্বারি
তৃতীয়া	চতুর্ভিঃ	চতসৃভিঃ	চতুর্ভিঃ

চতুর্থী	চতুর্ভ্যঃ	চতসৃভ্যঃ	চতুর্ভ্যঃ
পঞ্চমী	চতুর্ভ্যঃ	চতসৃভ্যঃ	চতুর্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	চতুর্ণাম্	চতসৃণাম্	চতুর্ণাম্
সপ্তমী	চতুর্ষু	চতসৃষু	চতুর্ষু

নিত্য বহুবচনান্ত ও তিন লিঙ্গেই সমান

কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্দ

বিভক্তি	পঞ্চন্ (পাঁচ)	ষট্ (ছয়)	অষ্টন্ (আট)
প্রথমা	পঞ্চ	ষট্	অষ্ট, অষ্টৌ
দ্বিতীয়া	পঞ্চ	ষট	অষ্ট, অষ্টৌ
তৃতীয়া	পঞ্চভিঃ	ষড়্ভিঃ	অষ্টভিঃ অষ্টাভিঃ
চতুর্থী	পঞ্চভ্যঃ	ষড়্ভ্যঃ	অষ্টভ্যঃ, অষ্টাভ্যঃ
পঞ্চমী	পঞ্চভ্যঃ	ষড়্ভ্যঃ	অষ্টভ্যঃ, অষ্টাভ্যঃ
ষষ্ঠী	পঞ্চনাম্	ষণ্ণাম্	অষ্টানাম্
সপ্তমী	পঞ্চসু	ষট্সু	অষ্টসু, অষ্টাসু

দ্রষ্টব্য ঃ পঞ্চন্ থেকে অষ্টাদশ্ম পর্যন্ত শব্দগুলো বহুবচন এবং তিন লিঙ্গেই সমান। অষ্টন্ ভিন্ন সপ্তন্ থেকে অষ্টাদশন্ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ পঞ্চন্ শব্দের মত। ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু এদের রূপ ভূভৃৎ শব্দের মত। শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ প্রভৃতি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও ফল শব্দের মত। বিংশতি, ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি, নবতি, কোটি প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও মতি শব্দের মত।

অনুশীলনী

১। সকল বিভক্তি ও বচনে 'গো' শব্দের রূপ লেখ।

২। 'ভূভৃৎ' শব্দের অর্থ কি ? ভূভৃৎ শব্দের অনুরূপ কয়েকটি শব্দের নাম উল্লেখ কর।

৩। গুণিন্ শব্দের পূর্ণ রূপ লেখ।

৪। লতা শব্দের রূপ লেখ। লতা শব্দের অনুরূপ পাঁচটি শব্দের উল্লেখ কর।

৫। নির্দেশ অনুযায়ী শব্দরূপ লেখ ঃ

(ক) 'মহারাজ' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির একবচন।

(খ) 'দাতৃ' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন।

(গ) 'মাতৃ' শব্দের ২য়া বিভক্তির বহুবচন।

(ঘ) 'বণিজ্' শব্দের ৭মী বিভক্তির বহুবচন।

(ঙ) 'সুহৃদ্' শব্দের ২য়া বিভক্তির বহুবচন।

(চ) 'রাজন্' শব্দের ৩য়া বিভক্তির একবচন।

(ছ) 'অম্বা' শব্দের সম্বোধনের একবচন।

(জ) 'মতি' শব্দের ২য়া বিভক্তির বহুবচন।

(ঝ) 'নদী' শব্দের ৪র্থী বিভক্তির একবচন।

(ঞ) 'বারি' শব্দের ১মা বিভক্তির দ্বিবচন।

(ট) 'কর্মন্' শব্দের ৭মী বিভক্তির একবচন।

(ঠ) 'পয়স্' শব্দের ৩য়া বিভক্তির একবচন।

(ড) 'ধনুস্' শব্দের ২য়া বিভক্তির বহুবচন।

(ঢ) পুংলিঙ্গে 'সর্ব' শব্দের ১মা বিভক্তির বহুবচন।

(ণ) পুংলিঙ্গে 'যদ্' শব্দের ৭মী বিভক্তির একবচন।

(ত) স্ত্রীলিঙ্গে 'তদ্' শব্দের ৩য়া বিভক্তির একবচন।

(থ) ক্লীবলিঙ্গে 'কিম্' শব্দের ১মা বিভক্তির বহুবচন।

(দ) 'অরণ্য' শব্দের ১মা বিভক্তির একবচন।

(ধ) 'মধু' শব্দের ৩য়া বিভক্তির একবচন।

(ন) 'সরস' শব্দের ৭মী বিভক্তির একবচন।

৬। 'অস্মদ' শব্দের পূর্ণরূপ লেখ।

৭। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-**

(ক) 'ভূপতি' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত ?

(খ) 'ঋত্বিজ্' শব্দ কোন্ লিঙ্গ ?

(গ) 'যোষিৎ' শব্দ কোন্ লিঙ্গ ?

(ঘ) 'উপনিষদ্' শব্দ কোন্ প্রত্যয়ান্ত ?

(ঙ) 'মেধাবিন্' শব্দ কোন্ প্রত্যয়ান্ত ?

(চ) অস্ প্রত্যয়ান্ত একটি শব্দের নাম লেখ।

৮। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) **'নরপতি' শব্দের ষষ্ঠীর একবচন—**

(১) নরপতেঃ (২) নরপত্যুঃ

(৩) নরপত্যা (৪) নরপত্যৈ।

(খ) **'শরদ' শব্দ—**

(১) পুংলিঙ্গ (২) ক্লীব লিঙ্গ

(৩) স্ত্রীলিঙ্গ (৪) উভয়লিঙ্গ।

(গ) **'হস্তিন্' শব্দের তৃতীয়ার একবচন —**

(১) হস্তিনা (২) হস্তিনে

(৩) হস্তিনঃ (৪) হস্তিনাম্।

(ঘ) **'যুষ্মদ্' শব্দের তৃতীয়ার বহুবচন—**

(১) তেন (২) তৈঃ

(৩) অস্মাভিঃ (৪) যুষ্মাভিঃ।

(ঙ) **'স্ত্রীলিঙ্গে' 'এক' শব্দের ৪র্থী একবচনের রূপ—**

(১) একেন (২) একয়া

(৩) একস্মৈ (৪) একস্যৈ।

(চ) **পুংলিঙ্গে 'ত্রি' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনের রূপ—**

(১) তিসৃণাম (২) ত্রিষু

(৩) ত্রয়াণাম্ (৪) ত্রীণি।

(ছ) **'সহস্র' শব্দ—**

(১) স্ত্রীলিঙ্গ (২) পুংলিঙ্গ

(৩) ক্লীবলিঙ্গ (৪) উভয়লিঙ্গ।

তৃতীয় পাঠ

ধাতুরূপ

পরস্মৈপদী

১। ভূ- (হওয়া)

লট্ (বর্তমান কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ভবতি	ভবসি	ভবামি
দ্বিবচন	ভবতঃ	ভবথঃ	ভবাবঃ
বহুবচন	ভবন্তি	ভবথ	ভবামঃ

লোট্ (অনুজ্ঞা)

একবচন	ভবতু	ভব	ভবানি
দ্বিবচন	ভবতাম্	ভবতম্	ভবাব
বহুবচন	ভবন্তু	ভবত	ভবাম

লঙ্ (অতীত কাল)

একবচন	অভবৎ	অভবঃ	অভবম্
দ্বিবচন	অভবতাম্	অভবতম্	অভবাব
বহুবচন	অভবন্	অভবত	অভবাম

বিধিলিঙ্ (ঔচিত্যার্থে)

একবচন	ভবেৎ	ভবেঃ	ভবেয়ম্
দ্বিবচন	ভবেতাম্	ভবেতম্	ভবেব
বহুবচন	ভবেয়ুঃ	ভবেত	ভবেম

লৃট্ (ভবিষ্যৎ কাল)

একবচন	ভবিষ্যতি	ভবিষ্যসি	ভবিষ্যামি
দ্বিবচন	ভবিষ্যতঃ	ভবিষ্যথঃ	ভবিষ্যাবঃ
বহুবচন	ভবিষ্যন্তি	ভবিষ্যথ	ভবিষ্যামঃ

২। জি- (জয় করা)

লট্ (বর্তমান কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	জয়তি	জয়সি	জয়ামি
দ্বিবচন	জয়তঃ	জয়থঃ	জয়াবঃ
বহুবচন	জয়ন্তি	জয়থ	জয়ামঃ

লোট্ (অনুজ্ঞা)

একবচন	জয়তু	জয়	জয়ানি
দ্বিবচন	জয়তাম্	জয়তম্	জয়াব
বহুবচন	জয়ন্তু	জয়ত	জয়াম

লঙ্ (অতীত কাল)

একবচন	অজয়ৎ	অজয়ঃ	অজয়ম্
দ্বিবচন	অজয়তাম্	অজয়তম্	অজয়াব
বহুবচন	অজয়ন্	অজয়ত	অজয়াম

বিধিলিঙ্ (ঔচিত্যার্থে)

একবচন	জয়েৎ	জয়েঃ	জয়েয়ম্
দ্বিবচন	জয়েতাম্	জয়েতম্	জয়েব
বহুবচন	জয়েয়ুঃ	জয়েত	জয়েম

লৃট্ (ভবিষ্যৎ কাল)

একবচন	জেষ্যতি	জেষ্যসি	জষ্যামি
দ্বিবচন	জেষ্যতঃ	জেষ্যথঃ	জেষ্যাবঃ
বহুবচন	জেষন্তি	জেষ্যথ	জেষ্যামঃ

৩। প্রচ্ছ (জিজ্ঞেস করা)

লট্

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	পৃচ্ছতি	পৃচ্ছসি	পৃচ্ছামি
দ্বিবচন	পৃচ্ছতঃ	পৃচ্ছথঃ	পৃচ্ছাবঃ
বহুবচন	পৃচ্ছন্তি	পৃচ্ছথ	পৃচ্ছামঃ

২০২২

লোট্

একবচন	পৃচ্ছতু	পৃচ্ছ	পৃচ্ছানি
দ্বিবচন	পৃচ্ছতাম্	পৃচ্ছতম্	পৃচ্ছাব
বহুবচন	পৃচ্ছন্তু	পৃচ্ছত	পৃচ্ছাম

লঙ্

একবচন	অপৃচ্ছৎ	অপৃচ্ছ	অপৃচ্ছম্
দ্বিবচন	অপৃচ্ছতাম্	অপৃচ্ছতম্	অপৃচ্ছাব
বহুবচন	অপৃচ্ছন্	অপৃচ্ছত	অপৃচ্ছাম

বিধিলিঙ্

একবচন	পৃচ্ছেৎ	পৃচ্ছেঃ	পৃচ্ছেয়ম্
দ্বিবচন	পৃচ্ছেতাম্	পৃচ্ছেতম্	পৃচ্ছেব
বহুবচন	পৃচ্ছেয়ুঃ	পৃচ্ছেত	পৃচ্ছেম

লৃট্

একবচন	প্রক্ষ্যতি	প্রক্ষ্যসি	প্রক্ষ্যামি
দ্বিবচন	প্রক্ষ্যতঃ	প্রক্ষ্যথঃ	প্রক্ষ্যাবঃ
বহুবচন	প্রক্ষ্যন্তি	প্রক্ষ্যথ	প্রক্ষ্যামঃ

৪। হন্ (হত্যা করা)

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	হন্তি	হংসি	হন্মি
দ্বিবচন	হতঃ	হথঃ	হন্বঃ
বহুবচন	ঘ্নন্তি	হথ	হন্মঃ

লোট্

একবচন	হন্তু	জহি	হনানি
দ্বিবচন	হতাম	হতম্	হনাব
বহুবচন	ঘ্নন্তু	হত	হনাম

লঙ্

একবচন	অহন্	অহন্	অহনম্
দ্বিবচন	অহতাম্	অহতম্	অহন্ব
বহুবচন	অঘ্নন্	অহত	অহন্ম

২০২১

বিধিলিঙ্

একবচন	হন্যাৎ	হন্যাঃ	হন্যাম্
দ্বিবচন	হন্যাতাম্	হন্যাতম্	হন্যাব
বহুবচন	হন্যুঃ	হন্যাত	হন্যাম

লৃট্

একবচন	হনিষ্যতি	হনিষ্যসি	হনিষ্যামি
দ্বিবচন	হনিষ্যতঃ	হনিষ্যথঃ	হনিষ্যাবঃ
বহুবচন	হনিষ্যন্তি	হনিষ্যথ	হনিষ্যামঃ

আত্মনেপদী

৫। সেব্ (সেবা করা)

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	সেবতে	সেবসে	সেবে
দ্বিবচন	সেবেতে	সেবেথে	সেবাবহে
বহুবচন	সেবন্তে	সেবধ্বে	সেবামহে

লোট্

একবচন	সেবতাম্	সেবস্ব	সেবৈ
দ্বিবচন	সেবেতাম্	সেবেথাম্	সেবাবহৈ
বহুবচন	সেবন্তাম্	সেবধ্বম্	সেবামহৈ

লঙ্

একবচন	অসেবত	অসেবথাঃ	অসেবে
দ্বিবচন	অসেবেতাম্	অসেবেথাম্	অসেবাবহি
বহুবচন	অসেবন্ত	অসেবধ্বম্	অসেবামহি

বিধিলিঙ্

একবচন	সেবেত	সেবেথাঃ	সেবেয়
দ্বিবচন	সেবেয়াতাম্	সেবেয়াথাম্	সেবেবহি
বহুবচন	সেবেরন্	সেবেধ্বম্	সেবেমহি

লৃট্

একবচন	সেবিষ্যতে	সেবিষ্যসে	সেবিষ্যে
দ্বিবচন	সেবিষ্যেতে	সেবিষ্যেথে	সেবিষ্যাবহে
বহুবচন	সেবিষ্যন্তে	সেবিষ্যধ্বে	সেবিষ্যামহে

৬। শী (শয়ন করা)

লট্

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	শেতে	শেষে	শয়ে
দ্বিবচন	শয়াতে	শয়াথে	শেবহে
বহুবচন	শেরতে	শেধ্বে	শেমহে

লোট্

একবচন	শেতাম্	শেষ্ব	শয়ৈ
দ্বিবচন	শয়াতাম্	শয়াথাম্	শয়াবহৈ
বহুবচন	শেরতাম্	শেধ্বম্	শয়ামহৈ

লঙ্

একবচন	অশেত	অশেথাঃ	অশয়ি
দ্বিবচন	অশয়তাম্	অশয়াথাম্	অশেবহি
বহুবচন	অশেরত	অশেধ্বম্	অশেমহি

বিধিলিঙ্

একবচন	শয়ীত	শয়ীথাঃ	শয়ীয়
দ্বিবচন	শয়ীয়াতাম্	শয়ীয়াথাম্	শয়ীবহি
বহুবচন	শয়ীরন্	শয়ীধ্বম্	শয়ীমহি

লৃট্

একবচন	শয়িষ্যতে	শয়িষ্যসে	শয়িষ্যে
দ্বিবচন	শয়িষ্যেতে	শয়িষ্যেথে	শয়িষ্যাবহে
বহুবচন	শয়িষ্যন্তে	শয়িষ্যধ্বে	শয়িষ্যামহে

৭। জন (জন্মগ্রহণ করা)

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	জায়তে	জায়সে	জায়ে

দ্বিবচন	জায়েতে	জায়েথে	জায়াবহে
বহুবচন	জায়ন্তে	জায়ধ্বে	জায়ামহে

লোট্

একবচন	জায়তাম্	জায়স্ব	জায়ৈ
দ্বিবচন	জায়েতাম্	জায়েথাম্	জায়াবহৈ
বহুবচন	জায়ন্তাম্	জায়ধ্বম্	জায়ামহৈ

লঙ্

একবচন	অজায়ত	অজায়থাঃ	অজায়ে
দ্বিবচন	অজায়েতাম্	অজায়েথাম্	অজায়াবহি
বহুবচন	অজায়ন্ত	অজায়ধ্বম্	অজায়ামহি

বিধিলিঙ্

একবচন	জায়েত	জায়েথাঃ	জায়েয
দ্বিবচন	জায়েয়াতাম্	জায়েয়াথাম্	জায়েবহি
বহুবচন	জায়েরন্	জায়েধ্বম্	জায়েমহি

লৃট্

একবচন	জনিষ্যতে	জনিষ্যসে	জনিষ্যে
দ্বিবচন	জনিষ্যেতে	জনিষ্যেথে	জনিষ্যাবহে
বহুবচন	জনিষ্যন্তে	জনিষ্যধ্বে	জনিষ্যামহে

উভয়পদী ধাতু

৮। ভুজ- (রক্ষা করা, পালন করা)

পরস্মৈপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	ভুনক্তি	ভুনক্ষি	ভুনজ্মি
দ্বিবচন	ভুঙ্ক্তঃ	ভুঙ্ক্থঃ	ভুঞ্জ্বঃ
বহুবচন	ভুঞ্জন্তি	ভুঙ্ক্থ	ভুঞ্জ্মঃ

লোট্

একবচন	ভুনক্তু	ভুঙ্গ্ধি	ভুনজানি
দ্বিবচন	ভুঙ্ক্তাম্	ভুঙ্ক্তম্	ভুনজাব
বহুবচন	ভুঞ্জন্তু	ভুঙ্ক্ত	ভুনজাম

লঙ্

একবচন	অভুনক্	অভুনক্	অভুনজম্
দ্বিবচন	অভুঙ্ক্তাম্	অভুঙ্ক্তম্	অভুঞ্জ্ব
বহুবচন	অভুঞ্জন্	অভুঙ্ক্ত	অভুঞ্জ্ম

বিধিলিঙ্

একবচন	ভুঞ্জ্যাৎ	ভুঞ্জ্যাঃ	ভুঞ্জ্যাম্
দ্বিবচন	ভুঞ্জ্যাতাম্	ভুঞ্জ্যাতম্	ভুঞ্জ্যাব
বহুবচন	ভুঞ্জ্যুঃ	ভুঞ্জ্যাত	ভুঞ্জ্যাম

লৃট্

একবচন	ভোক্ষ্যতি	ভোক্ষ্যসি	ভোক্ষ্যামি
দ্বিবচন	ভোক্ষ্যতঃ	ভোক্ষ্যথঃ	ভোক্ষ্যাবঃ
বহুবচন	ভোক্ষ্যন্তি	ভোক্ষ্যথ	ভোক্ষ্যাম

ভুজ্ (খাওয়া, ভোগ করা)

আত্মনেপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	ভুঙ্ক্তে	ভুঙ্ক্ষে	ভুঞ্জে
দ্বিবচন	ভুঞ্জাতে	ভুঞ্জাথে	ভুঞ্জ্বহে
বহুবচন	ভুঞ্জতে	ভুঙ্গ্ধ্বে	ভুঞ্জ্মহে

লোট্

একবচন	ভুঙ্ক্তাম্	ভুঙ্ক্ষ্ব	ভুনজৈ
দ্বিবচন	ভুঞ্জাতাম্	ভুঞ্জাথাম্	ভুনজাবহৈ
বহুবচন	ভুঞ্জতাম্	ভুঙ্গ্ধ্বম্	ভুনজামহৈ

লঙ্

একবচন	অভুঙ্ক্ত	অভঙ্ক্থাঃ	অভুঞ্জি
দ্বিবচন	অভুঞ্জাতাম্	অভুঞ্জাথাম্	অভুঞ্জ্বহি
বহুবচন	অভুঞ্জত	অভুঙ্গ্ধ্বম্	অভুঞ্জ্মহি

বিধিলিঙ্

একবচন	ভুঞ্জীত	ভুঞ্জীথাঃ	ভুঞ্জীয়
দ্বিবচন	ভুঞ্জীয়াতাম্	ভুঞ্জীয়াথাম্	ভুঞ্জীবহি
বহুবচন	ভুঞ্জীরন্	ভুঞ্জীধ্বম্	ভুঞ্জীমহি

লৃট্

একবচন	ভোক্ষ্যতে	ভোক্ষ্যসে	ভোক্ষ্যে
দ্বিবচন	ভোক্ষ্যেতে	ভোক্ষ্যেথে	ভোক্ষ্যাবহে
বহুবচন	ভোক্ষ্যন্তে	ভোক্ষ্যধ্বে	ভোক্ষ্যামহে

উভয়পদী

৯। ক্রী - (ক্রয় করা)

পরস্মৈপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	ক্রীণাতি	ক্রীণাসি	ক্রীণামি
দ্বিবচন	ক্রীণীতঃ	ক্রীণীথঃ	ক্রীণীবঃ
বহুবচন	ক্রীণন্তি	ক্রীণীথ	ক্রীণীমঃ

লোট্

একবচন	ক্রীণাতু	ক্রীণীহি	ক্রীণামি
দ্বিবচন	ক্রীণাতাম্	ক্রীণীতম্	ক্রীণাব
বহুবচন	ক্রীণন্তু	ক্রীণীত	ক্রীণাম

লঙ্

একবচন	অক্রীণাৎ	অক্রীণাঃ	অক্রীণাম্
দ্বিবচন	অক্রীণীতাম্	অক্রীণীতম্	অক্রীণীব
বহুবচন	অক্রীণন্	অক্রীণীত	অক্রীণীম

বিধিলিঙ্

একবচন	ক্রীণীয়াৎ	ক্রীণীয়াঃ	ক্রীণীয়াম্
দ্বিবচন	ক্রীণীয়াতাম্	ক্রীণীয়াতম্	ক্রীণীয়াব
বহুবচন	ক্রীণীয়ুঃ	ক্রীণীয়াত	ক্রীণীয়াম

লৃট্

একবচন	ক্রেষ্যতি	ক্রেষ্যসি	ক্রেষ্যামি
দ্বিবচন	ক্রেষ্যতঃ	ক্রেষ্যথঃ	ক্রেষ্যাবঃ
বহুবচন	ক্রেষ্যন্তি	ক্রেষ্যথ	ক্রেষ্যামঃ

আত্মনেপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	ক্রীণীতে	ক্রীণীষে	ক্রীণে
দ্বিবচন	ক্রীণাতে	ক্রীণাথে	ক্রীণীবহে
বহুবচন	ক্রীণতে	ক্রীণীধ্বে	ক্রীণীমহে

লোট্

একবচন	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীষ্ব	ক্রীণৈ
দ্বিবচন	ক্রীণীতাম্	ক্রীণাথাম্	ক্রীণাবহৈ
বহুবচন	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীধ্বম্	ক্রীণামহৈ

লঙ্

একবচন	অক্রীণীত	অক্রীণীথাঃ	অক্রীণি
দ্বিবচন	অক্রীণাতাম্	অক্রীণাথাম্	অক্রীণীবহি
বহুবচন	অক্রীণত	অক্রীণীধ্বম্	অক্রীণমহি

বিধিলিঙ্

একবচন	ক্রীণীত	ক্রীণীথাঃ	ক্রীণীয়
দ্বিবচন	ক্রীণীয়াতাম্	ক্রীণীয়াথাম্	ক্রীণীবহি
বহুবচন	ক্রীণীরন্	ক্রীণীধ্বম্	ক্রীণীমহি

লৃট্

একবচন	ক্রেষ্যতে	ক্রেষ্যসে	ক্রেষ্যে
দ্বিবচন	ক্রেষ্যেতে	ক্রেষ্যেথে	ক্রেষ্যাবহে
বহুবচন	ক্রেষ্যন্তে	ক্রেষ্যধ্বে	ক্রেষ্যামহে

অনুশীলনী

১। সকল পুরুষ ও বচনে ভূ-ধাতুর 'লোট্' বিভক্তির রূপ লেখ।
২। 'লঙ্' বিভক্তিতে জি-ধাতুর রূপ লেখ।
৩। 'লৃট্' বিভক্তিতে প্রচ্ছ্- ধাতুর রূপ লেখ।
৪। 'বিধিলিঙ্' বিভক্তিতে হন্- ধাতুর রূপ লেখ।

৫। 'লট্' বিভক্তিতে সেব্-ধাতুর রূপ লেখ।

৬। শী-ধাতুর 'লোট' বিভক্তিতে প্রথমপুরুষের রূপ লেখ।

৭। জন্- ধাতুর 'লঙ্' বিভক্তিতে উত্তমপুরুষের রূপ লেখ।

৮। পরস্মৈপদে ভুজ্- ধাতুর 'লট্' বিভক্তিতে প্রথমপুরুষের রূপ লেখ।

৯। আত্মনেপদে ভুজ্- ধাতুর 'লঙ্' বিভক্তিতে উত্তমপুরুষের রূপ লেখ।

১০। নির্দেশ অনুযায়ী ধাতুরূপ লেখ ঃ

(ক) 'বিধিলিঙ্' বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর প্রথমপুরুষের বহুবচন।

(খ) 'লৃট্' বিভক্তিতে জি -ধাতুর উত্তমপুরুষের একবচন ।

(গ) 'লঙ্' বিভক্তিতে প্রচ্ছ্- ধাতুর উত্তমপুরুষের দ্বিবচন।

(ঘ) 'লট্' বিভক্তিতে হন্-ধাতুর উত্তমপুরুষের একবচন।

(ঙ) 'লোট্' বিভক্তিতে সেব্- ধাতুর মধ্যমপুরুষের একবচন।

(চ) 'বিধিলিঙ্' বিভক্তিতে শী-ধাতুর প্রথমপুরুষের বহুবচন।

(ছ) 'লৃট্' বিভক্তিতে জন্-ধাতুর উত্তমপুরুষের একবচন।

(জ) আত্মনেপদে ভুজ্- ধাতুর 'লৃট্' বিভক্তির মধ্যমপুরুষের একবচন।

(ঝ) পরস্মৈপদে ক্রী- ধাতুর 'লোট্' বিভক্তির প্রথমপুরুষের একবচন।

১১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (√)চিহ্ন দাও ঃ

(ক) **সেব্-ধাতুর 'লৃট্' বিভক্তিতে ১ম পুরুষের বহুবচন—**

(১) সেবিষ্যতে (২) সেবিষ্যন্তে

(৩) সেবিষ্যে (৪) সেবতে

(খ) **শী-ধাতু—**

(১) আত্মনেপদী (২) পরস্মৈপদী

(৩) পরাত্মপদী (৪) উভয়পদী

(গ) **'বিধিলিঙ্' বিভক্তিতে জন্- ধাতুর উত্তমপুরুষের একবচনের রূপ —**

(১) জায়েয় (২) জয়েয়

(৩) জায়তে (৪) জায়তু

(ঘ) **ভুজ্-ধাতু—**

(১) উভয়পদী (২) পরস্মৈপদী

(৩) আত্মনেপদী (৪) পরাত্মপদী

(ঙ) **'লৃট্' বিভক্তিতে পরস্মৈপদে ক্রী-ধাতুর উত্তমপুরুষের একবচন রূপ—**

(১) কেষ্যতি (২) ক্রেষ্যসি

(৩) কেষ্যতঃ (৪) ক্রেষ্যামি

চতুর্থ পাঠ

সন্ধি

(ক) সন্ধির সংজ্ঞা ঃ

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন– হিম + আলয়ঃ = হিমালয়ঃ। এখানে 'হিম' শব্দের অন্তস্থিত 'অ' এবং 'আলয়ঃ' পদের পূর্বস্থিত 'আ' মিলিত হয়ে 'আ' হয়েছে। সন্ধির অপর নাম 'সংহিতা'।

(খ) সন্ধির কার্যাবলি ঃ

সন্ধির ফলে কখনও পূর্ববর্ণ বিকৃত হয়, কখনও পরবর্ণ বিকৃত হয়, কখনও উভয় বর্ণই বিকৃত হয়, কখনও পূর্ববর্ণের লোপ হয় এবং কখনও বা পরবর্ণের লোপ হয়।

(গ) সন্ধির অপরিহার্যতার ক্ষেত্র ঃ

একপদে, উপসর্গ ও ধাতু -গঠিত শব্দের সাথে, সমাসে, সূত্রে ও শ্লোকে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য।

(ঘ) সন্ধির শ্রেণীবিভাগঃ

সন্ধি তিন প্রকার - স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

১। **স্বরসন্ধি ঃ** স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। এর অন্য নাম 'অচ্' সন্ধি। যেমন–

অ + ই = এ		দে + ইন্দ্রঃ = দেবেন্দ্রঃ

অ + উ = ও		প্রশ্ন + উত্তরম্ = প্রশ্নোত্তরম্

২। **ব্যঞ্জনসন্ধি ঃ** ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। ব্যঞ্জনসন্ধির অন্য নাম 'হল্' সন্ধি। যেমন–

ত্ + হ = দ্ধ		উৎ + হতঃ = উদ্ধতঃ

ক্ + ঈ = গী		বাক্ + ঈশঃ = বাগীশঃ

৩। **বিসর্গসন্ধি ঃ** বিসর্গের সাথে স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন–

ঃ + চ = শ্চ		কঃ + চিৎ = কশ্চিৎ

ঃ + অ = র		হরিঃ + অসৌ = হরিরসৌ

স্বরসন্ধি বা 'অচ্' সন্ধি

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার অথবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-

অ + অ = আ	নীল + অম্বরম্ = নীলাম্বরম্
অ + আ = আ	হিম + আলয় = হিমালয়ঃ
আ + অ = আ	বিদ্যা + অর্ণবঃ = বিদ্যার্ণবঃ
আ + আ = আ	মহা + আশয়ঃ = মহাশয়ঃ

২। হ্রস্ব ই-কার বা দীর্ঘ ঈ-কারের পর হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই + ই = ঈ	কবি + ইন্দ্রঃ = কবীন্দ্রঃ
ই + ঈ = ঈ	গিরি + ঈশঃ = গিরীশঃ
ঈ + ই = ঈ	মহী + ইন্দ্রঃ = মহীন্দ্রঃ
ঈ + ঈ = ঈ	লক্ষ্মী + ঈশঃ = লক্ষ্মীশঃ

৩। হ্রস্ব উ-কার কিংবা দীর্ঘ ঊ-কারের পর হ্রস্ব- উ-কার কিংবা দীর্ঘ ঊ-কার থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘ ঊ-কার হয়। দীর্ঘ-ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-

উ + উ = ঊ	বিধু + উদয়ঃ = বিধূদয়ঃ
উ + ঊ = ঊ	লঘু + ঊর্মিঃ = লঘূর্মিঃ
ঊ + উ = ঊ	বধূ + উৎসবঃ = বধূৎসবঃ
ঊ + ঊ = ঊ	ভূ + ঊর্ধ্বম = ভূর্ধ্বম্

৪। অ- কার কিংবা আ-কারের পর হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা–

অ + ই = এ	দেব + ইন্দ্রঃ = দেবেন্দ্রঃ
আ + ই = এ	মহা + ইন্দ্রঃ = মহেন্দ্রঃ
অ + ঈ = এ	গণ + ঈশঃ = গণেশঃ
আ + ঈ = এ	রমা + ঈশঃ = রমেশঃ

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর হ্রস্ব উ- কার কিংবা দীর্ঘ ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা–

অ + উ = ও	সূর্য + উদয় ঃ সূর্যোদয়ঃ
আ + উ = ও	গঙ্গা + উদকম্ = গঙ্গোদকম্
অ + ঊ = ও	গৃহ + ঊর্ধ্বম্ = গৃহোর্ধ্বম্
আ + ঊ = ও	গঙ্গা + ঊর্মিঃ = গঙ্গোর্মিঃ

২০২২

৬। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর্' হয়। অ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় ও র্ রেফ (ˊ) হয়ে পরবর্ণের মস্তকে যায়। যথা-

অ + ঋ = অর্ দেব + ঋষিঃ = দেবর্ষিঃ

আ + ঋ = অর্ মহা + ঋষি = মহর্ষিঃ

৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-

অ + এ = ঐ এক + একম্ = একৈকম্

আ + এ = ঐ সদা + এব = সদৈব

অ + ঐ = ঐ মত + ঐক্যম্ = মতৈক্যম্

আ + ঐ = ঐ মহা + ঐশ্বর্যম্ = মহৈশ্বর্যম্

৮। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা–

অ + ও = ঔ জল + ওঘঃ = জলৌঘঃ

আ + ও = ঔ মহা + ওষধি = মহৌষধিঃ

অ + ঔ = ঔ গত + ঔৎসুক্যম্ = গতৌৎসুক্যম্

আ + ঔ = ঔ মহা + ঔদার্যম্ = মহৌদার্যম্

৯। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকলে অর্থাৎ হ্রস্ব ই-কার বা দীর্ঘ ঈ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই-কার বা ঈ-কার স্থানে য্ হয়। য্ পূর্ববর্ণে এবং পরবর্তী স্বর য্-কারে যুক্ত হয়। যথা–

ই + অ = ই স্থানে য্ যদি + অপি = যদ্যপি

ই + আ = ই স্থানে য্ অতি + আচারঃ = অত্যাচারঃ

ই + উ = ই স্থানে য্ অভি + উদয়ঃ = অভ্যুদয়ঃ

ই + এ = ই স্থানে য্ প্রতি + একম্ = প্রত্যেকম্

ঈ + অ = ঈ স্থানে য্ নদী + অম্বু = নদ্যম্বু

১০। হ্রস্ব উ-কার কিংবা দীর্ঘ ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে উ বা ঊ-কার স্থানে ব্ হয়। ব্ পূর্ববর্ণে ও পরবর্তী স্বরবর্ণ ব্-কারে যুক্ত হয়। যথা–

উ + অ = উ স্থানে ব্ অনু + অয়ঃ = অন্বয়ঃ

উ + আ = উ স্থানে ব্ সু + আগতম্ = স্বাগতম্

উ + ই = উ স্থানে ব্ মধু + ইদম্ = মধ্বিদম্

উ + এ = উ স্থানে ব্ অনু + এষণম্ = অন্বেষণম্

ঊ + আ = ঊ স্থানে ব্ বধূ + আদিঃ = বধ্বাদিঃ

১১। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'ঋ' স্থানে 'র্' হয়। ঋ, র-ফলা হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর র-ফলাযুক্ত বর্ণের সাথে মিলিত হয়। যথা–

ঋ + অ = ঋ স্থানে র্	পিতৃ + অনুমতিঃ = পিত্রনুমতিঃ
ঋ + আ = ঋ স্থানে র্	পিতৃ + আদেশঃ = পিত্রাদেশঃ
ঋ + ই = ঋ স্থানে র্	পিতৃ + ইচ্ছা = পিত্রিচ্ছা

১২। স্বরবর্ণ পরে থাকলে পদান্তে অবস্থিত এ-কার স্থানে 'অয়্', ঐ-কার স্থানে 'আয়্', ও-কার স্থানে 'অব্' এবং ঐ-কার স্থানে 'আব্' হয়। যথা–

এ + অ = এ স্থানে অয়্	শে + অনম্ = শয়নম্
ঐ + অ = ঐ স্থানে আয়্	গৈ + অকঃ = গায়কঃ
ও + অ = ও স্থানে অব্	পো + অনঃ = পবনঃ
ঐ + ই = ঐ স্থানে আব্	নৌ + ইকঃ = নাবিকঃ

ব্যঞ্জনসন্ধি বা 'হল্' সন্ধি

১। যদি ত্ ও দ্ এর পরে চ্ বা ছ্ থাকে, তবে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ = চ্চ	উৎ + চারণম্ = উচ্চারণম্
দ্ + চ = চ্চ	বিপদ + চয়ঃ = বিপচ্চয়ঃ
ত্ + ছ = চ্ছ	মহৎ + ছত্রম্ = মহচ্ছত্রম্
দ্ + ছ = চ্ছ	তদ্ + ছবিঃ = তচ্ছবিঃ

২। যদি ত্ ও দ্ এর পরে জ্ বা ঝ্ থাকে, তবে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যেমন–

ত্ + জ = জ্জ	উৎ + জ্বলম্ = উজ্জ্বলম্
ত্ + ঝ = জ্ঝ	কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা
দ্ + জ = জ্জ	বিপদ্ + জালম্ = বিপজ্জালম্
দ্ + ঝ = জ্ঝ	তদ্ + ঝনৎকারঃ = তজ্ঝনৎকারঃ

৩। পদান্তে অবস্থিত ত্ এর পর যদি হ্ থাকে, তবে ত্ স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ্ হয়। যেমন–

ত্ + হ = দ্ধ	উৎ + হারঃ = উদ্ধারঃ
দ্ + হ = দ্ধ	তদ্ + হিতম্ = তদ্ধিতম্

৪। চ-কার কিংবা জ্-কারের পর যদি দন্ত্য-ন থাকে তবে দন্ত্য-ন স্থানে ঞ্ হয়। যেমন–

চ্ + ন = চ্ঞ	যাচ্ + না = যাচ্ঞা
জ্ + ন = জ্ঞ	যজ্ + ন = যজ্ঞঃ

৫। ল্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়। যেমন–

ত্ + ল = ল্ল উৎ + লাসঃ = উল্লাসঃ

ত্ + ল = ল্ল উৎ + লেখঃ = উল্লেখঃ

৬। স্বরবর্ণ পরে থাকলে হ্রস্বস্বরের পরবর্তী পদের অন্তস্থিত ন-কারে দ্বিত্ব হয়। যেমন–

ধাবন্ + অশ্বঃ = ধাবন্নশ্বঃ

কস্মিন্ + অপি = কস্মিন্নপি

তস্মিন্ + এব = তস্মিন্নেব

হসন্ + আগতঃ = হসন্নাগতঃ

৭। স্পর্শবর্ণ (ক্–ম্) পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হয় অথবা যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, সে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন–

ধনম্ + দেহি = ধনংদেহি, ধনন্দেহি

পুষ্পম্ + চিনোতি = পুষ্পং চিনোতি, পুষ্পঞ্চিনোতি

চন্দ্রম্ + পশ্যতি = চন্দ্রং পশ্যতি, চন্দ্রম্পশ্যতি

৮। অন্তঃস্থ বর্ণ (য্, র্, ল্, ব্) বা উষ্মবর্ণ (শ্, ষ্ স্) পরে থাকলে পদান্তে অবস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন–

দ্রুতম্ + যাতি = দ্রুতং যাতি

বিদ্যাম্ + লভতে = বিদ্যাং লভতে

শয্যায়াম্ + শেতে = শয্যায়াং শেতে

ভারম্ + বহতি = ভারং বহতি

৯। ত্–এর পর তালব্য শ্ থাকলে ত্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ্ হয়। যেমন–

উৎ + শ্বাসঃ = উচ্ছ্বাসঃ

তৎ + শ্রুত্বা = তচ্ছ্রুত্বা

১০। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকে, তবে পদের অন্তস্থিত ক্ স্থানে গ্, চ্ স্থানে জ্, ট্ স্থানে ড্ এবং প স্থানে ব্ হয়। যেমন–

দিক্ + গজঃ = দিগ্গজঃ বাক + ঈশঃ = বাগীশঃ

দিক্ + ভাগঃ + দিগ্ভাগঃ ধিক্ + যাচকম্ = ধিগ্যাচকম্

বাক্ + রোধঃ = বাগ্রোধঃ ধিক্ + লোভিনম্ = ধিগ্লোভিনম্

ঋক্ + বেদঃ = ঋগ্বেদঃ দিক্ + হস্তী = দিগ্হস্তী

ণিচ্ + অন্তঃ = ণিজন্তঃ অপ্ + ঘটঃ = অব্ঘটঃ

১১। যদি ছ্ পরে থাকে তবে স্বরবর্ণের পরে চ্ আগম্ হয় এবং চ্ ও ছ্ মিলিত ভাবে 'চ্ছ' হয়। যেমন–

বি + ছেদঃ = বিচ্ছেদঃ

পরি + ছেদঃ = পরিচ্ছেদঃ

১২। কৃ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ পরে থাকলে সম্ শব্দের ম্ স্থানে অনুস্বার হয় এবং স-কার আগম্ হয়। যেমন–

সম্ + কারঃ = সংস্কারঃ

সম্ + কৃতঃ = সংস্কৃতঃ

১৩। 'উৎ' উপসর্গের পরস্থিত 'স্থা' ও স্তম্ভ্ ধাতু 'স্' লোপ পায়। যেমন–

উৎ + স্থানম্ = উত্থানম্

উৎ + স্থিতঃ = উত্থিতঃ

বিসর্গ সন্ধি

১। বিসর্গের পরে চ্ কিংবা ছ্ থাকলে বিসর্গের স্থানে শ; ট্ কিংবা ঠ্ পরে থাকলে বিসর্গের স্থানে ষ্ এবং ত্ কিংবা থ্ পরে থাকলে বিসর্গের স্থানে স্ হয়। যথা–

ঃ + চ = শ্চ	পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ
ঃ + ছ = শ্ছ	মুনেঃ + ছাত্রাঃ = মুনেশ্ছাত্রাঃ
ঃ + ট = ষ্ট	ধনুঃ + টঙ্কারঃ + ধনুষ্টঙ্কারঃ
ঃ + ত = স্ত	উদিতঃ + তপনঃ = উদিতস্তপনঃ

২। অ–কারের পরস্থিত স- জাত বিসর্গের পর অ-কার থাকলে পূর্ব অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের অ-কারের লোপ হয় ও লুপ্ত অ-কারের এরূপ একটি 'ঽ' চিহ্ন দিতে হয়। যথা–

নরঃ + অয়ম্ = নরোঽয়ম্

সঃ + অহম্ = সোহ্ঽম্

৩। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব, ও হ্ পরে থাকেল অ-কার ও আ-কারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গ উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা–

শান্তঃ + গজঃ = শান্তোগজঃ, ভগ্নঃ + ঘটঃ = ভগ্নোঘটঃশিরঃ + মণিঃ = শিরোমণিঃ, বীরঃ + যোদ্ধা = বীরোযোদ্ধা, লোহিতঃ + রবিঃ = লোহিতোরবিঃ, কৃতঃ + লোভঃ = কৃতোলোভঃ। শীতল + বায়ুঃ = শীতলোবায়ুঃ, ভীতঃ + হরিণঃ = ভীতোহরিণঃ ।

৪। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ অথবা, য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকলে অ্ আ, ভিন্ন স্বরবর্ণের পরিস্থত বিসর্গের স্থানে র্ হয়। পরম্বর ঐ র-কারে যুক্ত হয়। কিন্তু পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে ঐ র্ রেফ্ (´) হয়ে তার মস্তকে যায়। যথা–

২০২২

হরিঃ + অসৌ = হরিরসৌ

রবেঃ + উদয়ঃ = রবেরুদয়ঃ

বায়ুঃ + বাতি = বায়ুর্বাতি

শিশুঃ + হসতি = শিশুর্হসতি

সাধুঃ অয়ম্ = সাধুরয়ম্

গুরোঃ + গুরুর আদেশঃ = গুরোরাদেশঃ

হরিঃ + যাতি = হরির্যাতি

মুহুঃ + মুহুঃ = মুহুর্মুহুঃ

৫। কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ পরে থাকলে নমঃ, তিরঃ ও পুরঃ এই অব্যয় তিনটির বিসর্গ স্থানে দন্ত্য-স্ হয়।

নমঃ + কারঃ = নমস্কারঃ

পুরঃ + কারঃ = পুরস্কারঃ

তিরঃ + কারঃ = তিরস্কারঃ

পুরঃ + কৃত্য = পুরস্কৃত্য

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের দুটি করে উদহারণ দাও।

২। সন্ধির কার্যাবলি লেখ।

৩। কোন্ কোন্ স্থানে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য?

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

মহাশয়ঃ, গিরীশঃ, লঘূর্মিঃ, সূর্যোদয়ঃ, মতৈক্যম্, অত্যাচারঃ, স্বাগতম, নাবিকঃ, উদ্ধারঃ, ধাবন্নশ্বঃ, উচ্ছ্বাসঃ, যজ্ঞঃ, উল্লাস, সংস্কৃতঃ, পূর্ণশ্চন্দ্রঃ, শিরোমণিঃ, গুরোরাদেশঃ, নমস্কারঃ।

৫। সন্ধি কর ঃ

কঃ + চিৎ	বিদ্যা + অর্ণবঃ	গঙ্গা + উদকম্
জল + ওঘ	অভি + উদয়	অনু + এষণম্
উৎ + জ্বলম্	তদ্ + হিতম্	তস্মিন্ + এব
তৎ + শ্রুত্বা	পরি + ছেদঃ	উৎ + স্থিতঃ
মনঃ + হরঃ	হরিঃ + অসৌ	তিরঃ + কারঃ

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

(ক) সন্ধির অপর নাম কি?

(খ) স্বরসন্ধির অন্য নাম কি?

(গ) কোন্ সন্ধিকে হল্ সন্ধি বলা হয়?

(ঘ) স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'ঐ' স্থানে কি হয়?

(ঙ) 'উৎ' উপসর্গের পরিস্থিত 'স্থা' -ধাতুর স্ কি হয়?

(চ) চ্ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে কি হয়?

(ছ) ল্ পরে থাকলে ত্ স্থানে কি হয়?

৭। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) 'হিমালয়ঃ' পদের সন্ধি বিচ্ছেদ —

(১) হিমা + আলয়ঃ (২) হিম + আলয়ঃ

(৩) হিম + আলয়ঃ (৪) হিমা + আলয়ঃ

(খ) 'প্রত্যেকম্' পদের সন্ধিবিচ্ছেদ—

(১) প্রতী + একম্ (২) প্রতি + একম্

(৩) প্রতি + ইকম্ (৪) প্রতি + ঈকম্

(গ) 'রমেশঃ' পদের সন্ধিবিচ্ছেদ–

(১) রমা + ইশঃ (২) রমা + ঈশঃ

(৩) রমা + ইসঃ (৪) রম্ + ইশঃ

(ঘ) 'উচ্ছাসঃ' পদের সন্ধি বিশ্লেষণ–

(১) উৎ + শ্বসঃ (২) উৎ + শ্বষঃ

(৩) উৎ + শ্বশঃ (৪) উৎ + শ্বাসঃ

(ঙ) 'উজ্জ্বলম্' পদের সন্ধি বিশ্লেষণ–

(১) উৎ + জ্বলম্ (২) উদ্ + জ্বলম্

(৩) উৎ + জ্জ্বলম্ (৪) উৎ + জ্বালম্

পঞ্চম পাঠ

সমাস

পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তার অধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। 'সমাস' শব্দের অর্থ 'সংক্ষেপ'।

সমস্ত পদ ঃ দুই বা তার অধিক পদ মিলিত হয়ে একপদে পরিণত হলে তাকে সমস্তপদ বলে; যেমন– মহান্ পুরুষঃ = মহাপুরুষ। এখানে 'মহান্' ও 'পুরুষঃ' এ দুটি পদ মিলিত হয়ে 'মহাপুরুষঃ' এই একটি পদ গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'মহাপুরুষঃ' একটি সমস্তপদ।

সমস্যমান পদ ঃ যে যে পদের সমন্বেয়ে সমাস গঠিত হয়, তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে। যেমন– নীলম্ উৎপলম্ = নীলোৎপলম্। এখানে 'নীলম্' ও 'উৎপলম্' এ দুটি পদের সমন্বয়ে 'নীলোৎপলম্' পদটি গঠিত হয়েছে। তাই 'নীলম্' ও 'উৎপলম্' এ দুটি সমস্যমান পদ।

ব্যাসবাক্য ঃ বি + আস = 'ব্যাস'। 'ব্যাস' শব্দটির অর্থ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান। যে বাক্যের সাহায্যে সমাসের অন্তর্গত পদগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখানো হয়, সেই বাক্যকে ব্যাসবাক্য বলে; যেমন– দেবস্য আলয়ঃ = দেবালয়ঃ। এখানে "দেবালয়ঃ" এই সমাসবন্ধ পদের অন্তর্গত 'দেব' ও 'আলয়ঃ' এ দুটি পদকে 'দেবস্য আলয়ঃ' এ বাক্যের সাহায্যে পৃথক করে দেখানে হয়েছে। সুতরাং 'দেবস্য আলয়ঃ' –এ বাক্যটি ব্যাসবাক্য। ব্যাসবাক্যের অন্য নাম সমাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য।

সমাসের শ্রেণীভেদ

বৈয়াকরণ পাণিনির মতে সমাস চার প্রকার– অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি। কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্গত। কোন কোন বৈয়াকরণ কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসের পৃথক সত্তা স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁদের মতে সমাস ছয় প্রকার– অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব।

১। অব্যয়ীভাব

কূলস্য যোগ্যম্ = অনুকূলম্

বিঘ্নস্য অভাবঃ = নির্বিঘ্নম্।

উপরের উদাহরণ দুটি লক্ষ্য কর। প্রথমটিতে 'অনু' পদটি অব্যয় এবং 'কূলম্ পদটি বিশেষ্য। দ্বিতীয়টিতে 'নিঃ' (নির্) পদটি অব্যয় এবং 'বিঘ্নম্' পদটি বিশেষ্য। দেখা যাচ্ছে যে, উভয় ক্ষেত্রেই পরপদ বিশেষ্য।

অধিকন্তু দুটো উদাহরণেই পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। এরূপে -

অব্যয় শব্দ পূর্বে থেকে যে সমাস হয় এবং পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে **অব্যয়ীভাব সমাস** বলা হয়।

এই সমাসে শেষের পদটি থাকে বিশেষ্য এবং সমস্ত পদটি অব্যয় ও ক্লীবলিঙ্গ হয়।

বিভক্ত, সামীপ্য, সমৃদ্ধি, অভাব, যোগ্যতা, বীপ্‌সা, সাদৃশ্য, পর্যন্ত, পশ্চাৎ, অনতিক্রম প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

বিভক্তি ঃ হরৌ – অধিহরি

সামীপ্য ঃ কূলস্য সমীপম্ – উপকূলম্

সমৃদ্ধি ঃ মদ্রাণাং সমৃদ্ধিঃ – সমদ্রম্

অভাব ঃ ভিক্ষায়াঃ অভাবঃ– দুর্ভিক্ষম্

যোগ্যতা ঃ রূপস্য যোগ্যম– অনুরূপম্

বীপ্‌সা ঃ অহনি অহনি– প্রত্যহম্

সাদৃশ্য ঃ হরেঃ সদৃশম্– সহরি

পর্যন্ত ঃ সমুদ্রপর্যন্তম্– আসমুদ্রম্

পশ্চাৎ ঃ পদস্য পশ্চাৎ– অনুপদম্

অনতিক্রম ঃ শক্তিম্ অনতিক্রম্য– যথাশক্তি।

২। তৎপুরুষ সমাস

গৃহং গতঃ = গৃহগতঃ। জলেন সিক্তঃ = জলসিক্তঃ। পুত্রায় হিতম্ ঃ পুত্রহিতম্। বৃক্ষাৎ পতিতঃ = বৃক্ষপতিতঃ। সুখস্য ভোগঃ = সুখভোগঃ। নরেষু উত্তমঃ = নরোত্তমঃ।

উপরে প্রদত্ত ছয়টি উদাহরণের মধ্যে প্রথম উদাহরণে পূর্বপদস্থ দ্বিতীয়া, দ্বিতীয় উদাহরণে তৃতীয়া, তৃতীয় উদাহরণে চতুর্থী, চতুর্থ উদাহরণে পঞ্চমী, পঞ্চম উদাহরণে ষষ্ঠী এবং ষষ্ঠ উদাহরণে সপ্তমী বিভক্তি লোপ পেয়ে সমাস হয়েছে এবং প্রতিক্ষেত্রে পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। এরূপে –

যে সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি (দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী) বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে।

পূর্বপদের বিভক্তির লোপ অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। যথা– দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ ও সপ্তমী তৎপুরুষ।

(ক) **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ** ঃ সুখং প্রাপ্তঃ = সুখপ্রাপ্ত। বর্ষং ভোগ্যঃ = বর্ষভোগ্যঃ। কৃষ্ণং শ্রিতঃ = কৃষ্ণশ্রিতঃ।

(খ) **তৃতীয়া তৎপুরুষ** ঃ ব্যাঘ্রেণ হতঃ = ব্যাঘ্রহতঃ। অগ্নিনা দগ্ধঃ = অগ্নিদগ্ধঃ। সর্পেণ দষ্টঃ = সর্পদষ্টঃ। একেন ঊনঃ = একোনঃ। বিদ্যয়া হীনঃ = বিদ্যাহীনঃ।

(গ) **চতুর্থী তৎপুরুষ** ঃ দেবায় দত্তম্ = দেবদত্তম্। কুণ্ডলায় হিরণ্যম্ = কুণ্ডলহিরণ্যম্। ভূতায় বলিঃ = ভূতবলিঃ।

(ঘ) **পঞ্চমী তৎপুরুষ** ঃ চৌরাৎ ভয়ম্ = চৌরভয়ম্। স্বর্গাৎ ভ্রষ্টঃ = স্বর্গভ্রষ্টঃ। পাপাৎ মুক্তঃ = পাপমুক্তঃ। বৃক্ষাৎ পতিতঃ = বৃক্ষপতিতঃ।

২০২১

(ঙ) **ষষ্ঠী তৎপুরুষ ঃ** মাতুলস্য আলয়ঃ = মাতুলালয়ঃ। পয়সঃ পানম্ = পয়ঃপানম্। কাল্যাঃ দাসঃ = কালিদাসঃ। রাজ্ঞঃ পুরুষঃ = রাজপুরুষঃ। হংস্যাঃ অণ্ডম্ = হংসাণ্ডম্।

(চ) **সপ্তমী তৎপুরুষ ঃ** গৃহে পালিতঃ = গৃহপালিতঃ। বনে স্থিতঃ = বনস্থিত। কর্মণি নিপুণঃ = কর্মনিপুণঃ। বনে বাসঃ = বনবাসঃ। মাসে দেয়ম্ = মাসদেয়ম্।

আরও কয়েকটি তৎপুরুষ সমাস

উপপদ তৎপুরুষ

জলে চরতি যঃ = জলচরঃ। প্রভাং করোতি যঃ = প্রভাকরঃ।

উপরে প্রদত্ত উদাহরণ দুটির প্রতি লক্ষ্য কর। প্রথম উদাহরণে 'জলে' উপপদ এবং 'চরঃ' (√চর্+ট) কৃদন্ত পদ। দ্বিতীয় উদাহরণে 'প্রভা' উপপদ এবং করঃ (√কৃ + ট) কৃদন্ত পদ। উভয় উদাহরণেই দেখতে পাচ্ছি, পূর্বপদ 'উপপদ' এবং পরপদ 'কৃদন্তপদ'। সুতরাং-

উপপদের সাথে কৃদন্তপদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়।

কতিপয় উপপদ তৎপুরুষ

কুম্ভং করোতি যঃ = কুম্ভকারঃ।

জলে জায়তে যৎ = জলজম্।

গৃহে তিষ্ঠতি যঃ = গৃহস্থঃ।

বনে বসতি যঃ = বনবাসী।

পাদেন পিবতি যঃ = পাদপঃ।

নঞ্ তৎপুরুষ

ন মানুষঃ = অমানুষঃ।

ন ঐক্যম্ = অনৈক্যম্ ।

–উপরের উদাহরণ দুটোতে পূর্বপদ ন (নঞ্) অব্যয় এবং পরপদ 'মানুষঃ' ও 'ঐক্যম্' সুবন্তপদ অর্থাৎ শব্দবিভক্তিযুক্ত পদ। এরূপ ভাবে–

নঞ্ অব্যয়ের সঙ্গে সুবন্তপদের যে সমাস হয়, তাকে 'নঞ্ তৎপুরুষ' সমাস বলা হয়।

'নঞ্' এর 'ন' থাকে। ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকলে 'ন' স্থানে 'অ' এবং স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'ন' স্থানে 'অন্' হয়। যেমন– ন ব্রাহ্মণঃ = অব্রাহ্মণ। ন অন্তঃ = অনন্তঃ।

কর্মধারয় সমাস

উষ্ণম্ উদকম্ = উষ্ণোদকম্।

মহান্ পুরুষঃ = মহাপুরুষঃ।

উপরের প্রথম উদাহরণে 'উষ্ণম্ পদটি বিশেষণ এবং 'উদকম্' পদটি বিশেষ্য। দ্বিতীয় উদাহরণে 'মহান্' পদটি বিশেষণ এবং 'পুরুষঃ' পদটি বিশেষ্য। দুটো উদাহরণেই দেখতে পাচ্ছ, পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য এবং সমাসবন্ধ পদটি বিশেষ্য হয়েছে। সুতরাং–

যে সমাসে সাধারণত পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য ও সমস্ত পদটি বিশেষ্য হয়, তাকে **কর্মধারয়** সমাস বলা হয়।

কয়েকটি কর্মধারয় সমাস ঃ

মহান্ বীরঃ = মহাবীরঃ। মহান্ জনঃ = মহাজনঃ। নীলম্ উৎপলম্ = নীলোৎপলম্। পীতম্ অম্বরম্ = পীতাম্বরম্। মহান্ রাজা = মহারাজঃ। প্রিয়ঃ সখা = প্রিয়সখঃ।

কর্মধারয় সমাসের শ্রেণীভেদ

কর্মধারয়, সমাস চার প্রকার - উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয় এবং মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয়ের সঙ্গে উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্মের বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। তাই প্রথমেই এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

যার সাথে কোন বস্তুর তুলনা দেওয়া হয়, তাকে উপমান, যাকে তুলনা দেওয়া হয়, তাকে উপমেয় এবং যে ধর্মটি উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমানে থাকে, তাকে সাধারণধর্ম বলা হয়। যেমন- 'নরঃ সিংহঃ ইব'। এখানে সিংহের সঙ্গে নরের তুলনা দেয়া হয়েছে। সুতরাং 'সিংহ' উপমান এবং 'নর' উপমেয়। আবার ঘন ইব শ্যামঃ বর্ণঃ। এখানে 'ঘন' উপমান ও 'বর্ণ' উপমেয়ের মধ্যে 'শ্যামবর্ণ' সাধারণভাবে বর্তমান। সুতরাং 'শ্যামবর্ণ' সাধারণ ধর্ম। উপমান ও উপমেয় সহজে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে– 'অধিকগুণযোগী উপমান' – যে দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা হয় তার মধ্যে যেটির গুণ বেশি সেটি উপমান। যেমন– মুখ ও চন্দ্রের মধ্যে যখন তুলনা হয়, তখন 'চন্দ্র' মুখ অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন বলে তা উপমান হয়।

উপমান কর্মধারয়

অর্ণবঃ ইব গভীরঃ = অর্ণবগভীরঃ।

নবনীতম্ ইব কোমলম্ = নবনীতকোমলম্।

প্রথম উদাহরণে 'অর্ণবঃ' উপমান এবং 'গভীরঃ' সাধারণধর্মবাচক পদ। দ্বিতীয় উদাহরণে 'নবনীতম্' উপমান এবং 'কোমলম্ সাধারণধর্মবাচক পদ। উভয় উদাহরণেই উপমান প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপভাবে উপমানের সঙ্গে সাধারণধর্মবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে **উপমান কর্মধারয়** সমাস বলা হয়।

কয়েকটি উপমান কর্মধারয়

শংখ ইব ধবলঃ = শংখধবলঃ। পর্বতঃ ইব উন্নতঃ = পর্বতোন্নতঃ। অনলঃ ইব উজ্জ্বলঃ = অনলোজ্জ্বলঃ।

উপমিত কর্মধারয়

পুরুষঃ সিংহঃ ইব = পুরষসিংহঃ।

মুখম্ চন্দ্রঃ ইব = মুখচন্দ্রঃ।

উপরের উদাহরণ দুটোর প্রতি একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথম উদাহরণে–পূর্বপদ 'পুরুষঃ' উপমেয় এবং পরপদ 'সিংহঃ' উপমান। দ্বিতীয় উদাহরণেও পূর্বপদ 'মুখম্' উপমেয় পরপদ 'চন্দ্র' উপমান। উভয় উদাহরণেই সাধারণ ধর্মের উপস্থিতি নেই। এরূপে –

সাধারণধর্মবাচক পদের উল্লেখ না থেকে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে বলা হয় **'উপমিত কর্মধারয়'** সমাস।

কয়েকটি উপমিত কর্মধারয়

নরঃ ব্যাঘ্রঃ ইব = নরব্যাঘ্রঃ। মুখং কমলম্ ইব = মুখকমলম্। অধরঃ পল্লবঃ ইব ঃ অধরপল্লবঃ।

রূপক কর্মধারয়

জ্ঞানম্ এব চক্ষুঃ = জ্ঞানচক্ষুঃ।

শোকঃ এব অর্ণবঃ = শোকার্ণবঃ।

উপরের প্রথম উদাহরণে 'জ্ঞানম্' উপমেয় এবং 'চক্ষু' উপমান। দ্বিতীয় উদাহরণে 'শোকঃ' উপমেয় এবং 'অর্ণবঃ' উপমান। দুটো উদাহরণেই উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং- যে সমাসে পুর্বপদে উপমেয় এবং পরপদে উপমান থাকে এবং এদের মধ্যে অভেদ কল্পনা বোঝায়, তাকে **রূপক কর্মধারয়** সমাস বলা হয়।

কয়েকটি রূপক কর্মধারয়

ক্রোধঃ এব অনলঃ = ক্রোধানলঃ। মনঃ এব চক্ষুঃ = মনশ্চক্ষুঃ। জ্ঞানম্ এব ধনম্ = জ্ঞানধনম্।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিংহচিহ্নিতম্ আসনম্ = সিংহাসনম্।

পলমিশ্রিতম্ অন্নম্ = পলান্নম্।

উপরের উদাহরণ দুটো লক্ষ্য কর। প্রথম উদাহরণে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী 'চিহ্নিতম্' পদটি এবং দ্বিতীয় উদাহরণে মিশ্রিতম্' পদটি লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং-

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ লোপ পায়, তাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** সমাস বলা হয়।

কয়েকটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

দেবপূজকঃ ব্রাহ্মণঃ = দেবব্রাহ্মণঃ।

ছায়াপ্রধানঃ তরুঃ = ছায়াতরুঃ।

ঘৃতমিশ্রিতম্ অন্নম্ = ঘৃতান্নম্।

কপিচিহ্নিতঃ ধ্বজঃ = কপিধ্বজঃ।

দ্বিগু সমাস

পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ = পঞ্চবটী।

ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ = ত্রিভুবনম্।

উপরের উদাহরণ দুটিতে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ রয়েছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই সমাহার (মিলন) অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। এরূপে—

যে সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে এবং সমাহার অর্থ প্রকাশ করে, তাকে **দ্বিগু** সমাস বলা হয়।

কয়েকটি দ্বিগু সমাস

পঞ্চানাং পাত্রাণাং সমাহারঃ = পঞ্চপাত্রম্।

পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ = পঞ্চগবম্।

চর্তুণাং যুগানাং সমাহারঃ = চতুর্যুগম্।

সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ = সপ্তশতী।

ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ = ত্রিলোকী।

ত্রয়াণাং মুনীনাং সমাহারঃ = ত্রিমুনি।

চতুর্ণাং পদানাং সমাহারঃ = চতুষ্পদী।

৫। বহুব্রীহি সমাস

পীতম্ অম্বরম্ যস্য সঃ = পীতাম্বরঃ

চক্রং পাণৌ যস্য সঃ = চক্রপাণিঃ।

প্রদত্ত উদাহরণ দুটোর প্রতি লক্ষ্য কর। প্রথমটিতে 'পীতাম্বরঃ' বললে 'পীতম্' এবং 'অম্বরম্' এ দুটো সমস্যমান পদের কোনটির অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। 'পীতাম্বরঃ' বললে বোঝায় সেই ব্যক্তিকে যিনি পীতবস্ত্র পরিহিত। আবার দ্বিতীয় উদাহরণে 'চক্রম্' ও 'পাণৌ' এ দুটো সমস্যমান পদের কোনটিরই অর্থপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় না। 'চক্রপাণিঃ' বললে সেই দেবতাকে বোঝায় যার পাণিতে (হাতে) চক্র আছে। এরূপে—

যে সমাসে সমস্যমান পদের কোনটির অর্থ প্রধানরূপে না বুঝিয়ে অন্য পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে **বহুব্রীহি** সমাস বলা হয়।

বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষণ। সুতরাং বিশেষ্যের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন অনুযায়ী এর লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হয়। যেমন–

নদী মাতা যস্য সঃ = নদীমাতৃকঃ (দেশঃ)

স্বচ্ছং তোয়ং (জল) যস্যাঃ সা ঃ স্বচ্ছতোয়া (নদী)।

প্রসন্নম্ অম্বু (জল) যস্য তৎ = প্রসন্নাম্বু (সরঃ)

আরো কয়েকটি বহুব্রীহি সমাস ঃ মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ = মহাবাহুঃ। দৃঢ়া ভক্তিঃ যস্য সঃ = দৃঢ়ভক্তিঃ। মহতী মতিঃ যস্য সঃ = মহামতিঃ। ব্যূঢ়ম্ উরঃ যস্য সঃ = ব্যূঢ়োরস্কঃ। দ্বৌ বা ত্রয়ো বা = দ্বিত্রাঃ। পঞ্চ বা ষট্ বা = পঞ্চষাঃ। ঊর্ণা নাভৌ যস্য সঃ = ঊর্ণনাভঃ। পদ্মং নাভৌ যস্য সঃ = পদ্মনাভঃ। যুবতিঃ জায়া যস্য সঃ = যুবজানিঃ। শোভনং হৃদয়ং যস্য সঃ = সুহৃৎ।

পুষ্পং ধনুঃ যস্য সঃ = পুষ্পধনুঃ, পুষ্পধন্বা।

৬। দ্বন্দ্ব সমাস

হরিশ্চ হরশ্চ = হরিহরৌ।

বৃক্ষশ্চ লতা চ = বৃক্ষলতে।

উপরের উদাহরণ দুটোতে প্রত্যেক সমস্যমান পদের শেষে রয়েছে 'চ' অব্যয় এবং প্রতিক্ষেত্রেই সমস্যমান পদযুগলের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়েছে।

যে সমাসে সমস্যমান পদের প্রত্যেকটির অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং ব্যাসবাক্যে প্রত্যেক সমস্যমান পদের পরে 'চ' বসে, তাকে **'দ্বন্দ্ব সমাস'** বলা হয়।

দ্বন্দ্ব সমাস দু'রকমের হয়- ইতরেতর দ্বন্দ্ব ও সমাহার দ্বন্দ্ব।

(ক) ইতরেতর দ্বন্দ্ব ঃ (ইতর + ইতর = পরস্পর) যে দ্বন্দ্বসমাসে অনেক পদের পরস্পর যোগ বোঝায়, তাকে ইতরেতরদ্বন্দ্বসমাস বলা হয়। এই সমাসে সমস্ত পদ পর পদের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

যেমন– রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ = রাম-লক্ষ্মণৌ। কন্দশ্চ মূলঞ্চ ফলঞ্চ = কন্দমূলফলানি। মাত চ পিতা চ = মাতাপিতরৌ, মাতরপিতরৌ। পত্রঞ্চ পুষ্পঞ্চ = পত্রপুষ্পে। দৌশ্চ ভূমিশ্চ = দ্যাবাভূমী। স্ত্রী চ পুমাংশ্চ = স্ত্রীপুংসৌ। ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চ = ইন্দ্রবরুণৌ। কুশচ লবশ্চ = কুশীলবৌ। জায়া চ পতিশ্চ = দম্পতী, জম্পতী, জায়াপতী।

(খ) সমাহার দ্বন্দ্ব ঃ যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুই বা বহু পদের সমষ্টি বোঝায়, তাকে সমাহার দ্বন্দ্ব বলা হয়। এই সমাসে শেষের শব্দ যে লিঙ্গেরই হোক না কেন, সমস্তপদ ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হয়।

যেমন– করৌ চ চরণৌ চ = করচরণম্।

অহয়শ্চ নকুলাশ্চ = অহিনকুলম্।

গাবশ্চ অশ্বাশ্চ = গবাশ্বম্।

নক্তং চ দিবা চ = নক্তন্দিবম্।

রাত্রিশ্চ দিবা চ = রাত্রিন্দিবম্।

অনুশীলনী

১। সমাস কাকে বলে? সমাস কত প্রকার ও কি কি?

২। সমস্তপদ, সমস্যমানপদ ও ব্যাসবাক্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

৩। অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে? কোন্ কোন্ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়? প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।

৪। উপপদ তৎপুরুষ কাকে বলে? উদাররণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৫। কর্মধারয় সমাস কাকে বলে? কর্মধারয় সমাস কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

৬। উদাহরণের সাহায্যে উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য বুঝিয়ে বল।

৭। ইতরেতরদ্বন্দ্ব ও সমাহার দ্বন্দ্বের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৮। ব্যাসবাক্য ও সমাসের নাম লেখ ঃ

নির্বিঘ্নম্, নরোত্তমঃ, জলসিক্তঃ, দুর্ভিক্ষম্, কালিদাসঃ, কুম্ভকারঃ, নীলোৎপলম্, পুরুষসিংহঃ, শোকার্ণবঃ, হরিহরৌ, পলান্নম্, পঞ্চবটী, মহামতিঃ, দম্পতী, নদীমাতৃকঃ।

৯। একপদে প্রকাশ কর ঃ

(ক) যুবতিঃ জায়া যস্য সঃ। (খ) পঞ্চ বা ষট্ বা। (গ) ঊর্ণা নাভৌ যস্য সঃ। (ঘ) সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ (ঙ) সিংহচিহ্নিতম্ আসনম্। (চ) জলে জায়তে যৎ। (ছ) ভূতায় বলিঃ। রূপস্য যোগ্যম্।

১০। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

(ক) 'সমাস' শব্দের অর্থ কি?

(খ) 'ব্যাস' শব্দের অর্থ কি?

(গ) যে যে পদের সমন্বয়ে সমাস গঠিত হয়, তাদের কি বলে?

(ঘ) কোন্ সমাসে অব্যয় শব্দ পূর্বপদে থাকে?

(ঙ) 'পীতাম্বরম্' কোন্ সমাস?

(চ) কোন্ সমাসে অন্যপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়?

(ছ) তৎপুরুষ সমাসে কোন্ পদের অর্থপ্রাধান্য থাকে?

(জ) 'মুখচন্দ্রঃ' কোন্ সমাস?

(ঝ) কোন্ সমাসে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা বোঝায়?

(ঞ) 'ইতরেতর' শব্দের অর্থ কি?

১১। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ**

(ক) পাণিনির মতে সমাস-

(১) তিন প্রকার (২) ছয় প্রকার
(৩) পাঁচ প্রকার (৪) চার প্রকার।

(খ) অব্যয়ীভাব সমাসে সমস্ত পদটি হয়-

(১) পুংলিঙ্গ (২) স্ত্রীলিঙ্গ
(৩) ক্লীবলিঙ্গ (৪) উভয়লিঙ্গ।

(গ) 'মাতুলালয়ঃ'-

(১) চতুর্থী তৎপুরুষ (২) পঞ্চমী তৎপুরুষ
(৩) ষষ্ঠী তৎপুরুষ (৪) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

(ঘ) 'বনবাসী' শব্দের ব্যাসবাক্য-

(১) বনস্য বাসী (২) বনাৎ বাসী
(৩) বনেন বাসী (৪) বনে বসতি যঃ।

(ঙ) স্বরবর্ণ পরে থাকলে নঞ্ এর ন স্থানে হয়-

(১) অ (২) অন্
(৩) আন্ (৪) ইন্।

(চ) অধিকগুণযোগীকে বলে-

(১) উপমান (২) উপমেয়
(৩) নিপাত (৪) অনুসর্গ।

(ছ) ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ লুপ্ত হয়-

(১) অব্যয়ীভাব সমাসে (২) বহুব্রীহি সমাসে
(৩) মধ্যপদলোপী সমাসে (৪) রূপক সমাসে।

(জ) সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে থেকে সমাহার অর্থ প্রকাশ করে -

(১) দ্বন্দ্ব সমাসে (২) অব্যয়ীভাবে সমাসে
(৩) বহুব্রীহি সমাসে (৪) দ্বিগু সমাসে।

(ঝ) নক্তং চ দিবা চ -

(১) নক্তন্দেবম্ (২) নক্তন্দিবম্
(৩) নাক্তন্দিবম্ (৪) নক্তেন্দিবম্।

(ঞ) গবাশ্বম্-

(১) অব্যয়ীভাব সমাস (২) নঞ্ তৎপুরুষ সমাস
(৩) দ্বন্দ্ব সমাস (৪) বহুব্রীহি সমাস। ২০২১

ষষ্ঠ পাঠ

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

(ক) ণত্ব – বিধান

যে সমস্ত বিধান অর্থাৎ নিয়ম অনুযায়ী দন্ত্য - ন্ মূর্ধন্য - ণ্ হয়, তাদের ণত্ব - বিধান বলা হয়।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্থলে ণত্ববিধি প্রযোজ্য ঃ

১। একপদস্থিত ঋ, ৠ, র্ ও মূর্ধন্য - ষ্ এর পর দন্ত্য -ন্ মূর্ধ্যন্য -ণ্ হয়। যেমন-

ঋ– এর পরে ঃ ঋণম্, তৃণম্, তিসৃণাম্ ইত্যাদি।

ৠ – এর পরে ঃ দাতৄণাম, ভ্রাতৄণাম্, মাতৄণাম্ ইত্যাদি।

র – এর পরে ঃ বর্ণঃ, কর্ণ, বিদীর্ণঃ ইত্যাদি।

ষ – এর পরে ঃ বর্ণঃ, কৃষ্ণঃ, উষ্ণ, তৃষ্ণা, বিষ্ণুঃ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্যঃ ষ্ণ = ষ্ + ণ।

২। যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য্, ব্, হ বা অনুস্বার (ং) –এর ব্যবধান থাকে, তাহলেও একপদস্থিত ঋ, ৠ, র্ ও ষ্ এর পরে দন্ত্য –ন্ মূর্ধন্য – ণ্ হয়। যেমন–

স্বরবর্ণের ব্যবধানঃ নরেণ (র্ + এ + ণ)।

ক – বর্গের ব্যবধান ঃ তর্কেণ (র্ + ক্ + এ + ণ)

প – বর্গের ব্যবধান ঃ দর্পেণ (র + প্ + এ + ণ)

য্ – এর ব্যবধান ঃ কার্যেণ (র + য্ + এ + ণ)

ব্ – (অন্তঃস্থ) –এর ব্যবধান ঃ রবেণ (র্ + অ + ব + এ + ণ)

হ্ – এর ব্যবধান ঃ গ্রহণম্ (র্ + অ + হ্ + অ+ ণ)

ং (অনুস্বার) –এর ব্যবধান ঃ বৃংহণম্ (ং + হ্ + অ + ণ)।

নিম্নলিখিত ছড়াটি মুখস্থ রাখলে উপরের সূত্র দুটো সহজে মনে থাকবে—

"ঋ, র্ মূর্ধন্য - ষ্ পর যদি দন্ত্য –ন্ থাকে।

তখনই মূর্ধন্য কর নির্বিচারে তাকে।।

ক – বর্গ, প – বর্গ যদি মধ্যে স্বর আর।

য্, ব্, হ্ বা অনুস্বার তবু মূর্ধন্যকার।।"

৩। 'অগ্র' ও 'গ্রাম' শব্দের পরবর্তী নী- ধাতুর দন্ত্য -ন মূর্ধন্য -ণ হয়। যেমন – অগ্রণীঃ, গ্রামণীঃ।

৪। ট – বর্গের পূর্ববর্তী দন্ত্য –ন্ মূর্ধন্য –ণ্ হয়। যেমন – কণ্ঠঃ গণ্ডঃ ঘণ্টা ইত্যাদি।

৫। প্র, পর, অপর ও পূর্ব শব্দের পর 'অহ্ন' শব্দের দন্ত্য-ন্ - ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়। যেমন – প্রাহ্ণঃ পরাহ্ণ ঃ অপরাহ্ণঃ, পূর্বাহ্ণঃ।

৬। পর, পার, উত্তর, চান্দ্র, নার, রাম প্রভৃতি শব্দের উত্তর দন্ত্য – মূর্ধ্যন্য – ণ হয়। যেমন– পরায়ণম্, পারায়ণম, উত্তরায়ণম্, চান্দ্রায়ণম্, নারায়ণঃ, রামায়ণম্।

৭। প্র, পরি, নির্- এ তিনটি উপসর্গের পরবর্তী নম্, নশ্, নী প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য –ন্ মূর্ধন্য- ণ হয়। যেমন – প্রণামঃ, প্রণশ্যতি, পরিণশ্যতি, পরিণয়ঃ, নির্ণয়ঃ, প্রণয়ঃ।

৮। যেসব মূর্ধন্য – ণ্ স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহৃত হয়, তাদের বলা হয় মৌলিক মূর্ধন্য –ণ্।

নিচের পদগুলোতে ব্যবহৃত মূর্ধন্য ণ্ মৌলিক মূর্ধন্য –ণ ঃ–

"কিংকিণী কণিকা গুণঃ বাণ পণ্যম্ কণা গণঃ।

কল্যাণং কংকণং মণিঃ বীণা পুণ্যম্ অণু ফণী।

বিপণী শোণিতং পণঃ বাণিজ্যং কর্ণঃ নিপুণঃ॥"

বিঃ দ্রঃ- পণ্ডিতগণ বলেন, "ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ" অর্থাৎ মূর্খরাই ফাল্গুন, গগন ও ফেন শব্দে মূর্ধন্য – ণ্ ব্যবহার করে। অতএব ফাল্গুন, গগন ফেন শব্দে কখনও মূর্ধন্য - ণ্ -এর প্রয়োগ বিধেয় নয়।

ণত্ব – নিষেধ

১। দন্ত্য – ন্ যদি অন্য পদস্থিত হয়, তাহলে ঋ, ৠ, র্ ও ষ্ এর পরস্থিত দন্ত্য – ন্ মূর্ধন্য - ণ হয় না। যেমন – নৃযানম্, হরিনাম, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।

২। পদের অন্তস্থিত দন্ত্য –ন্ মূর্ধন্য – ণ্ হয় না। যেমন– নরান্ দাতৃন্, ভ্রাতৃন্, মৃগান্ ইত্যাদি।

(খ) ষত্ব – বিধান

যেসব বিধান অনুযায়ী দন্ত্য – স্ মূর্ধন্য – ষ্ হয়, তাদের ষত্ব- বিধান বলা হয়।

সাধারণত নিম্নলিখিত স্থলে দন্ত্য – স্ মূর্ধ্যন্য – ষ্ হয় ঃ–

১। অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ ক- বর্গ, হ্, য্, ব্, র্ ল্ প্রভৃতি পরস্থিত আদেশ ও প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ মূর্ধন্য –ষ হয়। যেমন-

অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণের পর— মুনিষু, সাধুষু, নরেষু ইত্যাদি।

ক – বর্গের পর— দিক্ষু (ক্ষ = ক্ + ষ)

র্ – এর পর— চতুর্ষু, গীর্ষু ইত্যাদি।

২০২৫

২। অনুস্বার (ং) এবং বিসর্গের (ঃ) ব্যবধান থাকলেও প্রত্যয়ের দন্ত্য -স্ মূর্ধন্য –ষ্ হয়। যেমন– হবীংষি, ধনুঃষু, আশীঃষু ইত্যাদি।

উল্লিখিত সূত্র দুটির জন্য নিম্নলিখিত ছড়াটি বিশেষ সহায়ক—

"অ আ ভিন্ন স্বর, পূর্বে ক্ র্ অন্তঃস্থ বর্ণ আর।

প্রত্যয়ের স্ মূর্ধন্য, না গণি নিসর্গ অনুস্বার॥"

৩। ই–কারান্ত ও উ -কারান্ত উপসর্গের পর সিচ্, স্থা, সদ্ ও সিধ্ প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য স্ মূর্ধন্য -ষ্ হয়। যেমন–

ই – কারান্ত উপসর্গের পর— অভিষেকঃ. অধিষ্ঠানম্ নিষাদঃ, নিষেধঃ।

উ – কারান্ত উপসর্গের পর— অনুষ্ঠানম্।

৪। সু, বি, নির্ ও দুর্ উপসর্গের পরস্থিত 'সম' শব্দের দন্ত্য – স্ মূর্ধন্য – ষ্ হয়। যেমন– সুষমঃ, বিষমঃ, দুঃষমঃ নিঃষমঃ।

৫। ট – বর্গের পূর্ববর্তী দন্ত্য –স্ এবং 'পরি' উপসর্গের পরস্থিত কৃ – ধাতুর যোগে দন্ত্য – স্ মূর্ধন্য – ষ্ হয়। যেমন –কষ্টম্, ওষ্ঠঃ, পরিষ্কারঃ।

৬। 'ভূমি' ও 'দিবি' শব্দের পরবর্তী স্থ – শব্দের দন্ত্য –স্ মূর্ধ্যন্য –ষ্ হয়। যেমন–

ভূমিষ্ঠ ঃ (ভূমি + স্থঃ), দিবিষ্ঠঃ (দিবি + স্থঃ)।

৭। 'গবি' ও 'যুধি' শব্দের পরবর্তী 'স্থির' শব্দের দন্ত্য –স্ মূর্ধন্য – ষ্ হয়।

যেমন –গবিষ্ঠিরঃ (গবি + স্থিরঃ) যুধিষ্ঠিরঃ (যুধি + স্থিরঃ)

৮। সমাসে 'মাতৃ' ও পিতৃ' শব্দের পরবর্তী 'স্বসৃ' শব্দের প্রথম দন্ত্য – স্ মূর্ধন্য – ষ্ হয়। যেমন– মাতৃষ্বসা (মাসিমা), পিতৃষ্বসা (পিসিমা)।

৯। এমন কতগুলো শব্দ আছে যাদের মূর্ধন্য – ষ্ কোন নিয়মের অপেক্ষা করে না। এদের বলা হয় মৌলিক মূর্ধন্য – ষ্। যেমন – মাষঃ – ঘোষঃ, দোষঃ, ভাষা, উষা, পাষাণঃ, আষাঢ়ঃ, কষায়ঃ, ষট্, ষডঃ, নিকষা, মহিষঃ, ঘোষণা, অভিলাষঃ, পৌষঃ, বর্ষা, পুরুষঃ, ঋষিঃ ইত্যাদি।

ষত্ব – নিষেধ

১। 'সাৎ' প্রত্যয়ের দন্ত্য – স্ মূর্ধন্য – ষ্ হয় না। মেযন – ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ, আত্মসাৎ ইত্যাদি।

২। সমাস না হলে 'মাতৃ' ও 'পিতৃ' শব্দের পরবর্তী 'স্বসৃ' শব্দের প্রথম মূর্ধন্য ষ্ হয় না। যেমন – মাতুঃ স্বসা, পিতুঃ স্বসা।

অনুশীলনী

১। 'ণত্ব-বিধান' ও 'ষত্ব –বিধান' কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। 'মূর্ধন্য – ণ্' প্রয়োগের প্রথম দুটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

৩। মৌলিক মূর্ধন্য – ণ্ বলতে কি বোঝ? পাঁচটি মৌলিক মূর্ধ্যন – ণ্ এর প্রয়োগ দেখাও।

৪। কোন্ কোন্ স্থানে মূর্ধন্য –ণ্ এর প্রয়োগ হয় না?

৫। নিম্নলিখিত পদগুলোতে কেন মূর্ধন্য – ন্ এর প্রয়োগ হয়েছে বলঃ – তৃণম্ কৃষ্ণঃ, নরেণ, বৃক্ষাণাম্, অগ্রণীঃ, কণ্ঠঃ, পূর্বাহ্ণঃ, রামায়ণম্।

৬। 'ষত্ব' বিধানের দুটি সূত্র উদাহরণসহ লেখ।

৭। পাঁচটি মৌলিক মূর্ধন্য –ষ্ এর উদাহরণ দাও।

৮। কোন্ কোন্ স্থানে 'ষত্ব' নিষিদ্ধ?

৯। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

(ক) 'নরান্' পদে মূর্ধন্য –ণ্ হয় না কেন?

(খ) 'দাতৃণাম্' পদে মূর্ধন্য –ণ্ হয়েছে কেন?

(গ) 'মণিঃ' পদে মূর্ধন্য –ণ্ এর প্রয়োগ হয়েছে কেন?

(ঘ) 'আত্মাসাৎ' পদে – মূর্ধন্য –ষ্ হয় না কেন?

(ঙ) 'আষাঢ়' পদে মূর্ধন্য – ষ্ এর প্রয়োগ হয় কেন?

১০। সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-

(ক) ভ্রাতৃনাম্/ভ্রাতৃনাম্/ভ্রাতৃণাম্/ভ্রাতৃণাম্।

(খ) নরেন/নরেণ/ নরৈন/নরৈণ।

(গ) উষ্ণঃ/উস্নঃ/উশ্নঃ/উশঞঃ।

(ঘ) অভিসেকঃ/অভিশেকঃ/অভিষেকঃ/অভিষিকঃ।

(ঙ) ধূলিশাৎ/ধূশিষাৎ/ধূলিস্যাৎ/ ধূলিসাৎ।

সপ্তম পাঠ

কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়

(ক) কৃৎ – প্রকরণ

শব্দ গঠন করার জন্য ধাতুর উত্তর তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ, শতৃ, শানচ্, ক্ত, ক্তবতু প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাদেরকে কৃৎ প্রত্যয় বলে এবং কৃৎ–প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদকে কৃদন্তপদ বলে।

কৃদন্তপদ ঃ √দা + তব্য = দাতব্য। √কৃ + ক্ত = কৃত। √দা + ক্ত = দত্ত।

তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ

উচিতার্থে এবং ভবিষ্যৎ কাল বোঝালে ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে এই প্রত্যয়গুলো হয়। এদেরকে কৃত্য প্রত্যয় বলে। কর্মবাচ্যে উক্ত প্রত্যয়গুলোর প্রয়োগ হলে তারা কর্মের বিশেষণ হয়, সুতরাং কর্মের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তির অনরূপ এদেরও লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি হয়।

তব্য

√দা + তব্য = দাতব্য, √স্থা + তব্য = স্থাতব্য, √জি + তব্য = জেতব্য। √শী + তব্য = শয়িতব্য, √শ্রু + তব্য = শ্রোতব্য, √কৃ + তব্য = কর্তব্য।

অনীয়

√পা (পান করা) + অনীয় = পানীয়, √শী + অনীয় = শয়নীয়, √কৃ + অনীয় = করণীয়, √স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়, √সেব্ + অনীয় = সেবনীয়।

ণ্যৎ

√কৃ + ণ্যৎ = কার্য, √ধৃ + ণ্যৎ = ধার্য, √বচ্ + ণ্যৎ = বাচ্য, √ত্যজ্ + ণ্যৎ = ত্যাজ্য, √ভুজ্ + ণ্যৎ = ভোজ্য, √ভক্ষ্ + ণ্যৎ = ভক্ষ্য।

যৎ

√জি + যৎ = জেয়, √দা + যৎ = দেয়, √নী + যৎ = নেয়, √পা + যৎ = পেয়, √গম্ + যৎ = গম্য, √লভ্ + যৎ = লভ্য।

ক্ত ও ক্তবতু

অতীতকালে সকর্মক ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে এবং অকর্মক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হয়। ক্ত - প্রত্যয়ান্ত পদ ক্রিয়া ও বিশেষণের কাজ করে।

সকর্মক ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ক্ত – প্রত্যয়

√ঘ্রা + ক্ত = ঘ্রাত, √দহ্ + ক্ত = দগ্ধ, √দৃশ্ + ক্ত = দৃষ্ট, √নিন্দ্ + ক্ত = নিন্দিত, √পচ্ + ক্ত = পক্ব, √পূ + ক্ত = পূত।

অকর্মক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত – প্রত্যয়

√কুপ্ + ক্ত = কুপিত, √ক্ষি + ক্ত = ক্ষীণ, √জীব্ = ক্ত = জীবিত, √নশ্ + ক্ত = নষ্ট, √শী + ক্ত = শয়িত, √মুহ্ + ক্ত = মুগ্ধ, মূঢ়, √স্থা + ক্ত = স্থিত।

ক্তবতু প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে হয়; ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্তার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। সকর্মক ও অকর্মক উভয় প্রকার ধাতুর উত্তর ক্তবতু প্রত্যয় হয়।

√ক্রী + ক্তবতু = ক্রীতবৎ, √গৈ + ক্তবতু = গীতবৎ, √জ + ক্তবতু = জিতবৎ, √ত্যজ + ক্তবতু = ত্যক্তবৎ, √নম্ + ক্তবতু = নতবৎ, √লিখ্ + ক্তবতু = লিখিতবৎ, √সৃজ্ + ক্তবতু = সৃষ্টবৎ, √হন্ + ক্তবতু = হতবৎ, √কৃ ক্তবতু = কৃতবৎ।

শতৃ ও শানচ্

বর্তমানকালে কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর 'শতৃ' ও আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর 'শানচ্' প্রত্যয় হয়। শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়ান্ত পদ সর্বদাই বিশেষণ হয়। কাজেই বিশেষ্যের লিঙ্গ ও বচন অনুযায়ী এদের লিঙ্গ ও বচন হয়।

শর্তৃ প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গের বিশেষণ হলে 'ধাবৎ' শব্দের ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হলে 'নদী' শব্দের ন্যায় এবং ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণ হলে 'গচ্ছৎ' শব্দের ন্যায় হয়।

শতৃ

√গম্ + শতৃ = গচ্ছৎ, √স্পৃশ্ + শতৃ = স্পৃশৎ, √নশ্ + শতৃ = নশ্যৎ, √গ্রহ + শতৃ = গৃহ্নৎ, √কৃ + শতৃ = কুর্বৎ, √গৈ + শতৃ = গায়ৎ।

শানচ্

√ঈক্ষ্ + শানচ্ = ঈক্ষমান, √চেষ্ট, + শানচ্ = চেষ্টমান, √ভাষ্ + শানচ্ = ভাষমান, √বৃৎ + শানচ্ = বর্তমান।

তুমুন্

নিমিত্তার্থ বোঝালে এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয় ক্রিয়ার কর্তা একজন হলে, ধাতুর উত্তর 'তুমুন্' প্রত্যয় হয়। তুমুন্ – এর 'তুম্' থাকে।

করতে অর্থাৎ করার নিমিত্ত, দেখতে অর্থাৎ দেখার নিমিত্ত, পড়তে অর্থাৎ পড়ার নিমিত্ত, এরূপ বাংলার 'তুমুন্' প্রত্যয় দ্বারা সংস্কৃত অনুবাদ করতে হয়। তুমুন – প্রত্যয়ান্ত পদ অসমাপিকা ক্রিয়া ও অব্যয়ের কাজ করে।

তুমুন্ – প্রত্যয়ান্ত কয়েকটি পদ

√কৃ + তুমুন্ = কর্তুম্, √গ্রহ্ + তুমুন্ = গ্রহীতুম্, √গম্ + তুমুন্ = গন্তুম। √জি + তুমুন্ = জেতুম, √জীব্ + তুমুন = জীবিতুম, √জ্ঞা + তুমুন্ = জ্ঞাতুম্, √পচ্ + তুমুন্ = পক্তুম্, √পঠ্ + তুমুন্ = পঠিতুম্।

ক্ত্বাচ

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা একজন হলে অনন্তর অর্থে অর্থাৎ করে, খেয়ে, শুয়ে প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ পেলে অসমাপিকা ক্রিয়াটির উত্তর ক্ত্বাচ প্রত্যয় হয়। ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের 'ত্বা; থাকে। ক্ত্বাচ– প্রত্যয়ান্ত পদ অসমাপিকা ক্রিয়া ও অব্যয় হয়।

ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ান্ত কয়েকটি পদ

√দা + ক্ত্বাচ্ = দত্ত্বা, √দৃশ্ + ক্ত্বাচ্ = দৃষ্টা, √নম্ + ক্ত্বাচ = নত্বা, √নী + ক্ত্বাচ্, = নীত্বা, √লিখ্ + ক্ত্বাচ্ = লিখিত্বা, লেখিত্বা।

ল্যপ্ বা যপ্

নঞ্ ভিন্ন অন্য কোন অব্যয়ের সাথে ধাতুর সমাস হলে 'ক্ত্বাচ্' প্রত্যয়ের স্থানে ল্যপ্ বা যপ্ প্রত্যয় হয়। ল্যপ প্রত্যয় ক্ত্বাচ্ – প্রত্যয়ের অর্থই প্রকাশ করে। ল্যপ্ বা যপ্ প্রত্যয়ের 'য' থাকে।

ল্যপ্ বা যপ্ প্রত্যয়ান্ত কয়েকটি পদ

প্র – √আপ্ + ল্যপ্ = প্রাপ্য, প্র – √ নম্ + ল্যাপ্ = প্রণত্য, প্রণম্য, বি – √হা + ল্যপ্ = বিহায়। আ –√দা + ল্যপ্ = আদায়। বিদ – √হস্ + ল্যপ্ = বিহস্য।

অনুশীলনী

১। 'কৃৎপ্রত্যয়' কাকে বলে? কয়েকটি কৃৎপ্রত্যয়ের নাম কর।
২। 'কৃদন্ত পদ' বলতে কি বোঝ? কয়েকটি উদাহরণ দাও।
৩। তব্য, অনীয়, ণ্যৎ ও যৎ প্রত্যয় কোথায় ব্যবহৃত হয়?
৪। তব্য প্রত্যয়যোগে পাঁচটি শব্দ গঠন করা।
৫। কয়েকটি অনীয় প্রত্যয়ের শব্দে প্রয়োগ দেখাও।
৬। ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয়ের ব্যবহার আলোচনা কর।
৭। ক্ত প্রত্যয়ের সাহায্যে পাঁচটি শব্দ গঠন কর।
৮। পাঁচটি শব্দে ক্তবতু প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখাও।
৯। শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।
১০। তুমুন্ প্রত্যয় কোথায় ব্যবহৃত হয়? কয়েকটি তুমুন প্রত্যয়ান্ত শব্দের উল্লেখ কর।
১১। ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয়ের ব্যবহারবিধি আলোচনা কর।

১২। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-**

(ক) √কৃ + তব্য =

(১) কৃতব্য (২) কৃতাব্য

(৩) কর্তব্য (৪) কর্তব্য।

(খ) √সেব্ + অনীয়=

(১) সেবনীয় (২) সেবনিয়

(৩) সেবমান (৪) সেবিতুম্।

(গ) √পচ্ + ক্ত =

(১) পক্ক (২) পক্ব

(৩) পক্ত (৪) পাক্ক।

(ঘ) √জি + তুমুন্ =

(১) জিতুম্ (২) জীতুম্

(৩) জাতুম্ (৪) জেতুম্।

(ঙ) বি – √হস্ + ল্যপ্ =

(১) বিহস্য (২) বিহাস্য

(৩) বিহিস্য (৪) বিহশ্য।

(খ) তদ্ধিত প্রকরণ

দশরথ + ইঞ্ = দাশরথি

তর্ক + ঠক্ = তার্কিক।

উপরের উদাহরণ দুটোর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ কর। প্রথম উদাহরণে 'দশরথ' শব্দটির সঙ্গে 'ইঞ্ প্রত্যয় যোগে 'দাশরথি' এই নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে 'তর্ক' শব্দটির সঙ্গে ঠক্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ 'তার্কিক' এর সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং

যেসব প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদের বলা হয় তদ্ধিত প্রত্যয়।

তদ্ধিত প্রত্যয় অসংখ্য। এরা নতুন শব্দ গঠন করে ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। বিভিন্ন অর্থে এদের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এখানে কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিবরণ দেয়া হল।

অপত্যার্থক তদ্ধিত প্রত্যয়

যার জন্মের ফলে বংশ পতিত হয় না, তাকে বলা হয় অপত্য। সুতরাং অপত্য বললে পুত্রক্যাদি সন্তানকে বোঝায়। অপত্য অর্থে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাদের অপত্য প্রত্যয় বলা হয়। অপত্য অর্থে সাধারণতঃ ইঞ্, যঞ্, ণ্য, অণ্ ঢক্, ফক্, ঠক্ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ইঞ্-এর 'ই', য ঞ্ এর 'য', ণ্য এর 'য' , এবং অণ্ এর 'অ' থাকে। ঢক্ স্থানে 'এয়'', ফক্ স্থানে 'আয়ন' এবং ঠক্ স্থানে 'ইক' হয়। যেসব শব্দের উত্তর এই অপত্য প্রতয়গুলো যুক্ত হয়, তাদের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ অ স্থানে 'আ'; ই, ঈ, স্থানে ;'ঐ'; উ, ঊ, স্থানে 'ঔ' এবং ঋ স্থানে 'আর্' হয়।

ই ঞ্ (ই) ঃ সুমিত্রা + ইঞ্ = সৌমিত্রিঃ (সুমিত্রায়াঃ পুত্রঃ)
দ্রোণ + ইঞ্ = দ্রৌণিঃ (দ্রোণস্য পুত্রঃ)

যঞ্ (য) ঃ গর্গ + যঞ্ = গার্গ্য ঃ (গর্গস্য পুত্রঃ)
জমদগ্নি + যঞ্ = জামদগ্ন্যঃ (জমদগ্নেঃ পুত্রঃ)

ণ্য (য) ঃ দিতি + ণ্য = আদিত্যঃ (অদিতেঃ পুত্রঃ)
অদিতি + ণ্য = দৈত্যঃ (দিতেঃ পুত্রঃ)

অন্ (অ) ঃ পৃথা + অণ্ = পার্থঃ (পৃথায়াঃ পুত্রঃ)
পাণ্ডু + অণ্ = পাণ্ডবঃ (পাণ্ডোঃ পুত্রঃ)

ঢক্ (এয়) ঃ কুন্তী + ঢক্ = কৌন্তেয়ঃ (কুন্ত্যাঃ পুত্রঃ)
গঙ্গা + ঢক, = গাঙ্গেয়ঃ (গঙ্গায়াঃ পুত্রঃ)

ফক্ (আয়ন) ঃ নর + ফক্ = নারায়ণঃ (নরস্য পুত্রঃ)
দ্রোণ + ফক্ = দ্রৌণায়ণঃ (দ্রোণস্য পুত্রঃ)

ঠক্ (ইক) ঃ রেবতী + ঠক্ = রৈবতিকঃ (রেবত্যাঃ পুত্রঃ)।

২০২২

নানা অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়

১। **তা পড়ে বা জানে এই অর্থে–**

যেমন– বেদং বেত্তি অধীতে বা = বৈদিকঃ (বেদ + ঠক্)

ব্যাকরণং বেত্তি অধীতে বা = বৈয়াকরণঃ (ব্যাকরণ + অণ্)।

২। **তার দ্বারা প্রোক্ত অর্থাৎ তিনি বলেছেন এই অর্থে। যেমন –**

পাণিনিমা প্রোক্তম্ = পাণিনীয়ম্ (পাণিনি + ছ)

ঋষিণা প্রোক্তম্ = আর্ষম্ (ঋষি + অণ্)

৩। **তার দ্বারা কৃত এই অর্থে। যেমন –**

কায়েন নির্বৃত্তম্ = কায়িকম্ (কায় + ঠক্)

শরীরেণ নির্বৃত্তম্ = শারীরিকম্ (শরীর + ঠক্)

মনসা নির্বৃত্তম্ = মানসিকম্ (মনস্ + ঠক্)

৪। **সেখানে জাত এই অর্থে। যেমন –**

সমুদ্রে ভবঃ = সামুদ্রিকঃ (সমুদ্র + ঠক্)

কুল ভবঃ = কুলীনঃ (কুল + খ)।

৫। **সেই স্থান থেকে আগত এই অর্থে। যেমন–**

মথুরায়াঃ আগতঃ = মাথুরঃ (মথুরা + অণ্)

পিতুঃ আগতম্ = পিত্র্যম্ (পিতৃ + যৎ)

৬। **তাতে নিপুণ এই অর্থে। যেমন–**

সভায়াং সাধুঃ = সভ্যঃ (সভা + যৎ)

সমাজে সাধুঃ = সামাজিকঃ (সমাজ + ঠক্)।

৭। **তার সমূহ এই অর্থে। যেমন–**

ভিক্ষাণাং সমূহঃ = ভৈক্ষম্ (ভিক্ষা + অণ্)

মনুষ্যাণং সমূহঃ = মানুষ্যকম্ (মনুষ্য + বুঞ্)।

৮। **তার বিকার এই অর্থে। যেমন–**

তিলস্য বিকারঃ = তৈলম্ (তিল + অণ্)

মৃদঃ বিকারঃ = মৃন্ময়ঃ (মৃৎ + ময়ট্)।

৯। **তার দ্বারা রঞ্জিত এই অর্থে। যেমন–**

নীল্যা রক্তম = নীলম্ (নীলী + অণ্)

পীতেন রঞ্জিতম্ = পীতকম্ (পীত + কন্)।

১০। কোনও ব্যক্তি বা বিষয় অবলম্বনে গ্রন্থ রচিত হয়েছে এই অর্থে। যেমন–

ভগবন্তম্ অধিকৃত্য কৃতম = ভাগবতম্ (ভগবৎ + অণ্)

রামম্ অধিকৃত্য কৃতম্ = রামায়ণম্ (রাম + ফক্)।

১১। নিমিত্তার্থ বোঝাতে। যেমন –

পাদার্থম্ উদকম্ = পাদ্যম্ (পাদ + যৎ)

অতিথয়ে ইদম্ = আতিথ্যম্ (অতিথি + ণ্য)।

১২। তার হিত এই অর্থে। যেমন –

সর্বজনেভ্যঃ হিতম্ = সার্বজনীনম্ (সর্বজন + খ)

বিশ্বজনেভ্যঃ হিতম্ = বিশ্বজনীনম্ (বিশ্বজন + খ)।

১৩। তার দ্বারা বেঁচে আছে অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহ করছে এই অর্থে। যেমন –

বেতনেন জীবতি = বৈতনিকঃ (বেতন + ঠক্)

নাবা জীবতি = নাবিকঃ (নৌ + ঠক্)।

১৪। এ তার প্রয়োজন এই অর্থে। যেমন –

শ্রদ্ধা প্রয়োজনম্ অস্য = শ্রাদ্ধম্ (শ্রদ্ধা + অণ্)

আয়ুঃ প্রয়োজনম্ অস্য = আয়ুষ্যম্ (আয়ুস্ + যৎ)।

১৫। তার ভাব ও কর্ম এই অর্থে। যেমন –

কুমারস্য ভাবঃ কর্ম বা = কৌমারম্ (কুমার + অণ্)

শিশোঃ ভাবঃ কর্ম বা = শৈশবম্ (শিশু + অণ্)।

১৬। তার ভাব এই অর্থে শব্দের উত্তর ও তল্ প্রত্যয় হয়। তল্ প্রত্যয়ের 'ত' শব্দের সাথে জড়িত হয় এবং তার উত্তর আপ্ (আ) প্রত্যয় হয়। যেমন –

সাধোঃ ভাবঃ কর্ম বা = সাধুত্বম (সাধু + ত্ব)

সাধুতা (সাধু + তল্ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্)

অনুশীলনী

১। তদ্ধিত প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

২। অপত্যার্থক তদ্ধিত প্রত্যয় কি? বুঝিয়ে বল।

৩। পাঁচটি বিভিন্ন অপত্যার্থক তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করে প্রত্যেকটির অর্থ বল।

৪। **নিম্নলিখিত অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও ঃ-**

(ক) তার দ্বারা কৃত (খ) তাতে নিপুণ (গ) সেখানে জাত (ঘ) তার সমূহ (ঙ) তার দ্বারা রঞ্জিত (চ) তার বিকার।

৫। **একশব্দে প্রকাশ কর ঃ-**

(ক) পাদার্থম্ উদকম্। (খ) সর্বজনেভ্যঃ হিতম্। (গ) বেতনেন জীবতি (ঘ) মৃদঃ বিকারঃ (ঙ) সুখম্ অস্য অস্তি। (চ) ভক্তিঃ অস্য অস্তি।

৬। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও ঃ-**

(ক) পৃথা + অণ্ =

(১) পার্থিবঃ (২) পার্থেয়ঃ
(৩) পার্থঃ (৪) পার্থিয়ঃ।

(খ) রেবতী + ঠক্ =

(১) রৈবতিকঃ (২) রেবতকি
(৩) রৈবতঃ (৪) রেবতঃ।

(গ) মথুরা + অণ্ =

(১) মথুরঃ (২) মাথুরঃ
(৩) মাথুরি (৪) মাথুরী।

(ঘ) পিতুঃ আগতম্ =

(১) পিতারম্ (২) পাতরম
(৩) পীতকম্ (৪) পৈত্রম্।

(ঙ) নীল্যা রক্তম্ =

(১) নীলম্ (২) নৈলম্
(৩) নিলম্ (৪) নীলিম্।

২০২১

অষ্টম পাঠ

পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ বিধান

কর্তৃবাচ্যে সংস্কৃত ধাতু তিন প্রকার ঃ- পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী। কিন্তু বিভিন্ন উপসর্গযোগে এবং বিশেষ বিশেষ অর্থে পরস্মৈপদী ধাতুর আত্মনেপদ, আত্মনেপদী ধাতুর পরস্মৈপদ এবং উভয়পদী ধাতুর কেবল আত্মনেপদ বা পরস্মৈপদে প্রয়োগ হয়। জি– ধাতু পরস্মৈপদী। কিন্তু 'বি' বা 'পরা' উপসর্গ যুক্ত হলে এর প্রয়োগ হয় কেবল আত্মনেপদে। যেমন– **বিজয়তে** মহারাজঃ। শত্রূন্ **পরাজয়স্ব**। রম্ –ধাতু আত্মনেপদী। কিন্তু 'বি' পূর্বক বা 'আ' পূর্বক রম্ ধাতু পরস্মৈপদী হয়। যেমন – পাপাৎ **বিরমতি**। রাজা প্রাসাদে **আরমতি**। বহ্ ধাতু উভয়পদী হলেও প্র– পূর্বক বহ্ ধাতুর পরস্মৈপদে প্রয়োগ হয়। যেমন– নদী **প্রবহতি**। আবার উভয়পদী 'ক্রী' ধাতু যখন 'বি' উপসর্গ যুক্ত হয়, তখন কেবলমাত্র আত্মনেপদে এর প্রয়োগ হয়। যেমন – ফলং বিক্রীণীতে সুরেশঃ। 'অবস্থান করা' অর্থে 'স্থা' ধাতু পরস্মৈপদী। কিন্তু মধ্যস্থতা নির্ণয় বোঝাতে আত্মনেপদে এর প্রয়োগ হয়। যেমন– দেবেশঃ ত্বয়ি **তিষ্ঠতে**।

(ক) পরস্মৈপদ বিধান

বিভিন্ন উপসর্গের যোগে এবং অর্থভেদে কতকগুলো আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতু পরস্মৈপদী হয়। এভাবে ধাতুর পরস্মৈপদী হওয়ার নিয়মকে পরস্মৈপদ বিধান বলে।

প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আত্মনেপদী বা উভয়পদী ধাতু পরস্মৈপদী হয় ঃ-

১। কৃ– ধাতু উভয়পদী; কিন্তু অনু- পূর্বক ও পরা - পূর্বক কৃ- ধাতুর কেবল পরস্মৈপদ হয়। যেমন- শিশুঃ মাতরম্ অনুকরোতি - শিশু মাতাকে অনুকরণ করছে। তস্য আবেদনং পরাকুরু– তার আবেদন প্রত্যাখ্যান কর।

২। 'রম্' ধাতু আত্মনেপদী; কিন্তু 'বি', 'আ' ও 'পরি' পূর্বক 'রম্' ধাতুর পরস্মৈপদ হয়। যেমন – সজ্জনঃ পাপাৎ **বিরমতি** – সজ্জন পাপ থেকে বিরত হয়। **অধুনা** স গৃহে **আরমতি** – এখন তিনি গৃহে আরাম করছেন। বালকঃ ক্রীড়ায়াম্ **পরিরমতি** – বালক খেলায় আনন্দ পায়।

৩। 'বহ্' ধাতু উভয়পদী; কিন্তু প্র– পূর্বক বহ্ ধাতু পরস্মৈপদী হয়। যেমন – যমুনা **প্রবহতি** – যমুনা প্রবাহিত হচ্ছে।

(খ) আত্মনেপদ বিধান

বিভিন্ন উপসর্গের সংযোগে এবং অর্থভেদে কতগুলো পরস্মৈপদী ও উভয়পদী ধাতু আত্মনেপদী হয়। এভাবে পরস্মৈপদী ও উভয়পদী ধাতুর আত্মনেপদী হওয়ার নিয়মকে আত্মনেপদ বিধান বলে।

ধাতুর আত্মনেপদী হওয়ার প্রধান কতগুলো ক্ষেত্র ঃ

১। 'জি' ধাতু পরস্মৈপদী কিন্তু 'বি' ও 'পরা' পূর্বক 'জি' ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন– বিজয়তাং **মহারাজঃ** – মহরাজ বিজয়ী হোন। বীরঃ শত্রুং পরাজয়তে – বীর শত্রুকে পরাজিত করেন।

২। স্থা ধাতু পরস্মৈপদী; কিন্তু সম্, অব, প্র ও বি পূর্বক 'স্থা' ধাতু আত্মনেপদী পদ। যেমন– শিষ্যঃ গুরোর্বাক্যে **সন্তিষ্ঠতে** – শিষ্য গুরুর বাক্য মেনে চলে। অলসঃ গৃহে **অবতিষ্ঠতে** – অলস ব্যক্তি গৃহে অবস্থান করে। রামঃ গৃহাৎ প্রতিষ্ঠতে – রাম গৃহ থেকে প্রস্থান করছে; পুত্রঃ পিতুঃ **বিতিষ্ঠতে** – পুত্র পিতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে।

৩। 'বদ্' ধাতু পরস্পৈপদী; কিন্তু বিবাদ অর্থে বি– পূর্বক বদ্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। মেযন – মূর্খাঃ পরস্পরং **বিবদন্তে** – মূর্খেরা পরস্পর বিবাদ করে।

৪। 'রক্ষা' ভিন্ন অন্য অর্থে (ভোজন করা বা ভোগ করা অর্থে) ভুজ্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন– বালকঃ অন্নং **ভুঙ্ক্তে**– বালকটি ভাত খায়। ধনী সুখং **ভুঙ্ক্তে** – ধনী সুখ ভোগ করে।

'রক্ষা করা' – অর্থে 'ভুজ' ধাতু পরসৈম্পদী হয়। যেমন – রাজা মহীং **ভুনক্তি** – রাজা পৃথিবী রক্ষা করেন।

৫। শারীরিক উত্থান ভিন্ন অন্য অর্থে অর্থাৎ 'চেস্টা' অর্থে উৎ– পূর্বক 'স্থা' ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন – মুক্তৌ যোগী **উত্তিষ্ঠতে** – যোগী মুক্তির জন্য চেস্টা করেন।

শারীরিক উত্থান অর্থে উৎ– পূর্বক 'স্থা' ধাতু পরস্মৈপদী হয়। যেমন – রাজা আসনাৎ উত্তিষ্ঠতি – রাজা আসান থেকে উঠছেন।

৬। 'স্পর্ধা' অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য আহবান বোঝালে আ– পূর্বক 'হেব'– ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন– মল্লো মল্লম্ **আহ্বয়তে** –একজন কুস্তিগির আরেকজন **কুস্তিগিরকে** যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছে।

সাধারণভাবে 'আহ্বান' বোঝালে আ– পূর্বক 'হেব' –ধাতু পরস্মৈপদী হয়। যেমন – স মাম্ আহ্বয়তি –সে আমাকে ডাকছে।

৭। কর্তা যদি নিজে ফল লাভের জন্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তবে উভয়পদী ধাতুর আত্মনেপদে প্রয়োগ হয় এবং পরের জন্য যদি কাজ করেন, তবে পরস্মৈপদে প্রয়োগ হয়। যেমন – ব্রাহ্মণঃ **যজতে** – ব্রাহ্মণঃ নিজের কল্যাণের জন্য যজ্ঞ করেন। ব্রাহ্মণঃ **যজতি** – ব্রাহ্মণ অপরের কল্যাণের জন্য যজ্ঞ করেন।

অনুশীলনী

১। পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদবিধান বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। কোন্ কোন্ স্থলে আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতু পরস্মৈপদী হয়? প্রতি ক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।

৩। কোন্ কোন্ স্থলে স্থা ধাতু আত্মনেপদী হয়? প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।

৪। **অর্থগত পার্থক্য দেখিয়ে বাক্য রচনা কর ঃ-**

ভুঙ্ক্তে	উত্তিষ্ঠতে	আহ্বয়তে	যজতে
ভুনক্তি	উত্তিষ্ঠতি	আহবয়তি	যজতি

৫। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-**

(ক) রম্ ধাতু কখন পরস্মৈপদী হয়?

(খ) বহ্ ধাতু পরস্মৈপদী হয় কখন?

(গ) বি পূর্বক জি ধাতু কোন্ পদী হয়?

(ঘ) বদ্ ধাতু কখন আত্মনেপদী হয়?

(ঙ) ভুজ্ – ধাতু আত্মনেপদী হয় কখন?

৬। **বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লেখ ঃ-**

(ক) রামঃ গৃহাৎ প্রতিষ্ঠতি।

(খ) বালকঃ অন্নং ভুনক্তি।

(গ) আসনাৎ উত্তিষ্ঠতে রাজা।

(ঘ) দরিদ্রস্য বাক্যে ন কোঽপি সন্তিষ্ঠতি।

(ঙ) বীরঃ শত্রুং পরাজয়তি।

৭। **সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-**

(ক) বি– পূর্বক জি ধাতু–

(১) আত্মনেপদী (২) পরস্মৈপদী

(৩) উভয়পদী (৪) পরাত্মপদী।

(খ) কর্তৃবাচ্যে সংস্কৃত ধাতু–

(১) দুই প্রকার (২) তিন প্রকার

(৩) চার প্রকার (৪) পাঁচ প্রকার।

(গ) 'বিবদতে' পদের অর্থ–

(১) বলে (২) বিবাদ করে

(৩) হিংসা করে (৪) কাঁদে।

(ঘ) 'আহ্বয়তি পদের অর্থ–

(১) আহ্বান করে (২) যুদ্ধের জন্য ডাকে

(৩) যুদ্ধ করে (৪) যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে।

নবম পাঠ

ণিজন্ত প্রকরণ

কাউকে কোন কার্যে নিযুক্ত করাকে প্রেরণ বলে। প্রেরণ অর্থে ধাতুর উত্তর ণিচ্ হয়। ণিচ্ এর 'ই' ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। ফলে ধাতুটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। 'গম' একটি ধাতু। এর সঙ্গে ণিচ্ যুক্ত হয়ে ধাতুটি হয় 'গামি' (√গম্ +ই)। আবার 'পঠ্' একটি ধাতু। এর সঙ্গে ণিচ্ যুক্ত হয়ে ধাতুটি হয় 'পঠি' (পঠ্ + ই)।

ণিজন্ত ধাতু উভয়পদী। ণিজন্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একজন বস্তুত কাজ করে এবং অপর ব্যক্তি তাকে সেই কাজে প্রবৃত্ত করায়। যে অন্যকে কাজে প্রবর্তিত করে, সে প্রযোজক কর্তা, আর যে অন্যের প্রেরণায় কাজে প্রবৃত্ত হয়, সে **প্রযোজ্য কর্তা**; যেমন- মা ছেলেকে চাঁদ দেখাচ্ছেন- এই বাক্যে মায়ের প্রেরণায় পুত্র চাঁদ দেখার কার্যে প্রবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং 'মা' প্রযোজক কর্তা এবং 'পুত্র' **প্রযোজ্য কর্তা**। প্রযোজ্য কর্তার অন্য নাম হেতুকর্তা। প্রযোজক কর্তায় প্রথমা ও প্রযোজ্য কর্তায় সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়; যেমন- প্রভুঃ পাচকেন অন্নং পাচয়তি -প্রভু পাচকের দ্বারা অন্ন পাক করাচ্ছেন। এখানে 'প্রভু' প্রযোজক কর্তা। তাই 'প্রভু' শব্দের সঙ্গে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে। 'পাচক' প্রযোজ্য কর্তা। তাই 'পাচক' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃতীয়া বিভক্তি।

কতিপয় ণিজন্ত ধাতুরূপের আদর্শ

মূলধাতু	ণিজন্ত ধাতু	ণিজন্ত ধাতুর রূপ (লট্ এর প্রথম পুরুষের একবচন)
অদ্ (খাওয়া)	আদি	আদয়তি (খাওয়ায়)
কৃ (করা)	কারি	কারয়তি (করায়)
গম্ (যাওয়া)	গমি	গময়তি (যাওয়ায়)
জ্ঞা (জানা)	জ্ঞাপি	জ্ঞাপয়তি (জানায়)
পা (পান করা)	পায়ি	পায়য়তি (পান করায়)
লিখ্ (লেখা)	লেখি	লেখয়তি (লেখায়)
শী (শয়ণ করা)	শায়ি	শায়য়তি (শোয়ায়)
শ্রু (শ্রবণ করা)	শ্রাবি	শ্রাবয়তি (শ্রবণ করায়)
হন্ (হত্যা করা)	ঘাতি	ঘাতয়তি (হত্যা করায়)

কয়েকটি ধাতুর উত্তর ণিচ্ যোগ করলে একাধিক রূপ হয় এবং তাদের অর্থের পার্থক্য থাকে; যেমন-

চল্ - চলয়তি (কম্পিত করে)- বায়ুঃ বৃক্ষশাখাং চলয়তি-বায়ু বৃক্ষশাখা কম্পিত করে।

চালয়তি (বিকৃত করে)- লোভঃ মতিং চালয়তি-লোভ বুদ্ধি বিকৃত করে।

জ্ঞা- জ্ঞপয়তি (হত্যা করে)- রাজা শত্রুং জ্ঞপয়তি- রাজা শত্রুকে হত্যা করেন।

২০২

দুষ্ - দূষয়তি(খারাপ করে)- বর্ষাঃ জলং দূষয়ন্তি— বর্ষা জল খারাপ করে।

দোষয়তি (চিত্তবিকার জন্মায়)-লোভঃ চিত্তং দোষয়তি-লোভ চিত্তবিকার জন্মায়।

নট্- নটয়তি (নাচায়)- স হিংস্রান্ অপি নটয়তি- সে হিংস্র জন্তুদেরও নাচায়।

নাটয়তি (অভিনয় করে)- রাজা শরসন্ধানং নাটয়তি – রাজা তীর নিক্ষেপের অভিনয় করেন।

ভী- ভায়য়তি (অন্য কিছুর সাহায্যে ভয় দেখায়)- স বালকং দণ্ডেন ভায়য়তি – সে লাঠির সাহায্যে বালকটিকে ভয় দেখায়।

ভীষয়তে/ভাপয়তে (নিজে ভয় দেখায়)- ব্যাঘ্রঃ তং ভীষয়তে/ভাপয়তে- ব্যাঘ্র তাকে ভয় দেখায়।

অনুশীলনী

১। ণিজন্ত ধাতু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। প্রযোজক ও প্রযোজ্য কর্তার মধ্যে পার্থক্য কি? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩। **ণিচ্ যোগ করে নিচের ধাতুগুলোর রূপ প্রদর্শন করঃ-**

অদ্, পা, কৃ, শী, হন্, গম, জ্ঞা।

৪। **অর্থগত পার্থক্য প্রদর্শন করে বাক্য রচনা করঃ-**

ভীষয়তে	চলয়তি	দূষয়তি	নটয়তি
ভায়য়তি	চালয়তি	দোষয়তি	নাটয়তি

৫। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ-**

(ক) প্রেরণ কাকে বলে?

(খ) ণিজন্ত ধাতু কোন্ পদী;

(গ) যে অন্যকে কাজে প্রবর্তিত করে, তাকে কি বলে?

(ঘ) যে অন্যের প্রেরণায় কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাকে কি বলে?

(ঙ) প্রযোজক কর্তায় কোন্ বিভক্তি হয়?

(চ) প্রযোজ্য কর্তায় কোন্ বিভক্তি হয়?

২০২২

৬। সঠিক উত্তরটি পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাওঃ-

(ক) √গম্ + ই =

(১) গামি (২) গামী

(৩) গমী (৪) গমি।

(খ) √শী + ই =

(১) শায়ি (২) শায়ী

(৩) শয়ি (৪) শয়ী।

(গ) √শ্রু + ই =

(১) শ্রবি (২) শ্রাবি

(৩) শ্রাবী (৪) শ্রবী।

(ঘ) √হন্ + ই =

(১) ঘতি (২) ঘতী

(৩) ঘাতি (৪) ঘাতী।

(ঙ) √পা + ই =

(১) পয়ি (২) পায়ি

(৩) পায়ী (৪) পয়ী।

দশম পাঠ

নাম ধাতু

নামপদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হলে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে নামধাতু বলা হয়। দুঃখ + ক্যঙ্ = দুঃখায়। এখানে 'দুঃখ' একটি শব্দ। এর সঙ্গে ক্যঙ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'দুঃখায়' এই ধাতুটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'দুঃখায়' একটি নামধাতু। এই ধাতুটির উত্তর বিভিন্ন তিঙ্ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন- দুঃখায়তে, দুঃখায়েতে, দুঃখায়ন্তে ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে ক্যঙ্ (ক্ + য্ + অ + ঙ্) প্রত্যয়ের 'য' (য্ + অ) শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, অবশিষ্টাংশ 'ইৎ' হয়।

শব্দের সঙ্গে ক্যচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়েও নামধাতু গঠিত হয় এবং এর স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন- আত্মনঃ পুত্রম্ ইচ্ছতি = পুত্রীয়তি (পুত্র + ক্যচ্ + লট্ তি)। আত্মনঃ ধনম্ ইচ্ছতি = ধনীয়তি (ধন + ক্যচ্ + লট্ তি)।

নামধাতুর সাধারণ কয়েকটি নিয়ম

১। পিপাসা অর্থে উদক্ (জল) শব্দের উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয় হয় এবং উদক্ শব্দ স্থানে উদন্ হয়। যেমন- উদকং পাতুম্ ইচ্ছতি = উদন্যতি (উদক + ক্যচ্ + লট্ তি)।

২। আচরণ অর্থে কর্মবাচক ও অধিকরণবাচক উপমানের উত্তর ক্যচ্ হয়। যেমন- শিষ্যং পুত্রম্ ইব আচরতি = পুত্রীয়তি (পুত্র + ক্যচ্ + লট্ তি)। গৃহে ইব আচরতি = গৃহীয়তি (গৃহ + ক্যচ্ + লট্ তি)।

৩। আচরণ অর্থে কর্তৃবাচক উপমানের উত্তর ক্যঙ্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতুর আত্মনেপদ হয়। ক্যঙ্ প্রত্যেয়ের 'য' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ইৎ হয়। ক্যঙ্ প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের অন্তস্থিত ন্ - কার ও স্-কারের লোপ হয়। যেমন- রাজা ইব আচরতি = রাজায়তে (রাজন্ + ক্যঙ্ লট্ তে)। ওজ ইব আচরতি = ওজায়তে(ওজস্ + ক্যঙ্ + লট্ তে)।

৪। ক্যঙ্ প্রত্যয় পরে থাকলে শব্দের অন্তস্থিত হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন- পুত্রঃ ইব আচরতি = পুত্রায়তে (পুত্র + ক্যঙ্ + লট্ তে)। শিষ্যঃ ইব আচরতি = শিষ্যায়তে (শিষ্য + ক্যঙ্ + লট্ তে)। হংসঃ ইব আচরতি= হংসায়তে (হংস + ক্যঙ্ + লট্ তে)।

৫। করা অর্থে শব্দ ও কলহ শব্দের উত্তর এবং অনুভব অর্থে সুখ ও দুঃখ শব্দের উত্তর ক্যঙ্ প্রত্যয় হয়। যেমন -শব্দং করোতি = শব্দায়তে (শব্দ + ক্যঙ্ + লট্ তে)। কলহং করোতি = কলহায়তে (কলহ + ক্যঙ্ + লট্ তে)। সুখম্ অনুভবতি = সুখায়তে (সুখ + ক্যঙ্ + লট্ তে)। দুঃখম্ অনুভবতি = দুখায়তে (দুঃখ + ক্যঙ্ + লট্ তে)।

অনুশীলনী

১। 'নামধাতু' কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। 'নামধাতু' গঠনের প্রথম দুটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

৩। শব্দ, কলহ, দুঃখ ও সুখ শব্দকে নামধাতুরূপে ব্যবহার করে উদাহরণ দাও।

৪। একশব্দে প্রকাশ কর ঃ-

(ক) পুত্রম্ ইব আচরতি। (খ) উদকং পাতুম্ ইচ্ছতি। (গ) রাজা ইব আচরতি। (ঘ) শব্দং করোতি। (ঙ) তপঃ চরতি।

৫। সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-

(ক) 'নামধাতু' গঠনের সময় 'উদক্' শব্দ স্থানে হয়-

(১) উদন্ (২) ওদন্

(৩) এদন্ (৪) ঔদন্

(খ) 'পুত্রম্ ইব আচরতি'-

(১) পুত্রায়তে (২) পুত্রীয়তি

(৩) পুত্রীয়তে (৪) পুত্রিয়তে

(গ) 'আচরণ' অর্থে কর্তৃবাচক উপমানের উত্তর হয়-

(১) কিঙ্ (২) কেঙ্

(৩) ক্যঙ্ (৪) ক্যাঙ্

(ঘ) 'করা' অর্থে কলহ শব্দের উত্তর হয়-

(১) ক্বিপ্ (২) কি

(৩) ক্যঙ্ (৪) ক্যচ্

একাদশ পাঠ

স্ত্রী প্রত্যয়

কোকিল + টাপ্ (আ) = কোকিলা

নর্তক + ঙীষ্ (ঈ) = নর্তকী

উপরে দুটো উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে 'কোকিল' একটি পুংলিঙ্গা শব্দ। এর সঙ্গো 'টাপ্' প্রত্যয়যোগে 'কোকিলা' এই স্ত্রীলিঙ্গা শব্দটি গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে 'নর্তক' এই পুঃলিঙ্গা শব্দটির সঙ্গো 'ঙীষ্' প্রত্যয়যোগে 'নর্তকী' শব্দটি গঠন করা হয়েছে। এরূপ-

যেসব প্রত্যয় পুংলিঙ্গা শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গা শব্দ গঠন করে, তাদেরকে স্ত্রী প্রত্যয় বলা হয়।

টাপ্ ঙীপ্, ভীষ্ ঙীন্, উঙ্, প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য স্ত্রী প্রত্যয়। টাপ্ এর আ, ঙীপ্, ঙীষ্, ও ঙীনের 'ঈ' এবং উঙ, এর উ পুংলিঙ্গা শব্দের সঙ্গো যুক্ত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গা শব্দ গঠন করে। নিম্নে এদের ব্যবহার- বিধি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

টাপ্ (আ)

১। **অজ প্রভৃতি শব্দ এবং অ- কারান্ত শব্দের উত্তর টাপ্ হয়। যেমন-**

পুংলিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা	পুংলিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা
অজ	অজা	কৃশ	কৃশা
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা		
মনোহর	মনোহরা	চতুর	চতুরা

২। টাপ্ প্রত্যয় পরে থাকলে প্রত্যয়ের ক-কারের পূর্ববর্তী অ-কার স্থানে ই-কার হয়। যথা-

পুংলিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা	পুংলিঙ্গা	স্ত্রীলিঙ্গা
নায়ক	নায়িকা	গায়ক	গায়িকা
পাচক	পাচিকা	পাঠক	পাঠিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	সাধক	সাধিকা

"ঙীপ্ প্রত্যয়"

১। ঋ- কারান্ত ও ন্ -কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গো ঙীপ্ হয়। যেমন-

পুং	**স্ত্রী**	**পুং**	**স্ত্রী**	**পুং**	**স্ত্রীলিঙ্গা**
দাতৃ	দাত্রী	কর্তৃ	কর্ত্রী	নেতৃ	নেত্রী
ধাতৃ	ধাত্রী	গুণিন্	গুণিনী	শ্বন্	শুনী
রাজন্	রাজ্ঞী	মানিন্	মানিনী	মেধাবিন্	মেধাবিনী

২০২

২। যজ্ঞফলের অংশভাগিনী হলে 'পতি' শব্দের 'ই' স্থানে ন্ এবং তারপর ঙীপ্ প্রত্যয় হয়। যেমন- পতিঃ – পত্নী।

৩। উ এবং ঋ ইৎ যায়, এরূপ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। মতুপ, ক্তবতু, ঈয়সুন্, প্রভৃতি প্রত্যয়ের উ- কার এবং 'শতৃ' প্রত্যয়ের ঋ-কার ইৎ যায়। যেমন-

মতুপ্–	শ্রীমৎ	শ্রীমতী,	বুদ্ধিমৎ	বুদ্ধিমতী
	জ্ঞাবনৎ	জ্ঞানবতী,	বলবৎ	বলবতী
ক্তবতু–	গতবৎ	গতবতী,	শ্রুতবৎ	শ্রুতবতী
ঈয়সুন্–	গরীয়ান্	গরীয়সী,	লঘীয়ান্	লঘীয়সী
শতৃ–	দদৎ	দদতী,	কুর্বৎ	কুর্বতী

৪। ঙীপ্ প্রত্যয় হলে, ভ্বাদি ও দিবাদি গণীয় ধাতুর উত্তর যুক্ত শতৃ প্রত্যয়ে ন্-এর আগম হয় এবং ন্ পূর্ববর্তী ত-কারে মিলিত হয়। যেমন-

ভ্বাদিগণীয়–	ভবৎ (ভূ + শতৃ)	ভবন্তী
	ধাবৎ (ধাব্ + শতৃ)	ধাবন্তী
দিবাদিগণীয়–	দীব্যৎ (দিব্ + শতৃ)	দীব্যন্তী
	পশ্যৎ (দৃশ্ + শতৃ)	পশ্যন্তী

"ঙীষ্ প্রত্যয়"

১। জায়া অর্থে জাতিবাচক অ-কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। যেমন-

ব্রাহ্মণ	-	ব্রাহ্মণী
শূদ্র	-	শূদ্রী
গোপ	-	গোপী
বৈশ্য	-	বৈশ্যী

২। ইন্দ্র, বরুণ, ভব, শর্ব, রুদ্র, মাতুল ও আচার্য শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমে আনুক্ (আন্) আগম হয় ও পরে ঙীষ্ হয়। যেমন-

ইন্দ্র-ইন্দ্রানী (ইন্দ্র + আন্ = ইন্দ্রান্ , ইন্দ্রান্ + ঈ)

বরুণ-বরুণানী (বরুণ + আন্ = বরুণান্, বরুণান্ + ঈ)

ভব-ভবানী (ভব + আন্ = ভবান্, ভবান্ + ঈ)

শর্ব- শর্বাণী (শর্ব + আন্ = শর্বান্, শর্বান্ + ঈ)

রুদ্র- রুদ্রানী (রুদ্র + আন্ = রুদ্রান্, রুদ্রান্ + ঈ)

মাতুল- মাতুলানী (মাতুল + আন্ = মাতুলান্, মাতুলান্ + ঈ)

আচার্য- আচার্যাণী (আচার্য + আন্ = আচার্যান্, আচার্যান্ + ঈ)

৩। মহত্ত্ব বোঝাতে হিম ও অরণ্য শব্দের উত্তর আনুক্ ও ঙীষ্ হয়। যেমন-
হিম- হিমানী (হিম + আন্ + ঈ) -মহৎ হিমম্।
অরণ্য- অরণ্যানী (অরণ্য + আন্ + ঈ) - মহৎ অরণ্যম্।

৪। 'ষ' ইৎ যায় এরূপ প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং গৌর প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ হয়। যেমন-

য ইৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ–	রজক	-	রজকী
	নর্তক	-	নর্তকী
গৌরাদি শব্দ–	গৌর	-	গৌরী
	সখা	-	সখী
	নট	-	নটী
	তরুণ	-	তরুণী
	মাতামহ	-	মাতামহী

৫। ঙীষ্ যুক্ত হলে মৎস্য শব্দের য-কারের লোপ হয়। যেমন- মৎস্য-মৎসী।

৬। দেবতা বোঝালে 'সূর্য' শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ হয়। যেমন- সূর্যস্য স্ত্রী = সূর্যা (দেবীস্ত্রী)। দেবতা না বোঝালে ঙীষ্ হয়। যেমন- সূর্যস্য স্ত্রী = সুরী (কুন্তী)।

৭। জায়া অর্থে আচার্য শব্দের উত্তর আনুক্ ও ঙীষ্ হয়। যেমন- আচার্যস্য জায়া = আচার্যাণী। কিন্তু স্বয়ং অধ্যাপিকা অর্থে 'আচার্য' শব্দের উত্তর টাপ্ হয়। যেমন- আচার্যা।

৮। লিপি অর্থে 'যবন' শব্দের উত্তর আনুক্ ও ঙীষ্ হয়। যেমন- যবনানাং লিপিঃ = যবনানী (যবন + আন্ + ঈ)। স্ত্রী অর্থে ঙীষ্ হয়। যেমন- যবন + ঙীষ্ = যবনী।

৯। স্থল, নীল, নাগ প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ঙীষ্ ও টাপ্ হয় এবং পরস্পর অর্থের প্রভেদ ঘটে। যেমন-

স্থল	- স্থলী -(স্থল + ঙীষ্) অকৃত্রিম ভূমি
	- স্থলা - (স্থল + টাপ্) কৃত্রিম ভূমি।
কবর	- কবরী (কবর + ঙীষ্) চুলে খোঁপা
	- কবরা (কবর + টাপ্) বিচিত্রা
নাগ	- নাগী (নাগ + ঙীষ্) হস্তিনী
	- নাগা (নাগ + টাপ্) সর্পী
কাল	- কালী (কাল + ঙীষ্) কৃষ্ণ বর্ণা
	- কালা (কাল + টাপ্) ওষধিবিশেষ
নীল	- নীলী (নীল + ঙীষ্) নীল রঙ, নীলগাছ
	- নীলা (নীল + টাপ্) নীল রঙে রঞ্জিতা শাড়ি।

"উঙ্ প্রত্যয়"

'শ্বশুর' শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে উঙ্ হয় এবং 'শ্বশুর' শব্দের উ-কার ও অ-কারের লোপ হয়। যেমন- শ্বশুর + উঙ্ = শ্বশ্রূ।

অনুশীলনী

১। স্ত্রী প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। কয়েকটি টাপ্ প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গা পদের উদাহরণ দাও।

৩। ঙীপ্ প্রত্যয়ের সাহায্যে পাঁচটি স্ত্রীলিঙ্গা পদ গঠন কর।

৪। **লিঙ্গান্তর করঃ-**

সম্পাদিকা, কর্তৃ,সাধক, গুণিন্, দদতী, শ্রীমৎ, দীব্যৎ, মেধাবিনী, শ্বন্, ইন্দ্র, ভবানী, শ্বশুর, নটী, হিম।

৫। **অর্থগত পার্থক্য প্রদর্শন করঃ-**

কবরী	স্থলী	নীলী	কালী	সূর্যা
কবরা	স্থলা	নীলা	কালা	সুরী

৬। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

(ক) টাপ্ কোন্ প্রত্যয়?

(খ) গরীয়ান্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গা কি?

(গ) মহত্ত্ব বোঝাতে 'অরণ্য' শব্দের উত্তর কি হয়?

(ঘ) 'যবনানী' শব্দের সংস্কৃত অর্থ কি?

(ঙ) 'শ্বশুর' শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গো কোন্ প্রত্যয় হয়?

(চ) কোন্ প্রত্যয় ব্যবহার করে গৌর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গা করা হয়?

(ছ) 'মাতুল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গা কি?

৭। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) **'গোপ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গা**

(১) গোপা (২) গোপিনী

(৩) গোপী (৪) গোপি।

(খ) **'ভবৎ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গা-**

(১) ভবন্তী (২) ভবন্তি

(৩) ভবতি (৪) ভবতী।

(গ) **'ঙীপ্' একটি-**

(১) সন্ প্রত্যয় (২) কৃৎ প্রত্যয়

(৩) তদ্ধিত প্রত্যয় (৪) স্ত্রী প্রত্যয়।

(ঘ) **'আচার্যা' শব্দের অর্থ-**

(১) আচার্যের পত্নী (২) স্বয়ম্ অধ্যাপিকা

(৩) আচার্যের কন্যা (৪) আচার্যের ভগ্নী।

(ঙ) **'মৎস্য' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গা-**

(১) মৎস্যা (২) মৎসী

(৩) মৎসী (৪) মৎসি।

দ্বাদশ পাঠ

উপসর্গ

উপসর্গ শব্দটি উপ-পূর্বক সৃজ্ ধাতু ও ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে গঠিত। সৃজ্-ধাতুর অর্থ সৃষ্টি করা। সুতরাং উপসর্গ শব্দের ব্যুপত্তিগত অর্থ হল যা বিবিধ অর্থের সৃষ্টি করে। পাণিনি বলেন, "উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" -যে সমস্ত অব্যয়শব্দ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাদের উপসর্গ বলা হয়। যেমন- প্র-√ভূ + লট্ তি = প্রভবতি। বি- √নশ্ + লট্ তি = বিনশ্যতি। সম্- √হৃ + লট্ তি = সংহরতি (সম্ + হরতি)

উপসর্গের কার্যাবলি ঃ উপসর্গ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন সাধন করে। যেমন- হৃ-ধাতুর অর্থ 'হরণ করা'। কিন্তু প্র-পূর্বক হৃ- ধাতুর অর্থ 'প্রহার করা'। গম্ -ধাতুর অর্থ 'গমন করা'; কিন্তু অনু-পূর্বক গম্ -ধাতুর অর্থ 'অনুগমন করা'। এ সম্পর্কে একটি কারিকা রয়েছে-

"উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।

প্রহারাহার -সংহার -বিহার -পরিহারবৎ॥"

প্রহার, আহার, সংহার, বিহার ও পরিহার -এর মত উপসর্গ বলপূর্বক ধাতুর অর্থ অন্যত্র নিয়ে যায়।

উপর্সগ অনেক সময় ধাতুর অর্থের পরিবর্তন সাধন না করে ধাতুর অর্থে অনুগমন করে। যেমন- বসতি-বাস করে। নিবসতি -বাস করে। উপসর্গ কখনও কখনও ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে। যেমন- নমতি-নত হয়। প্রণমতি -প্রকৃষ্টরূপে নত হয়। উপসর্গের এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বৈয়াকরণগণ একটি কারিকা প্রণয়ন করেছেন-

"ধাত্বর্থং বাধতে কৃচিৎ কৃচিত্তমনুবর্ততে।

তমেব বিশিনষ্ট্যন্য উপসর্গগতিস্ত্রিধা॥"

-কখনও কখনও উপসর্গ ধাতুর অর্থের পরিবর্তন সাধন করে এবং কখনও কখনও ধাতুর অর্থের অনুসরণ করে এবং কখনও বা ধাতুর অর্থকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে।

উপসর্গের সংখ্যা ঃ উপসর্গ ২০টি- প্র, উপ, অপ, অব, আ, পরা, বি, নি, সু, উৎ, অতি, প্রতি, পরি, অপি, অভি, অধি, অনু, নিঃ, দুঃ ও সম্।

অনুশীলনী

১। উপসর্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। উপসর্গের কার্যাবলি লেখ।

৩। উপসর্গ কয়টি ও কি কি ?

২০২১

৪। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ-**

(ক) উপসর্গ শব্দটি কিভাবে গঠিত?

(খ) সৃজ্ ধাতুর অর্থ কি?

(গ) উপসর্গ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি?

(ঘ) প্র -পূর্বক হৃ-ধাতুর অর্থ কি?

(ঙ) 'বিহার' শব্দে উপসর্গ কোন্‌টি?

৫। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাওঃ-**

(ক) গম্ - ধাতুর অর্থ

(১) দর্শন করা (২) গমন করা

(৩) শ্রবণ করা (৪) পাঠ করা।

(খ) হৃ -ধাতুর অর্থ

(১) হরণ করা (২) কূজন করা

(৩) শ্রবণ করা (৪) মনন করা।

(গ) 'প্রহরতি' পদে 'প্র' একটি-

(১) . অনুসর্গ (২) উপসর্গ

(৩) নিপাত (৪) সুপ্।

(ঘ) 'বসতি' ক্রিয়াপদের অর্থ-

(১) উপবাস করে (২) অধিবাস করে

(৩) উপহাস করে (৪) বাস করে।

(ঙ) উপসর্গের সংখ্যা-

(১) বিশ (২) পঁচিশ

(৩) ত্রিশ (৪) তেত্রিশ।

ত্রয়োদশ পাঠ

বাচ্য প্রকরণ

অহং চন্দ্রং পশ্যামি।

ময়া চন্দ্রঃ দৃশ্যতে।

উপরের দুটো বাক্যের বক্তব্য বিষয় এক। কিন্তু বাক্য দুটোর প্রকাশভঙ্গি পৃথক।

বাক্যের এরূপ বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গিকে বাচ্য বলা হয়। সংস্কৃতে বাচ্য চার প্রকার–

১। কর্তৃবাচ্য ২। কর্মবাচ্য ৩। ভাববাচ্য ও ৪। কর্মকর্তৃবাচ্য।

কর্তৃবাচ্য

বাক্যের যে রীতিতে কর্তার কথাই প্রধানভাবে বলা হয়, তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। এই বাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি ও কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্তার অধীন হয়, অর্থাৎ কর্তায় যে পুরুষ ও যে বচন হয়, ক্রিয়ায়ও সেই পুরুষ ও সেই বচন হয়ে থাকে।

নিচের শ্লোকটি মুখস্থ করলে কথাগুলো সহজে মনে থাকবে-

"লক্ষণং কর্তৃবাচ্যস্য প্রথমা কর্তৃকারকে।

দ্বিতীয়ান্তং ভবেৎ কর্ম কর্ত্রধীনং ক্রিয়াপদম্॥"

যেমন- পুরুষভেদে– অহং চন্দ্রং পশ্যামি।

ত্বং চন্দ্রং পশ্যসি।

স চন্দ্রং পশ্যতি।

বচনভেদে– বালকঃ পুস্তকং পঠতি।

বালকৌ পুস্তকে পঠতঃ।

বালকাঃ পুস্তকানি পঠন্তি।

কর্মবাচ্য

বাক্যের যে রীতিতে কর্মের প্রাধান্য থাকে তাকে কর্মবাচ্য বলে।

কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া ও কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয় এবং কর্ম অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। অর্থাৎ কর্ম যে পুরুষ ও যে বচনের হয়, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়ে থাকে। এ বাচ্যে সকল ধাতুই আত্মনেপদী মনে রাখতে হবে-

"কর্মবাচ্যে প্রয়োগে তু তৃতীয়া কর্তৃকারকে।

প্রথমান্তং ভবেৎ কর্ম কর্মাধীনং ক্রিয়াপদম্॥"

যেমন-

পুরুষভেদে– তেন অহং দৃশ্যে।
তেন ত্বং দৃশ্যসে।
ময়া স দৃশ্যতে।

বচনভেদে– ময়া বালকঃ দৃশ্যতে।
ময়া বালকৌ দৃশ্যেতে।
ময়া বালকাঃ দৃশ্যন্তে।

ভাববাচ্য

যে বাচ্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে তাকে ভাববাচ্য বলে। এই বাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, কর্ম থাকে **না এবং ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষ ও এক বচনান্ত হয়।** কর্মবাচ্যের মত লট্ প্রভৃতি চার বিভক্তিতে ধাতুর উত্তর 'য'হয়।

স্মরণ রাখতে হবে-

"ভাববাচ্যে কর্মাভাবস্তৃতীয়া কর্তৃকারকে।
প্রথম-পুরুষস্যৈকবচনং স্যাৎ ক্রিয়াপদে॥"

যেমন- শিশুনা শয্যতে।

বালকৈঃ হস্যতে।

কর্মকর্তৃবাচ্য

যে বাচ্যে কর্তার নিজগুণেই যেন আপনা থেকে কাজ হচ্ছে এরূপ বোঝায়, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলা হয়।

এ বাচ্যে ক্রিয়াটি সকর্মক হলেও অকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয়, ধাতু আত্মনেপদী হয় এবং কর্মপদ কর্তৃপদে পরিণত হয়।

যেমন- ভিদ্যতে বৃক্ষঃ।

এখানে বৃক্ষটি আপনা আপনিই ভেঙে যাচ্ছে এরূপ বোঝায়।

অনুরূপ উদাহরণঃ

ছিদ্যতে বস্ত্রম্।
পচ্যতে ওদনঃ
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ।

বাচ্য পরিবর্তন

অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে রূপান্তরিত করার নাম বাচ্য পরিবর্তন।

মনে রাখবে-

১। কর্তৃবাচ্যের বাক্যে যদি কর্ম থাকে, তবেই **তাকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা যায়। নতুবা কর্তৃবাচ্যকে** ভাববাচ্যে পরিণত করা চলে।

২। কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে **পরিণত করা যায়।**

৩। ক্রিয়া সকর্মক হলেও যদি কর্ম না থাকে, তবে **সেই বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করা চলে।**

বাচ্য পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম

কর্তৃবাচ্য

১। কর্তায় প্রথমা।

২। কর্তার বিশেষণে প্রথমা।

৩। কর্মে দ্বিতীয়া।

৪। কর্মের বিশেষণে দ্বিতীয়া।

৫। কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়া।

কর্মবাচ্য

১। কর্তায় তৃতীয়া।

২। কর্তার বিশেষণে তৃতীয়া।

৩। কর্মে প্রথমা।

৪। কর্মের বিশেষণে প্রথমা।

৫। কর্ম অনুযায়ী ক্রিয়া।

লট্ লোট্ প্রভৃতি চারটি বিভক্তিতে 'য' হয়। ধাতু **আত্মনেপদী হয়।**

ভাববাচ্য

১। কর্তায় তৃতীয়া।

২। ক্রিয়া প্রথম পুরুষের একবচন, আত্মনেপদী এবং **লট্ প্রভৃতি চার বিভক্তিতে 'য' হয়।**

বাচ্য পরিবর্তনের আদর্শ

কর্তৃবাচ্য— স চন্দ্রং পশ্যতি।

কর্মবাচ্য— তেন চন্দ্রঃ দৃশ্যতে।

কর্তৃবাচ্য— বৃদ্ধঃ ব্রাহ্মণঃ বেদং পঠতি।

২০২২ কর্মবাচ্য— বৃদ্ধেন ব্রাহ্মণেন বেদঃ পঠ্যতে।

কর্তৃবাচ্য— ধর্মঃ রক্ষতি ধার্মিকম্।

কর্মবাচ্য— ধর্মেণ ধার্মিকঃ রক্ষ্যতে।

কর্তৃবাচ্য— স মৃগং পশ্যতি।

কর্মবাচ্য— তেন মৃগঃ দৃশ্যতে।

কর্তৃবাচ্য— ত্বং মৃগৌ পশ্যসি।

কর্মবাচ্য— ত্বয়া মৃগৌ দৃশ্যেতে।

কর্তৃবাচ্য— অহং মৃগান্ পশ্যামি।

কর্মবাচ্য— ময়া মৃগাঃ দৃশ্যন্তে।

কর্তৃবাচ্য— তে বনে তিষ্ঠন্তি।

ভাববাচ্য— তৈঃ বনে স্থীয়তে।

কর্তৃবাচ্য— হৃষ্টাঃ শিশবঃ হসন্তি।

ভাববাচ্য— হৃষ্টৈঃ শিশুভিঃ হস্যতে।

কর্তৃবাচ্য— অহং তিষ্ঠামি।

ভাববাচ্য— ময়া স্থীয়তে।

অনুশীলনী

১। বাচ্য কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

২। কর্তৃবাচ্যের বৈশিষ্ট্য লেখ এবং প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত কর।

৩। কর্মবাচ্য কাকে বলে? কর্মবাচ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত শ্লোকটি উদ্ধৃত কর।

৪। ভাববাচ্য কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

৫। উদাহরণের সাহায্যে কর্মকর্তৃবাচ্যের লক্ষণ বুঝিয়ে বল।

৬। বাচ্য পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলো উদাহরণ সহ লেখ।

৭। বাচ্য পরিবর্তন কাকে বলে?

৮। **নিচের বাক্যগুলোর বাচ্য নির্ণয় করঃ**

(ক) ময়া স্থীয়তে।

(খ) বয়ং যুষ্মান্ পশ্যামঃ।

(গ) হৃষ্টৈঃ শিশুভিঃ হস্যতে।

(ঘ) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ।

(ঙ) ধর্মেণ ধার্মিকঃ রক্ষ্যতে।

৯। **বাচ্যান্তর কর ঃ-**

(ক) অহং চন্দ্রং পশ্যামি।
(খ) স মাম্ অপশ্যৎ।
(গ) ময়া মৃগাঃ দৃশ্যন্তে।
(ঘ) তে বনে তিষ্ঠন্তি।
(ঙ) ত্বয়া মৃগৌ দৃশ্যেতে।

১০। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-**

(ক) বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকে কি বলে?
(খ) কর্তৃবাচ্যে কর্তায় কোন্ বিভক্তি হয়?
(গ) কর্মবাচ্যে কর্মে কোন্ বিভক্তি হয়?
(ঘ) ভাববাচ্যে কর্তৃকারকে কোন্ বিভক্তি হয়?
(ঙ) কোন্ বাচ্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে?

১১। **সঠিক উত্তরটি লিখ ঃ**

(ক) কর্তৃবাচ্যে কর্মকারকে হয়-

(১) দ্বিতীয়া বিভক্তি (২) তৃতীয়া বিভক্তি
(৩) প্রথমা বিভক্তি (৪) পঞ্চমী বিভক্তি।

(খ) কর্মবাচ্যে কর্তায় হয়-

(১) প্রথমা বিভক্তি (২) তৃতীয়া বিভক্তি
(৩) পঞ্চমী বিভক্তি (৪) ষষ্ঠী বিভক্তি।

(গ) কর্তৃবাচ্যে কর্মের বিশেষণে হয়-

(১) তৃতীয়া বিভক্তি (২) দ্বিতীয়া বিভক্তি
(৩) পঞ্চমী বিভক্তি (৪) চতুর্থী বিভক্তি।

(ঘ) 'তেন মৃগঃ দৃশ্যতে' বাক্যটি-

(১) ভাববাচ্যের (২) কর্তৃবাচ্যের
(৩) কর্মবাচ্যের (৪) কর্মকর্তৃবাচ্যের।

(ঙ) 'ময়া অত্র স্থীয়তে' বাক্যটি-

(১) ভাববাচ্যের (২) কর্তৃবাচ্যের
(৩) কর্মবাচ্যের (৪) কর্মকর্তৃবাচ্যের।

চতুর্দশ পাঠ

বিশেষণের অতিশায়ন

রামঃ শ্যামাৎ বলবত্তরঃ।
সিংহঃ পশুষু বলিষ্ঠঃ।
অমলঃ বিমলাৎ কনীয়ান্।
মদনঃ ভ্রাতৃষু কনিষ্ঠঃ।

উপরে প্রদত্ত বাক্যগুলো লক্ষ্য কর। প্রথম উদাহরণে রামের সঙ্গে শ্যামের তুলনায় রামের উৎকর্ষ এবং তৃতীয় উদাহরণে অমলের সঙ্গে বিমলের তুলনায় অমলের অপকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে পশুদের সঙ্গে সিংহের উৎকর্ষ এবং চতুর্থ উদাহরণে ভ্রাতাদের সঙ্গে তুলনায় মদনের অপকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে। এরূপ- কোন বিশেষণের দ্বারা দুজনের মধ্যে একের কিংবা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রকাশ করাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলা হয়। কেউ কেউ একে বিশেষণের তারতম্য বলে থাকেন।

দুজনের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের উত্তর 'তরপ্' ও 'ঈয়সুন্' প্রত্যয় হয়। তরপ্ প্রত্যয়ের 'তরপ্' এবং 'ঈয়সুন্' প্রত্যয়ের 'ঈয়স্' বিশেষণ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

অয়ম্ অনয়োঃ অতিশয়েন প্রিয়ঃ = প্রিয়তরঃ (প্রিয় + তরপ্)।

প্রেয়ান্ (প্রিয় + ঈয়স্ = প্রেয়স্ প্রথমার একবচন)

বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের উত্তর তমপ্ (তম) বা ইষ্ঠন্ (ইষ্ঠ) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন- অয়ম্ এষাম্ অতিশয়েন প্রিয়ঃ = প্রিয়তমঃ (প্রিয় + তম)। প্রেষ্ঠঃ (প্রিয় + ইষ্ঠ)।

মনে রাখবে-

ঈয়সুন্ ও ইষ্ঠন্ প্রত্যয় যুক্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দ নতুন রূপ ধারণ করে। যেমন-

উরু	বরীয়স্	বরিষ্ঠ
দীর্ঘ	দ্রাঘীয়স্	দ্রাঘিষ্ঠ

বিশেষণের অতিশায়নবোধক শব্দের তালিকা

বিশেষণ	ঈয়েসুন্ বা তরপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ	ইষ্ঠন্ বা তমপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ
অন্তিক (নিকট)	নেদীয়স্	নেদিষ্ঠ
অল্প	অল্পীয়স্, অল্পতর	অল্পিষ্ঠ, অল্পতম

কৃশ	ক্রশীয়স্, কৃশতর	ক্রশিষ্ঠ, কৃশতম
ক্ষিপ্র (বেগবান)	ক্ষেপীয়স্, ক্ষিপ্রতর	ক্ষেপিষ্ঠ, ক্ষিপ্রতম
ক্ষুদ্র	ক্ষোদীয়স্,ক্ষুদ্রতর	ক্ষোদিষ্ঠ, ক্ষুদ্রতম
গুরু	গরীয়স্, গুরুতর	গরিষ্ঠ, গুরুতম
দৃঢ় (কঠিন)	দ্রঢ়ীয়স্, দৃঢ়ব্	দ্রঢ়িষ্ঠ, দৃঢ়তম
পটু (দক্ষ)	পটীয়স্, পটুতর	পটিষ্ঠ, পটুতম
পৃথু (বৃহৎ, স্থূল)	প্রথীয়স্	প্রথিষ্ঠ
প্রশস্য (প্রশংসনীয়)	শ্রেয়স্, জ্যায়স্,	শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ
প্রিয়	প্রেয়স্, প্রিয়তর	প্রেষ্ঠ, প্রিয়তম
বহু	ভূয়স্, বহুতর	ভূয়িষ্ঠ, বহুতম
বহুল	বংহীয়স্	বংহিষ্ঠ
মহৎ	মহীয়স্, মহত্তর	মহিষ্ঠ, মহত্তম
মৃদু	ম্রদীয়স্,মৃদুতর	ম্রদিষ্ঠ, মৃদুতম
যুবন্	যবীয়স্, কনীয়স্	যবিষ্ঠ, কনিষ্ঠ
লঘু	লঘীয়স্, লঘুতর	লঘিষ্ঠ, লঘুতম
বাঢ় (অধিক)	সাধীয়স্	সাধিষ্ঠ
বৃদ্ধ	বর্ষীয়স্, জ্যায়স্	বর্ষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ
স্থূল	স্থবীয়স্	স্থেষ্ঠ
হ্রস্ব (খর্ব, ক্ষুদ্র)	হ্রসীয়স্	হ্রসিষ্ঠ

অনুশীলনী

১। বিশেষণের অতিশায়ন বলতে কি বোঝায়? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

২। তরপ্ ও ঈয়সুন্ প্রত্যয় কোথায় ব্যবহৃত হয়? উদাহরণ দাও।

৩। তমপ্ ও ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৪। শব্দ গঠন করঃ-

ক্ষিপ্র + ঈয়সুন্।
মৃদু + ঈয়সুন্।
বৃদ্ধ + ঈয়সুন্।
বলবৎ + তমপ্।

দীর্ঘ + ইষ্ঠন্।
অন্তিক + ইষ্ঠন্।
স্থূল + ইষ্ঠন্।
বহু + ইষ্ঠন্।
মহৎ + তমপ্।

২০২২

৫। এক শব্দে প্রকাশ কর ঃ

(ক) অয়ম্ অনয়োঃ অতিশয়েন প্রিয়ঃ।

(খ) অয়ম্ এতেষাম্ অতিশয়েন দীর্ঘঃ

(গ) অয়ম্ অনয়োঃ অতিশয়েন হ্রস্বঃ।

(ঘ) অয়ম্ অনয়োঃ অতিশয়েন দৃঢ়ঃ।

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

(ক) বিশেষণের উত্তর কখন তরপ্ প্রত্যয় হয়?

(খ) বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের উত্তর কি প্রত্যয় হয়?

(গ) 'উরু' শব্দের সঙ্গে ঈয়সুন্ প্রত্যয় যোগ করলে কি হয়?

(ঘ) গুরু শব্দের সঙ্গে ইষ্ঠন্ প্রত্যয় যোগ করলে কি হয়?

(ঙ) বিশেষণের অতিশায়নের অন্য নাম কি?

৭। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও ঃ-

(ক) অন্তিক + ইষ্ঠন্ =

(১) নদীষ্ঠ (২) নদিষ্ঠ

(৩) নেদিষ্ঠ (৪) নাদিষ্ঠ।

(খ) ক্ষুদ্র + ঈয়সুন্ =

(১) ক্ষুদিয়স্ (২) ক্ষোদীয়স্

(৩) ক্ষাদিয়স্ (৪) ক্ষোদিয়স্।

(গ) গুরু + ইষ্ঠন্ =

(১) গরিষ্ঠ (২) গরীষ্ঠ

(৩) গারিষ্ঠ (৪) গারীষ্ঠ।

(ঘ) অল্প + ঈয়সুন্ =

(১) অল্পিয়স্ (২) অল্পীয়স্

(৩) আল্পীয়স্ (৪) আল্পিয়স্।

(ঙ) পটু + ইষ্ঠন্ =

(১) পুটিষ্ঠ (২) পাটিষ্ঠ

(৩) পূটিষ্ঠ (৪) পটিষ্ঠ

পঞ্চদশ পাঠ

কারক ও বিভক্তি

(ক) কারক

কৃ-ধাতু ও ণক্ প্রত্যয়যোগে কারক শব্দটি নিষ্পন্ন। কৃ-ধাতুর অর্থ 'করা'। সুতরাং কারক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে' । ক্রিয়া বা কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে কোন না কোনভাবে সাহায্য করাই কারকের কাজ। সুতরাং বলা হয়, 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্'। ক্রিয়ার সঙ্গে যে যে পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে, তাদের কারক বলা হয়। যেমন- তীর্থক্ষেত্রে রাজা স্বহস্তেন কোষাৎ দরিদ্রায় ধনং যচ্ছতি (তীর্থক্ষেত্রে রাজা স্বহস্তে কোষাগার থেকে দরিদ্রকে ধন দান করছেন)।

কঃ যচ্ছতি (কে দিচ্ছেন) ? -রাজা (কর্তৃকারক),

কিং যচ্ছতি (কি দিচ্ছেন)? ধনম্ (কর্মকারক),

কেন যচ্ছতি (কিসের দ্বারা দিচ্ছেন) ? -স্বহস্তেন (করণকারক),

কস্মৈ যচ্ছতি (কাকে দিচ্ছেন)? -দরিদ্রায় (সম্প্রদান কারক),

কস্মাৎ যচ্ছতি (কোথা থেকে দিচ্ছেন)? -কোষাৎ (অপাদান কারক),

কুত্র যচ্ছতি (কোথায় দিচ্ছেন)? -তীর্থক্ষেত্রে (অধিকরণকারক)।

এভাবে যচ্ছতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যস্থ অন্য সকল পদের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এরা প্রত্যেকেই কারক।

কারকের প্রকারভেদ ঃ

কারক ছয় প্রকার (ষট্ কারকাণি)- কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক ও অধিকরণকারক।

১। কর্তৃকারক

'করোতি ইতি কর্তা' -যে কোন কাজ করে সেই কর্তা । কর্তাকেই বলা হয় কর্তৃকারক। ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যাপারে কর্তৃকারকের মুখ্য ভূমিকা থাকে। 'স্বতন্ত্রঃ কর্তা' –যে নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন- **শিশুঃ** হসতি। **মেঘঃ** গর্জতি। **ময়ূরাঃ** নৃত্যন্তি।

২। কর্মকারক

ক্রিয়া দ্বারা কর্তা যাকে বা যে বস্তুকে প্রধানভাবে পেতে চান, তাকে কর্মকারক বলে। সাধারণত ক্রিয়াপদকে 'কি' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে কর্মকারক বলা হয়। যেমন- অহং চন্দ্রং পশ্যামি -আমি চাঁদ দেখছি। যদি প্রশ্ন করা হয় 'কি দেখছি'? তাহলে উত্তর হবে 'চাঁদ'। সুতরাং 'চন্দ্রং' কর্মকারক। স

মাং জানাতি –সে আমাকে জানে। যদি প্রশ্ন করা হয় 'কাকে জানে'? তাহলে উত্তর হবে আমাকে। সুতরাং 'মাং' কর্মকারক।

৩। করণকারক

হস্তেন গৃহ্ণাতি বালিকা। সঃ চক্ষুষা পশ্যতি।

উপরে প্রদত্ত উদাহরণ দুটি লক্ষ্য কর। প্রথম উদাহরণে কর্তা **'বালিকা'** গ্রহক্রিয়া সম্পন্ন করছে 'হস্তেন' (হাত দিয়ে)। দ্বিতীয় উদাহরণ 'সঃ' এই কর্তা দর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করছে **'চক্ষুষা'** (চোখ দিয়ে)

এরূপভাবে–

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণকারক বলা হয়।

৪। সম্প্রদানকারক

রাজা **দরিদ্রায়** ধনং দদাতি। মাতা **ভিক্ষুকায়** অন্নং যচ্ছতি।

উপরের দুটি উদাহরণের মধ্যে প্রথম উদাহরণে রাজা 'দরিদ্রায়' (দরিদ্রকে) স্বত্ব ত্যাগ করে ধন দান করছেন এবং মাতা 'ভিক্ষুকায়' স্বত্ব ত্যাগ করে দান করছেন অন্ন । এরূপভাবে–

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে সম্প্রদানকারক বলে।

৫। অপাদানকারক

বৃক্ষাৎ পত্রাণি পতন্তি। **জলাৎ** উত্তিষ্ঠতি বালিকা।

উপরের প্রথম উদাহরণে **'বৃক্ষাৎ'** (বৃক্ষ থেকে) পাতাগুলো পড়ছে, কিন্তু বৃক্ষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে বালিকা **'জলাৎ'** (জল থেকে) উঠছে, কিন্তু জল স্থির হয়ে আছে। এরূপভাবে–

একটি বস্তু থেকে অন্য একটি বস্তু পৃথক হওয়ার পর যে বস্তুটি স্থির থাকে, তাকে অপাদান কারক বলে।

৬। অধিকরণকারক

জলে মৎস্যাঃ নিবসন্তি। **বসন্তে** কোকিলাঃ কূজন্তি। পাণিনিঃ **ব্যাকরণে** নিপুণঃ।

উপরে তিনটি উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে 'মৎস্যাঃ' কর্তা এবং 'নিবসন্তি' ক্রিয়া। যদি প্রশ্ন করা হয় 'মৎস্যাঃ কুত্র নিবসন্তি' (মাছগুলো কোথায় বাস করে), তবে উত্তর হবে **'জলে'** দ্বিতীয় উদাহরণ 'কোকিলাঃ' কর্তা এবং 'কূজন্তি' ক্রিয়া। যদি প্রশ্ন করা হয় 'কদা কোকিলাঃ কূজন্তি' (কোকিলগুলো কখন কূজন করে), তাহলে উত্তর হবে **'বসন্তে'**। তৃতীয় উদাহরণে যদি প্রশ্ন করা হয় 'পাণিনিঃ কস্মিন্ বিষয়ে নিপুণঃ), (পাণিনি কোন্ বিষয়ে নিপুণ), তাহলে উত্তর পাওয়া যাবে **'ব্যাকরণে'**। এরূপভাবে-

যে স্থানে, যে কালে ও যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে।

(খ) বিভক্তি

বিভক্তি সাত প্রকার -প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

প্রথমা বিভক্তি

নিম্নলিখিত স্থলে প্রথমা বিভক্তি হয়ঃ

১। যা ধাতুও নয়, প্রত্যয়ও নয়, অথচ যার অর্থ আছে, তাকে প্রাতিপদিকার্থ বলা হয়। প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- বৃক্ষঃ, পুষ্পম্, লতা, পত্রম্, ইত্যাদি।

২। কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- **বালকঃ** পঠতি। **শিশুঃ** রোদিতি।

৩। কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- বালকেন **চন্দ্রো** দৃশ্যতে। ছাত্রেণ **পুস্তকং** পঠ্যতে।

৪। সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- শৃনু রে **পান্থ**! ভো **রাজন্**!

৫। ইতি, নাম প্রভৃতি অব্যয় যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন- ত্বাং **পণ্ডিত** ইতি জানামি। **দশরথো** নাম রাজা আসীৎ।

দ্বিতীয়া বিভক্তি

নিম্নলিখিত স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়ঃ-

১। কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- অহং **রামায়ণং** পঠামি। বালকঃ **চন্দ্রং** পশ্যতি।

২। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- কোকিলঃ **মধুরং** কূজতি। অশ্বঃ **দ্রুতং** ধাবতি।

৩। অত্যন্তসংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি বোঝালে কালবাচক ও পথবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। একে সংক্ষেপে বলা হয় ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া।

(ক) কালবাচক শব্দের উত্তর- স **মাসং** ব্যাকরণং পঠতি। ছাত্রো **বর্ষং** ক্যব্যম্ অধীতে।

(খ) পথবাচক শব্দের উত্তর- গিরিঃ **ক্রোশং** তিষ্ঠতি। **যোজনং** হিমালয়তিষ্ঠতি।

৪। উভয়তঃ, সর্বতঃ, ধিক্, যাবৎ ও ঋতে শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- **বিশ্বং** সর্বতঃ ঈশ্বরঃ বিরাজতে। ধিক্ **দেশদ্রোহিণম্**। **নদীং** যাবৎ পন্থাঃ। **জ্ঞানং** ঋতে সুখং নাস্তি।

৫। অভিতঃ, (সম্মুখে), পরিতঃ (চতুর্দিকে), সময়া (নিকটে), হা-(হায়) এবং প্রতি শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন-**বিদ্যালয়ম্** অভিতঃ উদ্যানম্। **গ্রামং** পরিতঃ বনম্ অস্তি। **নগরং** সময়া নদী প্রবহতি। হা **পাপিনম্**। **দীনং** প্রতি কৃপাং কুরু।

৬। অনু, প্রতি প্রভৃতি কতগুলো অব্যয় স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হলে তাদের কর্মপ্রবচনীয় বলা হয়। কর্মপ্রবচনীয়যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- **জপম্** অনু প্রাবর্ষৎ। **অনু হরিং** সুরাঃ।

তৃতীয়া বিভক্তি

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়ঃ-

১। অনুক্ত কর্তায় অর্থাৎ কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যের কর্তায় এবং করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন-

(ক) কর্মবাচ্যের কর্তায় ৩য়া -**বালকেন** চন্দ্রো দৃশ্যতে।

(খ) ভাববাচ্যের কর্তায় ৩য়া **শিশুনা** রুদ্যতে।

(গ) করণকারকে ৩য়া -বয়ং **চক্ষুষা** পশ্যামঃ।

২। হেতু অর্থে হেতুবোধক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- **বিদ্যয়া** যশো লভ্যতে। **দুঃখেন** রোদিতি বৃদ্ধা।

৩। সহার্থ (সহ, সার্ধম্, সাকম্ ও সমম্) শব্দের যোগে অপ্রধান শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন-

তেন সার্ধম্ অহং গমিষ্যামি। **পিত্রা** সমম্ পুত্রঃ গচ্ছতি।

সহার্থ শব্দের অপ্রয়োগেও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। পিতা **পুত্রেণ** গচ্ছতি (পুত্রেণসহ গচ্ছতি এরূপ অর্থ)।

৪। উনার্থ (উন, হীন, শূন্য, রহিত), বারণার্থ (অলম্, কৃতম্ কিম্) ও প্রয়োজনার্থ (প্রয়োজন, অর্থ, কার্য, গুণ) শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- **একেন** উনঃ। **বিদ্যয়া** হীনঃ। অলং **শ্রমেণ**। **ধনেন** কিম্? **বিবেকেন** রহিতঃ।

৫। অপবর্গ অর্থাৎ ক্রিয়াসমাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি বোঝালে অধ্ববাচক (পথবাচক) ও কালবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- **ক্রোশেন** কাব্যং পঠিতম্ (এক ক্রোশ পথ হেঁটে কাব্য পাঠ করে শেষ করেছে এবং কাব্যজ্ঞান লাভ করেছে)।

তেন **মাসেন** ব্যাকরণম্ অধীতম্ (সে একমাস ব্যাকরণ পড়ে শেষ করেছে এবং ব্যাকরণবিষয়ক জ্ঞান লাভ করেছে)।

৬। যে অঙ্গের বিকারে অঙ্গীর বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- **বালকঃ** চক্ষুষা কাণঃ। স **পাদেন** খঞ্জঃ।

কেবল হানি হলেই অঙ্গাবিকৃতি হয় না। আধিক্য বোঝাতেও অঙ্গাবিকৃতি হয়। **মুখেন** ত্রিনয়ন। **বপুষা** চতুর্ভুজঃ।

৭। যে লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তু সূচিত হয়, সেই লক্ষণবোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। একে উপলক্ষণে তৃতীয়াও বলা হয়। যেমন- **পুস্তকেন** ছাত্রং জানামি। **জটাভিঃ** তাপসম্ অপশ্যম্।

১৬২

চতুর্থী বিভক্তি

১। সম্প্রদানকারকে চতুর্থ বিভক্তি হয়। যেমন- **দরিদ্রায়** ধনং দেহি। স **ভিক্ষবে** ভিক্ষাং দদাতি।

২। তাদর্থ্য অর্থাৎ নিমিত্তার্থ বোঝাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- **কুন্ডলায়** হিরণ্যম্। **অশ্বায়** ঘাসঃ।

৩। প্রকৃতির অন্যরূপ ভাবকে বলা হয় উৎপাত। উৎপাতের দ্বারা যার সূচনা হয় তাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন-

বাতায় কপিলা বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের স্বাভাবিক রং লাল।

অতএব, বিদ্যুতের কপিল রং, প্রকৃতির অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং এর দ্বারা সূচিত 'বাত' শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে।

৪। হিত শব্দের যোগে যার হিত কামনা করা হয়, তার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- **ব্রাহ্মণায়** হিতম্। ভেষজং **রোগিণে** হিতম্।

৫। তুমুন্ প্রত্যয়ের অর্থে ভাববাচ্য নিষ্পন্ন শব্দ ব্যবহৃত হলে, তাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- বিপ্রঃ যাগায় (যষ্টুং) যাতি। ব্রাহ্মণঃ **পাকায়** (পক্তুম্) যাতি।

'যষ্টুম্' এর পরিবর্তে ব্যবহৃত যাগ (জর (যজ্) + ভাবে ঘঞ্) শব্দের উত্তর এবং 'পক্তুম্' -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত পাক (জর(পচ্) + ভাবে ঘঞ্) শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে।

৬। নমস্ , স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলম্ ও বষট্ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- **দুর্গায়ৈ** নমঃ। **প্রজাভ্যঃ** স্বস্তি। **অগ্নয়ে** স্বাহা। **পিতৃভ্যঃ** স্বধা । অলং (সমর্থঃ) মল্লো **মল্লায়**। ইন্দ্রায় বষট্।

দ্রষ্টব্য— অলম্ শব্দের সমার্থক শব্দের যোগেও চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- **ভোজনায়** শক্তঃ। **বিবাদায়** প্রভুঃ।

পঞ্চমী বিভক্তি

নিম্নলিখিত স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির যোগ হয় ঃ-

১। অপাদান কারককে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন - বৃক্ষাৎ পত্রং পততি। স **গ্রামাৎ** আয়াতি।

২। ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া উহ্য থাকলে তার কর্মে ও অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। একে ল্যবর্থে বা যবর্থে পঞ্চমী বলে। যেমন- স শ্বশুরাৎ জিহ্রেতি (শ্বশুরং বীক্ষ্য জিহ্রেতি - এরূপ অর্থ) স **প্রাসাদাৎ** নদীং পশ্যতি (প্রাসাদম্ আরুহ্য পশ্যতি - এরূপ অর্থ)

৩। দুই বা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বোঝালে নিকৃষ্টের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। একে অপেক্ষার্থে পঞ্চমী বলে। যেমন- **ধনাৎ** বিদ্যা গরীয়সী। জন্মভূমি ঃ **স্বর্গাৎ** অপি গরীয়সী।

৪। প্রভৃতি এবং বহিস্ শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন- **শৈশবাৎ** প্রভৃতি সেব্যো হরিঃ। স **গ্রামাৎ** বহিঃ গচ্ছতি।

৫। হেতু বোঝালে হেতুবোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন- **দুঃখাৎ** রোদিতি বালা। **শীতাৎ** কম্পতে বালকঃ।

২০২

ষষ্ঠী বিভক্তি

নিম্নলিখিত স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার হয় ঃ-

১। কারক প্রভৃতির অর্থ ভিন্ন অবশিষ্ট সম্বন্ধ অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- **মম** গৃহম্। **বৃক্ষস্য** ছায়া।

২। কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- কর্তায়ঃ- **শিশোঃ** শয়নম্। **সূর্যস্য** উদয়ঃ। কর্মেঃ- **দুগ্ধস্য** পানম্।

৩। কর্তা ও কর্ম উভয়ের ষষ্ঠী বিভক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে সাধারণত কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন - **গবাং** দোহঃ গোপেন। **জলস্য** শোষণং সূর্যেণ।

৪। 'মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ' এই সূত্র অনুসারে বর্তমানকালে বিহিত 'ক্ত' প্রত্যয়ের যোগে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- **সর্বেষাং** বিদিতম্। রাজা **সতাং** পূজিতঃ।

৫। অধিকরণবাচ্যে বিহিত 'ক্ত' প্রত্যয়ের যোগে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- ইদম্ **এষাং** শয়িতম্ (শয্যতে অস্মিন্ ইতি শয়িতম্- শয্যা)। এতৎ **এষাম্** অসিতম্ (আস্যতে অস্মিন্ ইতি আসিতম্= আসনম্)।

৬। এনপ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন - **বৃক্ষবাটিকায়াঃ বৃক্ষবাটিকাং** বা দক্ষিণেন (দক্ষিণ + এনপ্) সরঃ।

গ্রামস্য গ্রামং বা উত্তরেণ (উত্তর + এনপ্) নদী বর্ততে।

সপ্তমী বিভক্তি

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রধানত সপ্তমী বিভক্তি হয় ঃ-

১। অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয় যেমন - **গগনে** চন্দ্রঃ উদেতি। জলে মৎস্যঃ নিবসন্তি।

২। ইন্ প্রত্যয়যুক্ত প্রত্যয়ের কর্মে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন - অধীতী **ব্যাকরণে**।

৩। কর্মের সাথে নিমিত্তের যোগ থাকলে নিমিত্তবোধক শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন- **চর্মণি** দ্বীপিনং হন্তি।

৪। যখন কোন একটি ক্রিয়ার দ্বারা অন্য একটি ক্রিয়া নির্বাহিত হয়, তখন পূর্বঘটিত নিমিত্তবোধব ক্রিয়াটিতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। একে ভাবে **সপ্তমী** বলে। যেমন - উদিতে **সূর্যে** উত্থিতঃ। **রবৌ** অস্তমিতে স গৃহং গতঃ।

৫। অনাদর বোঝালে যে ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয় তাতে বিকল্পে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন - রুদতঃ **পুত্রস্য** রুদতি **পুত্রে** বা মাতা জগাম।

৬। নির্ধারণ বোঝালে অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা এদের যে কোন একটির সমুদয় থেকে একের পৃথককরণ বোঝালে জাতি প্রভৃতিতে বিকল্পে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন- **কবীনাং কবিষু কালিদাসঃ** শ্রেষ্ঠঃ।

অনুশীলনী

১। কারক কাকে বলে? কারক কত প্রকার ও কি কি?

২। **সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও ঃ**

সম্প্রদানকারক, করণকারক, অপাদানকারক, কর্তৃকারক।

৩। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চতুর্থী বিভক্তি হয়? প্রতি ক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।

৪। উদাহরণসহ পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র উল্লেখ কর।

৫। **উদাহরণ দাও ঃ**

কর্মকারকে ১মা, ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া, ভাববাচ্যে ৩য়া, অপবর্গে ৩য়া, নিমিত্তার্থে ৪র্থী, কর্মে ৭মী, নির্ধারণে ষষ্ঠী, অনাদরে ৭মী, ভাবে ৭মী।

৬। **রেখাঙ্কিত পদসমূহের কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ**

(ক) মাতা ভিক্ষুকায় অন্নং দদাতি। (খ) **বৃক্ষাৎ** পত্রাণি পতন্তি। (গ) **যোজনং** হিমালয়ঃ তিষ্ঠতি। (ঘ) ধিক্ **দেশদ্রোহিণম্** (ঙ) তেন **মাসেন** ব্যাকরণম্ অধীতম্। (চ) **কবীনাং** কালিদাসঃ **শ্রেষ্ঠঃ**। (ছ) রুদতি **পুত্রে** পিতা জগাম। (জ) **ধনাৎ** বিদ্যা গরীয়সী।

৭। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

(ক) 'কারক' শব্দটি কিভাবে নিষ্পন্ন?

(খ) বিভক্তি কয় প্রকার?

(গ) কর্মকারকে কোন্ বিভক্তি হয়?

(ঘ) করণকারকে কোন্ বিভক্তি হয়?

(ঙ) অনুক্তকর্তায় কোন্ বিভক্তি হয়?

৮। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।**

(ক) **যে কাজ করে সে-**

(১) করণ (২) কর্তা

(৩) অপাদান (৪) কর্ম

(খ) কর্মপ্রবচনীয়যোগে হয়-

(১) ৩য়া বিভক্তি (২) ৪র্থী বিভক্তি

(৩) ৫মী বিভক্তি (৪) ২য়া বিভক্তি

২০২২

(গ) সহার্থে হয়-

(১) ৩য়া বিভক্তি (২) ৫মী বিভক্তি

(৩) ৪র্থী বিভক্তি (৪) ৬ষ্ঠী বিভক্তি

(ঘ) উপলক্ষণে হয় -

(১) ৪র্থী বিভক্তি (২) ৩য়া বিভক্তি

(৩) ৫মী বিভক্তি (৪) ৬ষ্ঠী বিভক্তি

(ঙ) প্রকৃতির অনুরূপ ভাবকে বলা হয় -

(১) ব্যত্যয় (২) বিপর্যয়

(৩) উৎপাত (৪) বিপর্যাস

(চ) 'প্রভৃতি' শব্দযোগে হয় -

(১) ৩য়া বিভক্তি (২) ৫মী বিভক্তি

(৩) ৪র্থী বিভক্তি (৪) ২য়া বিভক্তি

(ছ) 'স্বস্তি' শব্দযোগে হয় -

(১) ৪র্থী বিভক্তি (২) ৫মী বিভক্তি

(৩) ৬ষ্ঠী বিভক্তি (৪) ৭মী বিভক্তি

চতুর্থ ভাগ

সংস্কৃত অনুবাদ

অনু পূর্বক বদ্ ধাতু ও ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে 'অনুবাদ' শব্দটি নিষ্পন্ন। বদ্ ধাতুর অর্থ বলা, কিন্তু অনু পূর্বক বদ্ ধাতুর অর্থ 'অনুবাদ করা' অর্থাৎ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা।

বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর করার নাম 'সংস্কৃত অনুবাদ' বা 'সংস্কৃতানুবাদ'।

সংস্কৃতানুবাদের সাধারণ নিয়মাবলি

১ কর্তা অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় অর্থাৎ কর্তা যে পুরুষ ও যে বচনের হয়, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়। যেমন -

সে পড়ে - সঃ পঠতি। তারা দুজন পড়ে - তৌ পঠতঃ। তারা পড়ে - তে পঠন্তি। তুমি পড় - ত্বম্ পঠসি। তোমরা দুজন পড় - যুবাম পঠথঃ। তোমরা পড় - যূয়ম্ পঠথ। আমি পড়ি - অহম্ পঠামি। আমরা দুজন পড়ি - আবাম্ পঠাবঃ। আমরা পড়ি - বয়ং পঠামঃ। কোকিল ডাকে- কোকিলঃ কূজতি। কৃষকেরা চাষ করছে - কৃষকাঃ কর্ষন্তি। মুনিগণ হোম করছেন - মুনয়ঃ হোমং কুর্বন্তি। চাঁদ হাসছে - চন্দ্রঃ হসতি। সূর্য উদিত হচ্ছে - সূর্যঃ উদেতি। আমরা লিখছি - বয়ং লিখামঃ। বালিকারা নৃত্য করছে - বালাঃ নৃত্যন্তি। বৃষ্টি হচ্ছে - বৃষ্টির্ভবতি। দুজন রাজা যুদ্ধ করছে - রাজানৌ যুদ্ধং কুরুতঃ।

অনুশীলনী

১ নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ-

(ক) তারা দেখছে। (খ) তোমরা দুজনে দেখবে। (গ) যদু বলছে। (ঘ) আমি সত্য বলি। (ঙ) ব্রাহ্মণ গীতা পড়ছেন। (চ) মুনিগণ বেদ পাঠ করছেন। (ছ) ঘোড়া জল পান করছে। (জ) গণেশ দুধ পান করছে।

২ বর্তমান কাল অর্থে লট্, অতীতকাল অর্থে লঙ, ভবিষ্যৎকাল অর্থে লৃট্, অনুজ্ঞা অর্থে লোট্ এবং উচিত অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ হয়। যেমন -

ভৃত্য কর্ম করে - ভৃত্যঃ কার্যং করোতি। হরি মাকে জিজ্ঞেস করছে - হরি ঃ মাতরং পৃচ্ছতি। আমি ছাত্রাবাসে থাকি - অহং ছাত্রাবাসে তিষ্ঠামি।

তারা মহাভারত পড়েছিল - তে মহাভারতম্ অপঠন্। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রগণকে বলেছিলেন - শিক্ষকমহাশয়ঃ ছাত্রান্ অবদৎ। ঘোড়াটি দৌড়াচ্ছিল - অশ্বঃ অধাবৎ।

যদু হরিকে বলবে - যদুঃ হরিং বদিষ্যতি। আমি আজ বেদ পড়ব - অহম্ অদ্য বেদং পঠিষ্যামি।

ঈশ্বরকে স্মরণ কর - ঈশ্বরং স্মর। দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ কর - ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্।

সর্বদা হাসা উচিত নয় - সদা ন হসেৎ। তোমাদের যাওয়া উচিত - যূয়ম্ গচ্ছেত।

দ্রষ্টব্য ঃ ক্রিয়ার সঙ্গে 'উচিত' শব্দ থাকলে বাংলায় কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি থাকলেও সংস্কৃতে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি যোগ করতে হয়।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ কর ঃ-

(ক) বালকগণ জল স্পর্শ করছে। (খ) তোমরা এখন লেখ। (গ) আমি মাতাকে পত্র লিখব। (ঘ) তোমাদের গীতা পড়া উচিত। (ঙ) বালকটি দৌড়াচ্ছিল। (চ) আমরা বঙ্গোপসাগর দেখেছি। (ছ) সে ফিরে আসবে। (জ) ছাত্রদের পড়া উচিত।

৩ কর্তৃকারকে ১মা, কর্মে ২য়া, করণে ৩য়া, সম্প্রদানে ৪র্থী, অপাদানে ৫মী, সম্বন্ধে ষষ্ঠী ও অধিকরণে ৭মী বিভক্তি হয়। যেমন -

নদী প্রবাহিত হচ্ছে - নদী প্রবহতি। চাঁদ উঠছে - চন্দ্রঃ উদেতি। ফুল ফুটছে - পুষ্পং বিকশতি।

বৈষ্ণবগণ ভগবদ পড়ছেন - বৈষ্ণবাঃ ভাগবদং পঠন্তি। বালকেরা চাঁদ দেখছে - বালকাঃ চন্দ্রং পশ্যন্তি। আমরা হাত দিয়ে কাজ করি - বয়ং হস্তেন কার্যং কুর্মঃ। সকলেই চোখ দিয়ে দেখে - সর্বে এব চক্ষুষা পশ্যন্তি। রাজা ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিচ্ছেন - রাজা ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং দদাতি। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও - বস্ত্রহীনায় বস্ত্রং দেহি। গাছ থেকে পাতা পড়ছে - বৃক্ষাৎ পত্রাং পততি। মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে - মেঘাৎ বৃষ্টিঃ ভবতি।

এটি আমার গৃহ -ইদং মে গৃহম্।

তোমার শ্বশুরবাড়ি যাব - তব শ্বশুরালয়ং গমিষ্যামি।

বনে বাঘ বাস করে - বনে ব্যাঘ্রঃ বসতি।

বর্ষায় মেঘ ডাকে - বর্ষাসু মেঘঃ গর্জতি।

সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয় - সূর্যঃ পূর্বস্যাং দিশি উদেতি।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ

(ক) জল পড়ে (খ) কৃষকেরা জমি চাষ করে। (গ) ভৃত্য প্রভুর গৃহে কাজ করে। (ঘ) আমরা কলম দিয়ে লেখি। (ঙ) বর্ষাকালে আকাশ মেঘের দ্বারা আবৃত হয়। (চ) বালকটি অন্ধ ব্যক্তিকে কাপড় দিচ্ছে।

৪ ক্রিয়াবিশেষণে, ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক ও পথবাচক শব্দে, বিনা, ধিক্, নিকষা, প্রতি, অভিতঃ (সম্মুখে), উভয়ত ঃ (দুই দিকে), পরিতঃ (চারদিকে) প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন -

অশ্ব দ্রুত দৌড়াচ্ছে - অশ্বঃ দ্রুতং ধাবতি। তিনি একমাস যাবৎ বেদ পড়ছেন - স মাসং ব্যাকরণং পঠতি। দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় না - দুঃখং বিনা সুখং ন লভতে। কাপুরুষকে ধিক্ - কাপুরুষং ধিক্। দরিদ্রের প্রতি দয়া কর - দীনং প্রতি দয়াং কুরু। গ্রামের নিকটে নদী প্রবাহিত হচ্ছে - গ্রামং নিকষা নদী প্রবহতি। আমাদের বিদ্যালয়ের সম্মুখে মাঠ আছে - অস্মাকং বিদ্যালয়ম্ অভিতঃ উদ্যানম্ অস্তি। নদীর দুই দিকে নগর - নদীম্ উভয়সতঃ নগরম্। গ্রামের চারদিকে বন আছে - গ্রামং পরিতঃ বনম্ অস্তি।

৫ হেতু অর্থে তৃতীয়া বা পঞ্চমী বিভক্তি হয়। প্রয়োজনার্থক শব্দ, তুল্যার্থ শব্দ ও সহার্থক শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন - বৃদ্ধা শীতে কাঁপছে - বৃদ্ধা শীতেন- শীতাৎ কম্পতে। আমার ধনের প্রয়োজনে নেই - মম ধনেন প্রয়োজনম্ নাস্তি। কৃষ্ণের সমান কেউ নেই - কৃষ্ণেন তুল্যঃ কোঽপি নাস্তি। পিতা পুত্রের সঙ্গে যাচ্ছে - পিতা পুত্রেণ সহ গচ্ছতি।

৬ বহিস্ শব্দযোগে এবং অপেক্ষার্তে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন - সে গ্রামের বাইরে যাবে - স গৃহাৎ বহিঃ গমিষ্যতি। ধনের চেয়ে বিদ্যা বড় - ধনাৎ বিদ্যাগরীসী।

৭ নিমিত্তার্থে ও নম্ শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন - শিবকে নমস্কার - শিবায় নমঃ। গুরুকে নমস্কার - গুরবে নমঃ। জ্ঞানের জন্য পড়া উচিত - জ্ঞানায় পঠেৎ।

৮ নির্ধারণে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন - কবিদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ - কবীনাং/কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ। বীরদের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ - বীরাণাং/বীরেষু অর্জুনঃ শ্রেষ্ঠঃ।

৯ ভাবাধিকরণে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন - সূর্য অস্তমিত হলে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় - সূর্যে অস্তমিতে পৃথিবী তমসাবৃতা ভবতি।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ

(ক) মুনিগণ তপোবনে বাস করেন। (খ) আমাদের গ্রামের দুইদিকে নদী আছে। (গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক শোভা মনোহারী। (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে সন্ত্রাস। (ঙ) মাতা পুত্রশোকে রোদন করছেন। (চ) সকলেই সুখ ইচ্ছা করে। (ছ) লঙ্কার নিকটে সমুদ্র। (জ) ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। (ঝ) শ্রীরামবৃষ্ণকে নমস্কার। (ঞ) তুমি বাড়ি গেলে আমি এখানে আসব। (ট) অবতারদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। (ঠ) সে পাপের ফল অবশ্যই পাবে।

১০ বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, যে বচন ও যে বিভক্তি, বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ, সেই বচন ও সেই বিভক্তি হয়। যেমন– তারা গভীর বনে গিয়েছিল। তে গভীরং বনম্ অগচ্ছন্। অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করো না - মা স্পৃশ অপবিত্রং দ্রব্যম্। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র বিরাজ করছে - গগনে পূর্ণচন্দ্রঃ বিরাজতে। কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় - কৃষ্ণাৎ মেঘাৎ বৃষ্টিঃ ভবতি।

১১ বাক্যে সন্ধি কর্তার ইচ্ছাধীন।

যেমন- আমি পূজা করব - অহম্ পূজাম্ করিষ্যামি/অহং পূজাং করিষ্যামি। আমি ব্রাহ্মণকে গীতা দান করব - অহম্ ব্রাহ্মণায় গীতাম্ দাস্যামি/অহং ব্রাহ্মণায় গীতাং দাস্যামি।

১২ অতীত কাল অর্থে কর্তৃবাচ্যে লঙ্ -এ পরিবর্তে ক্তবতু প্রত্যয় ব্যবহার করা যায়। ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত পদ কর্তার বিশেষণ হয় অর্থাৎ কর্তার লিঙ্গ ও বচন প্রাপ্ত হয়। যেমন - সে জল পান করেছিল - স জলং পীতবান্। তারা দুজন জল পান করেছিল - তৌ জলং পীতবন্তৌ। তারা জল পান করেছিল - তে জলং পীতবন্তঃ। আমার বান্ধবী কাপড় কিনেছিল - মম বান্ধবী বস্ত্রং ক্রীতবতী। দুজন বালিকে রামায়ণং পঠিতবত্যৌ। বালিকারা রামায়ণ পড়েছিল - বালিকাঃ রামায়ণং পঠিতবত্যঃ।

অনুশীলনী

১। নিচের বাক্যগুলোকে সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ

(ক) সকলেই তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দোকান থেকে ক্রয় করে। (খ) সুনীল আকাশে চাঁদ শোভা পাচ্ছে। (গ) গভীর জলে মাছ থাকে। (ঘ) বৈষ্ণবগণ পীতাম্বর হরির ধ্যান করেন। (ঙ) এই মেয়েটি কোথায় যাবে?

১৩ বাংলায় যেতে যেতে, পড়তে পড়তে, দেখতে দেখতে এরূপ ক্রিয়ার দ্বিরুক্তি হলে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর শতৃ এবং আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় যোগ করতে হয় ঃ- লোকটি নদী দেখতে যাচ্ছে- নরঃ নদীং পশ্যন্ গচ্ছতি। নর্তকী নাচতে নাচতে এসেছিল - নর্তকী নৃত্যন্তী আগচ্ছৎ। তারা বিবাদ করতে করতে রাজদ্বারে গিয়েছিল - তে বিবদমানাঃ রাজদ্বারম্ অগচ্ছন্।

১৪ বাংলায় সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'ইতে' বিভক্তি যুক্ত থাকলে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় যোগ করতে হয়। যেমন- যদু এখন বাড়ি যাইতে ইচ্ছা করিতেছে - অধুনা যদুঃ গৃহং গন্তুম্ ইচ্ছতি। আমরা চাঁদ দেখিতে ঘরের বাহিরে গিয়াছিলাম। বয়ং চন্দ্রং দ্রষ্টুং গৃহাৎ বহিরগচ্ছাম।

১৫ বাংলায় সাধুভাষায় ধাতুর উত্তর 'ইয়া' বিভক্তি যুক্ত থাকলে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় যোগ করতে হয় এবং যদি ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকে, তাহলে যোগ করতে হয় ল্যপ্ প্রত্যয়। যেমন - পুন্ডরীক মহাশ্বেতাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন - পুন্ডরীকঃ মহাশেতাং দৃষ্টা মুগ্ধঃ অভবৎ। পুত্র মাতাকে প্রণাম করিয়া বিদেশ গিয়াছিল - পুত্রঃ মাতরং প্রণম্য বিদেশম্ অগচ্ছৎ। তিনি দেশ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যে গিয়াছিলেন - স দেশং পরিত্যজ্য মধ্যপ্রাচ্যম্ অগচ্ছৎ।

অনুশীলনী

১। নিচের বাক্যগুলো সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ

(ক) তারা পাহাড় দেখতে বিহার যাবে। (খ) দুই ব্যবসায়ী বিবাদ করতে করতে রাজদরবারে গিয়েছিল। (গ) ঋণ করে ঘৃত খেয়ো না। (ঘ) তারা ফুল তুলতে বাগানে যাচ্ছে। (ঙ) তিনি প্রতিদিন স্নান করে নারায়ণপূজা করেন। (চ) ছাত্ররা দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে এসেছিল। (ছ) যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। (জ) বিদেশাগত পুত্রকে দেখে পিতা আনন্দিত হলেন। (ঝ) পান্ডবেরা মাতা কুন্তীসহ বনে গিয়েছিলেন। (ঞ) ছেলেটি চাঁদ দেখতে চায়। (ট) লোক দুটি নদী দেখে ফিরে এল।

কাহিনীমূলক অনুবাদের কতিপয় আদর্শ

১। রামকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে বলতেন।

সংস্কৃতম্ঃ রামকৃষ্ণঃ ধর্মসংস্থাপনার্থায় আবির্বভূব। স সর্বেষু ধর্মেষু শ্রদ্ধাশীল আসীৎ। স শিবজ্ঞানেন জীবং সেবিতুমবদৎ।

২। প্রাচীনকালে অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বগুণযুক্ত। তাঁর তিন স্ত্রী ও চার পুত্র ছিল। বড় ছেলে রাম পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়েছিলেন।

সংস্কৃতম্— আসীৎ পুরা অযোধ্যায়াং দশরথো নাম কশ্চিৎ রাজা। স আসীৎ সর্বগুণযুক্তঃ তস্যাসন্ তিস্রঃ স্ত্রিয়ঃ চত্বারঃ পুত্রাশ্চ। জ্যেষ্ঠপুত্রো রামঃ পিতৃসত্যপালনায় বনমগচ্ছৎ।

৩। যযাতি কণিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। তখন পুরবাসীগণ রাজাকে বললেন, "যদু আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বেঁচে থাকতে কেন আপনি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজত্ব দিচ্ছেন?" যযাতি বললেন, "পিতার কথা যে প্রতিপালন করে সেই পুত্র। পুরু সেরূপ পুত্র।"

সংস্কৃতম্— যযাতিঃ কনিষ্ঠং পুত্রং পুরুং রাজপদে অভিষিক্তমৈচ্ছৎ। তদা পুরবাসিনো রাজানমবদন্," ভবতো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ যদুঃ। তস্মিন্ জীবিতে সতি কথং ভবান্ কনিষ্ঠপুত্রায় পুরবে রাজ্যং দদাতি?" যযাতিরবদৎ, "যঃ পিতৃবচনং প্রতিপালয়তি স এব পুত্রঃ। পুরুস্তাদৃশঃ পুত্রঃ।"

অনুশীলনী

১। **নিচের অনুচ্ছেদগুলোকে সংস্কৃতে অনুবাদ কর ঃ**

(ক) ধর্ম আমাদের রক্ষা করে। তাই আমরা ধর্ম পালন করি। ধর্মপালনের জন্য কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। এই নিয়মগুলোই ধর্মের লক্ষণ।

(খ) তোমার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হয়। শীতল চন্দ্র উদিত হয়। তোমার আদশে ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে। তুমি সর্বজীবে অবস্থিত। তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

(গ) আদি কবি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় মূল রামায়ণ রচনা করেন। বাল্মীকিরামায়ণের অনুসরণে কৃত্তিবাস বাংলাভাষায় এবং তুলসীদাস হিন্দিভাষায় রামায়ণ লেখেন। তুলসীদাসের রামায়ণের নাম 'রামচরিতমানস'।

অভিধানিকা

অ

অচিরাৎ - শীঘ্র। অজঃ - জন্মহীন। অধস্তাৎ - নিচে। অনুভূয় - অনুভব করে। অন্তেবাসিনম্ - শিষ্যকে। অবাপ্স্যসি - লাভ করবে। অপাস্য - পরিত্যাগ করে। অভিষেকায় - অভিষেকের জন্য। অলূক্ষাঃ - অনিষ্ঠুর। অশকৎ - সক্ষম হলেন। অশাশ্বতঃ - অস্থায়ী। অহনি - দিনে।

আ

আকর্ণ্য - শুনে। আজ্ঞাপয়তু - আদেশ করুন। আদাতুম্ - গ্রহণ করতে। আলোক্য - দেখে। আসীৎ - ছিলেন। অহ - বলল। আহবানায় - ডাকার জন্য। আহূয় - ডেকে। আয়ুধম্ - অস্ত্র।

ই

ইন্ধনেন - জ্বালানি কাঠের দ্বারা। ইব - মত। ইষ্টম্ - ঈপ্সিত।

উ

উদকম্ (ক্লীব)- জল। উদ্যমেন - উদ্যমের দ্বারা। উপনীয় – উপনয়ন দান করে বা পৈতা দিয়ে। উপাশাস্তি – শিক্ষা দান করেন। উপাধ্যায়েন – শিক্ষকের দ্বারা। উবাচ – বললেন।

এ

এৈকেকম্ – একটি একটি করে। এহি – এস।

ঐ

ঐশীনরঃ – উশীনরের পুত্র।

ক

কটাহে – কড়াইয়ে। কম্বুগ্রীবঃ – শঙ্খের মত গ্রীবা যার। কা – কে (স্ত্রীলিঙ্গ)। কান্তা – স্ত্রী। কাষ্ঠাৎ কাষ্ঠ থেকে। কেদারখন্ডম্ (ক্লীব) – জমির আল। কৌন্তেয় – হে কুন্তীপুত্র।

খ

খন্ডশঃ - টুক্‌রো টুক্‌রো। খড়গপাণিঃ – যার হস্তে খড়গ আছে। খাদিতবান্ – খেয়েছিল।

গ

গত্বা – গিয়ে। গন্তুম্ – যেতে। গৃহীত্বা – গ্রহণ করে।

ঘ

ঘাতয়তি – হত্যা করায়।

চ

চক্রাকারম্ (ক্লীব) – চাকার মত। চিচ্ছেদ– ছেদন করেছিল। চিন্তয়ামাস – চিন্তা করেছিল।

ছ

ছিত্ত্বা – ছেদন করে। ছেত্তুম - ছেদন করতে

২০২২

জ

জগাদ - বলেছিলেন। জগাম – গিয়েছিলেন। জননীজঠরে – মাতৃগর্ভে। জয়তু – জয় হোক। জায়ন্তে – জন্মগ্রহণ করে। জালিকস্য – জেলের। জীবতি – বেঁচে থকে। জীবিতাশয়া – জীবনের আশায়। জ্ঞাতয়ঃ – জ্ঞাতিগণ।

ণ

ণিচ্ – প্রেরণার্থক প্রত্যয়।

ত

তপসি – তপস্যায়। তরোঃ – বৃক্ষের। তামসি – হে তমোগুণসম্পন্ন। তিতিক্ষস্ব – ত্যাগ কর। তুরগারূঢ়ঃ – অশ্বারূঢ়। তেজসা – তেজের দ্বারা। ত্যক্ত্বা – ত্যাগ করে। ত্যাজ্যম (ক্লীব) – ত্যাগ করার যোগ্য। ত্রোটায়িত্ব – ছিঁড়ে।

দ

দত্তবান্ - দিয়েছিল। দত্ত্বা - দান করে। দিনচতুষ্টয়স্য – চারদিনের। দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেতস্য – বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির। দ্বারি – দরজায়। দ্রাক্ – শীঘ্র। দ্বিজঃ – ব্রাহ্মণ। দ্বিজর্ষভ – হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। দেহি – দাও। দৈবতম্ – দেবতা। দোহদঃ – সাধ।

ধ

ধেন্বা – গাভির দ্বারা। ধ্রুবম্ (ক্লীব) – নিশ্চিত।

ন

নকুলঃ বেজি। নভসি – আকাশে। নয় – নিয়ে যাও। নার্যঃ – নারীগণ। নিত্যকৃত্যম্ (ক্লীব) – প্রতিদিনের কাজ। নিবধ্য – বেঁধে। নির্বুদ্ধেঃ – বুদ্ধিহীনের। নিণ্টকম্ (ক্লীব) – কণ্টকহীন। নূনম্ – অবশ্যই।

প

পঞ্চ – পাঁচ। পঞ্চশতী – পাঁচশতের সমাহার। পরিষ্বজ্য – আলিঙ্গন করে। পলিতম্ (ক্লীব) – শুভ্র। পয়ঃপানম্ (ক্লীব) – দুগ্ধ। পাঞ্চাল্যঃ – পাঞ্চালদেশীয়। পাদয়োঃ – পদযুগলে। পিত্রা – পিতার দ্বারা। পিত্রে – পিতাকে। পুরা – প্রাচীনকালে। প্রণম্য- প্রণাম করে। প্রতিভাস্যক্তি - প্রতিভাত হবে। প্রেষয়ামাস - পাঠালেন।

ফ

ফল্গু (ক্লীব) – বালি।

ব

বভূব – ছিলেন। বসবঃ – বসুগণ। বর্তনম্ (ক্লীব) পেশা। বর্তনার্থী – বৃত্তিপ্রার্থী। বাতাৎ – বাতাস থেকে। বাসসী – দুটি বস্ত্র। বিদিত্বা – জেনে। বিদীর্য – বিদীর্ণ করে। বিনশ্যতি – বিনষ্ট হয়। বিবরে – গর্তে। ব্রীড়া – লজ্জা। বেপমানঃ – কম্পমান।

২০২১

ভ

ভদ্রম্ – মঙ্গল। ভরতায় – ভরতকে । ভক্ষণার্থম্ – ভক্ষণের জন্য। ভক্ষয়তু – ভক্ষণ করুন। ভক্ষ্যাভাবাৎ – খাদ্যের অভাবে। ভাবয় – চিন্তা কর। ভার্যয়া – স্ত্রী কর্তৃক। ভাষসে – বলছ। ভিয়া – ভয়ের সঙ্গে। ভুজচ্ছায়ায়াম – বাহুর আশ্রয়ে। ভুজঙ্গানাম্ – সাপগুলোর। ভোজ্যব্যয়ে – খাদ্যদ্রব্য খরচ করে। ভোঃ – ওহে।

ম

মকরঃ – কুমির। মত্বা – মনে করে। মন্ত্রিভিঃ – মন্ত্রীগণ কর্তৃক। মনুজর্ষভঃ– মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মর্কটঃ – বানর। মহৌজমঃ – মহাশক্তিশালীগণ। মা – না। মাতুঃ – মায়ের। মাসষট্‌কেন – ছয় মাসের মধ্যে। মিত্রে (ক্লীব) দুজন বন্ধু। ম্রিয়ন্তে – মারা যায়।

য

যত্র – যেখানে। যাবৎ – যতদিন পর্যন্ত। যুধ্যস্ব – যুদ্ধ করে। যুবা – যুবক।

র

রঘূত্তম – হে রাঘবশ্রেষ্ঠ। রচয়িত্বা – রচনা করে। রমন্তে – আনন্দিত হন। রক্ষিতুম্ – রক্ষা করতে। রাজকুমারঃ – রাজপুত্র। রাজশার্দুলঃ – রাজব্যাঘ্র। রাজ্ঞা – রাজার দ্বারা। রুষ্যতি – রুষ্ট হয়। রোদিমি – রোদন করছি। রোদিষি – রোদন করছ।

শ

শনৈঃ – ধীরে। শশকঃ – খরগোশ। শশাপ – অভিশাপ দিলেন। শপ্ত্বা – অভিশাপ দিয়ে। শাম্যতি – প্রশমিত হয়। শুশ্রাব – শুনেছিলেন। শ্রদ্ধয়া – শ্রদ্ধার সঙ্গে। শ্রবণৌ – কর্ণযুগল। শ্লাঘ্যঃ– প্রশংসনীয়।

স

সংবিদা – মিত্রভাবে। সচিবান – মন্ত্রীগণকে। সরঃ (ক্লীব) – সরোবর। সর্বেশে – হে সকলের ঈশ্বরী। স্মরিষ্যতি – স্মরণ করবে। স্বল্পম (ক্লীব) – অত্যল্প। সাম্প্রতম – এখন। সূত্রে – প্রসব করে। সুষা – পুত্রবধ। স্বধ্যায়াৎ – বেদপাঠ থেকে।

হ

হতবান্ – হত্যা করেছিল। হনিষ্যতি – হত্যা করবে। হবিষা – ঘৃতদ্বারা। হস্তিনায়াম্ – হস্তিনাপুরীতে। হিত্বা – পরিত্যাগ করে। হৃদি – হৃদয়ে। হ্রিয়া – লজ্জার সঙ্গে। হ্লাদিতঃ – আনন্দিত।

ক্ষ

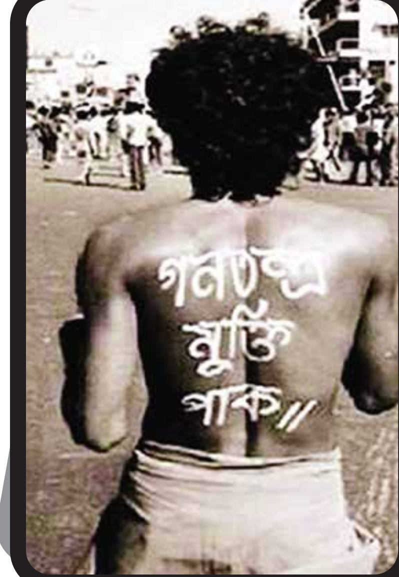
ক্ষিপ্রম্ –শীঘ্র।

দ্রষ্টব্য ঃ- ক্লীব - ক্লীবলিঙ্গ। স্ত্রী- স্ত্রীলিঙ্গ।





শহিদ নূর হোসেন



গণতন্ত্রের পথে: নব্বইয়ের গণআন্দোলন

দীর্ঘ সামরিক শাসনের অবসানের দাবিতে দেশব্যাপী গণআন্দোলনের সুত্রপাত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর গণতন্ত্রের মুক্তিকামী যোদ্ধা নূর হোসেন তাঁর বুকে ও পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' এই শ্লোগান লিখে মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। প্রতিবছর এই দিনটি 'শহিদ নূর হোসেন' দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

২০২১

শিক্ষাবর্ষ

৯ম-১০ম সংস্কৃত

পরদুঃখে দুঃখী হও

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য